কাদম্বরী।

"কাদম্বরীরসভরেণ সমস্ত এব,
মত্তো ন কিঞ্চিদপি চেতয়তে জনোহয়ং।
ভীতোহস্মি তন্ন রসবর্ণবিবর্জ্জিতেন,
তচ্ছেষমাত্মবচসাপ্যনুসন্দধানঃ—॥"

শ্রীকালিদাস দত্ত প্রণীত।

কলিকাতা,
৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে"
শ্রীবাবুরাম চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

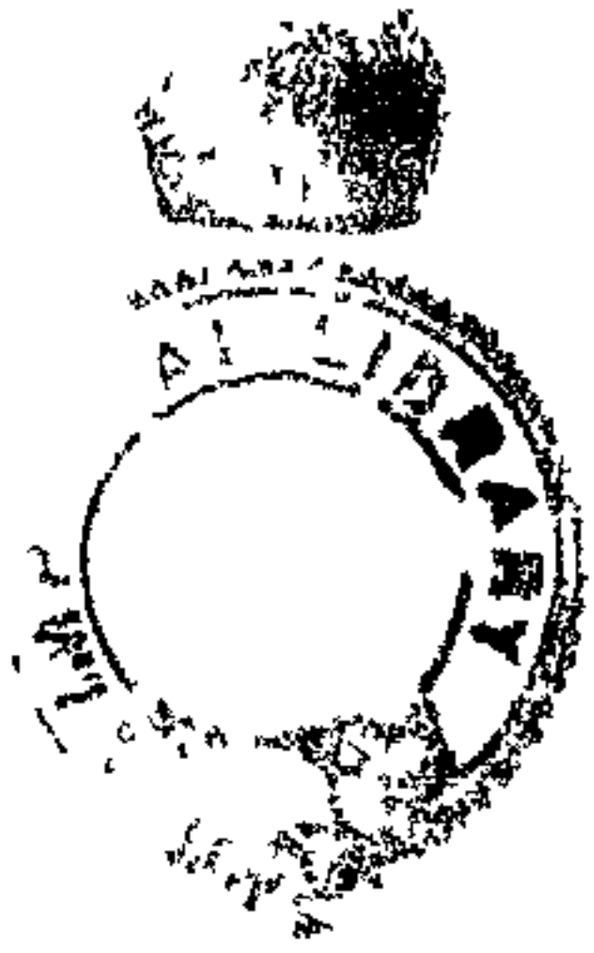

পরমারাধ্য

শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ দত্ত

জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে

এই গ্রন্থখানি

ভক্তিভরে

উৎসর্গ করিলাম।

প্রণত

কালিদাস।

নাট্যোল্লিখিত প্র—

...ট্টের রচিত "কাদম্বরী"

শ্বেতকেতু

...প্রসিদ্ধ; এরূপ অপূর্ব্ব—অত্যাশ্চর্য্য

পুণ্ডরীক অন্য কোনও সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ।

এই পুস্তকখানিতে আমি সেই স্বর্গগত মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহার উপাখ্যানভাগটীকে নাটকাকারে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। ফলতঃ, সেই বৈচিত্র্যময় রচনাকৌশল,—ভাবের সেই অপূর্ব্ব সমাবেশ,—কল্পনার সেই উত্তালতরঙ্গরঙ্গ,—নাটকীয়বস্তুর অত্যাশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি,—অনৈসর্গিক কবি-কল্পিত জগতের মনোহর চরিত্রচিত্রণ এবং সর্ব্বোপরি বীণার ঝঙ্কারে স্বভাবের সুমধুর বর্ণনার বিন্দুমাত্র গৌরব রক্ষা করা বঙ্গভাষার সাধ্য নহে,—নাটকের কথা ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যাঁহারা সেই সংস্কৃত-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অতি তুচ্ছ। তবে অনেকেরই ধারণা কাদম্বরীর নাটক হইতে পারে না, এবং সেই জন্য এতাবৎকাল কেহই এ বিষয়ে প্রয়াস পান নাই। তাঁহাদের সে ধারণা দূর করিতে কতটুকু কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না।

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে আমি ৺
শঙ্কর তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বন করিয়াছি। তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদটী বঙ্গভাষার উজ্জ্বল রত্ন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে, সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক এবং জেনেরল এসেম্‌ব্লি ইনিষ্টিটিউশনের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথমোহন বসু বি, এ, মহাশয় আমার এই গ্রন্থখানি যত্নপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। নাটক ও রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা মন্মথ বাবুর মত খুব অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা, বাগবাজার
১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪।

শ্রীকালিদাস দত্ত।

নাট্যোল্লিখিত পুরুষগণ।

শ্বেতকেতু	... ...	মহর্ষিবিশেষ।
পুণ্ডরীক	... ...	শ্বেতকেতুর পুত্র।
কপিঞ্জল	... ...	পুণ্ডরীকের সখা।
চন্দ্র	... ...	দেবতাবিশেষ।
তারাপীড়	... ...	উজ্জয়িনীর রাজা।
চন্দ্রাপীড়	...	তারাপীড়ের পুত্র ও শাপভ্রষ্টচন্দ্র।
শুকনাস	... ...	তারাপীড়ের মন্ত্রী।
বৈশম্পায়ন	...	শুকনাসের পুত্র ও শাপভ্রষ্ট পুণ্ডরীক।
চিত্ররথ	...	গন্ধর্বপতি ও কাদম্বরীর পিতা।
হংস	...	ঐ ও মহাশ্বেতার পিতা।
গৌতম	... ...	তারাপীড়ের বিদূষক।
কৈলাস	... ...	কঞ্চুকী।

লম্বোদর, গোবর্দ্ধন, রঘুনন্দন, রামধন, বিশ্বম্ভর প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ; ঋষিকুমারগণ; গ্রহাচার্য্য; কিন্নর; কেয়ূরক, মেঘনাদ, বলাহক, অরিন্তক প্রভৃতি ভৃত্যগণ; সেনাপতিদ্বয়; সৈন্যগণ; দূতগণ; প্রহরিগণ; যদু, মধু, কাশী, বাশী, ভোলা প্রভৃতি চণ্ডালগণ।

স্ত্রীগণ।

কমলা	...	চণ্ডালকন্যা ও পুণ্ডরীকের জননী।
বিলাসবতী	...	উজ্জয়িনী-রাজমহিষী।
মনোরমা	...	বৈশম্পায়নের মাতা।
পত্রলেখা	...	শাপভ্রষ্টা রোহিণী ও চন্দ্রাপীড়ের দাসী।
মহাশ্বেতা		পুণ্ডরীকের পত্নী ও গন্ধর্ব্বপতি হংসের দুহিতা।
কাদম্বরী		চন্দ্রাপীড়ের পত্নী ও গন্ধর্ব্বপতি চিত্ররথের কন্যা।
তরলিকা	...	মহাশ্বেতার সখী।
তমালিকা মদলেখা মদনিকা সাগরিকা চতুরিকা	... ...	কাদম্বরীর সখীগণ।

মুনিকন্যাগণ, তাপসগণ, চণ্ডালরমণীগণ, কিন্নরী ও গৌতম-পত্নী।

কাদম্বরী

…AL LIBRA…
27 MAY 190…

প্রস্তাবনা।

অচ্ছোদসরোবরতীরে লতাকুঞ্জে শৈবাল-শয্যায়
পুণ্ডরীক, তৎপার্শ্বে কপিঞ্জল উপবিষ্ট
ও আকাশে চন্দ্র উদিত।

কপিঞ্জল। সখে পুণ্ডরীক, যে ব্যক্তি মূঢ় সেই কেবল অনঙ্গ-পীড়ায় অধীর হয়, সেই কেবল ক্ষণিক সুখলাভের আশায় অন্ধ হ'য়ে কমল-মালা মনে ক'রে, এই প্রণয়রূপ কালফণী কণ্ঠে ধারণ করে,—সেই কেবল মহারত্নভ্রমে জ্বলন্ত অঙ্গারে, মৃণালভ্রমে প্রমত্ত করীর দশনে ও রজ্জুভ্রমে কালসর্পে হস্তক্ষেপ করে। তুমি জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও সুপণ্ডিত এবং ঋষিতনয়দিগের আদর্শস্থানীয়; কিন্তু একি! হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তুমিও এই অসৎপথের পথিক হ'চ্ছ। ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বিনয়, লজ্জা, জিতেন্দ্রিয়তা, বিষয়-বৈরাগ্য প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলে, সে সকল এক্ষণে কোথায় গেল! সামান্য রমণীর প্রেমে পতিত হ'য়ে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হবে ব'লেই কি তোমার জনক মহর্ষি শ্বেতকেতু তোমাকে যাগযজ্ঞ ও বেদাদি শিক্ষা দিয়েছিলেন? তুমি এরূপ ভাবে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হবে ব'লেই কি কমলাসনা লক্ষ্মীদেবী

তোমাকে জঠরে ধারণ ক'রেছিলেন? ভাই পুণ্ডরীক, তুমি ঋষি, একবার ঋষির মত ভেবে দেখ দেখি, এ কার্য্য অন্যায় কি না।

পুণ্ডরীক। সখে কপিঞ্জল, তুমি ত কখনও মন্মথের শর-সন্ধানের পথবর্ত্তী হও নাই, তাই স্বচ্ছন্দে উপদেশ দিচ্ছ। যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় আছে, মন আছে, সেই কেবল হিতাহিত বিবেচনায় সক্ষম,—সেই কেবল উপদেশের পাত্র। আমার সে সকল একেবারে গেছে; আমার নিকট ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ও বিবেচনা এ সকলের লেশমাত্রও নাই; এক্ষণে আর উপদেশ দিলে কি হবে? তুমি আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হ'য়েও কেন এমন অজ্ঞের ন্যায় কথা ব'লছ? আমি সব জানি,—জানি যে, মহর্ষিকুলে যদি কেহ কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে, সে—আমি; কিন্তু ভাই, বল দেখি অবোধ মনকে কেমন ক'রে প্রবোধ দিই? জগৎ যে আমার চক্ষে মহাশ্বেতাময়। মহাশ্বেতা, একবার এস, একবার এসে দেখে যাও তোমার পুণ্ডরীকের কি শোচনীয় অবস্থা!

কপিঞ্জল। (স্বগত) না, যেরূপ দেখে গন্ধর্ব্বনগরে মহাশ্বেতার নিকট গমন ক'রেছিলেম, এক্ষণে সখাকে তদপেক্ষা অধীর দেখ্‌ছি; হায়! কে জান্‌তো যে অচ্ছোদ সরোবরে স্নান ক'র্‌তে এসে সখার এরূপ হবে! মনে ক'রেছিলেম, সখাকে সান্ত্বনা কর্‌বার জন্যে মহাশ্বেতার সংবাদ এনে দিয়ে, তারপর ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ ক'র্‌ব; কিন্তু হায়! এ ব্যাধির চিকিৎসা নাই; বস্তুতঃ নাটকাদিতে প্রণয়ীর অবস্থা যেরূপ বর্ণিত আছে, এও দেখ্‌ছি অবিকল সেইরূপ।

পুণ্ডরীক। মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা, প্রাণের মহাশ্বেতা, তুমি কোথায়! একবার এসে দেখে যাও, তোমার বিরহানলে পুণ্ডরীকের হৃদয় ভস্মীভূত হ'য়ে যাচ্ছে; তোমার আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নযুগলের এক একটী সরল কটাক্ষ আমার হৃদয়ে যেন শত শত শেল বিদ্ধ ক'র্‌ছে। তোমার প্রদত্ত সেই একাবলী মালাটী আমাকে যেন বিষধরের ন্যায় দংশন ক'র্‌ছে। মহাশ্বেতা, একবার এসে দেখে যাও, তোমার বিহনে পুণ্ডরীকের চক্ষুর সম্মুখে সব অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে।

কপিঞ্জল। সখে, তোমায় ত এই মাত্র ব'ল্লেম, গন্ধর্ব্বকুমারী অবিলম্বে তোমার নিকট উপস্থিত হবেন; তোমাকে দর্শন অবধি তিনিও মদনশরে জর্জ্জরিত হ'য়েছেন। তুমি তাঁর জন্য যতদূর ব্যাকুল হ'য়েছ, তোমাকে দেখ্‌বার জন্য তিনি আমার নিকট তদপেক্ষা শতগুণ ব্যাকুলতা প্রকাশ ক'র্‌ছেন। সখে, চিন্তা ক'র না, তাঁর সখী তরলিকাকে সঙ্গে লয়ে তিনি এখনি আস্‌বেন।

পুণ্ডরীক। ভাই, আর বিলম্ব সহ্য হয় না, মহাশ্বেতার অদর্শনে আমার প্রাণবায়ু যেন বহির্গত হ'বার উপক্রম ক'র্‌ছে। বল ভাই, সে আমার কথা তোমাকে কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে? আমি স্নানের সময় সেই কমলাননা মহাশ্বেতার কর্ণে যে কল্পপাদপের কুসুম-মঞ্জরী স্বকরে পরিয়ে দিয়েছিলেম, সেটী কি সে এখনও পরিধান ক'রে আছে?

কপিঞ্জল। ভাই, মহাশ্বেতার কথা একে একে তোমাকে ত সকলই ব'লেছি। মহাশ্বেতাও তোমার জন্য পাগলিনী; কিয়ৎক্ষণ ধৈর্য্য অবলম্বন কর, মহাশ্বেতা এখনি আস্‌বেন।

পুণ্ডরীক। ভাই, আর কতক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ ক'রে থাকি ; মন যে কোনরূপেই প্রবোধ মান্‌ছে না। হায় মহাশ্বেতা, তুমি কেন তোমার ঐ অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল আমার চক্ষুর সম্মুখে এনেছিলে ? কেন মন্মথের শর-সদৃশ-কটাক্ষ-বিক্ষেপে প্রেমাঙ্কুরিত তাপস-হৃদয় দগ্ধ ক'রেছিলে ? মাল্য-বিনিময়ে কেন আমায় প্রেমের প্রতিদান দিয়েছিলে ? দিয়েছিলে ত তোমাকে পেলেম না কেন ? না পেলেম ত মরি নাই কেন ? মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা, কোথা মহাশ্বেতা !

কপিঞ্জল। ভাই, সকল কার্য্যেই ধৈর্য্য অবলম্বন করা মহতের একান্ত কর্ত্তব্য ; উদ্বেগ পরিত্যাগ কর, অবিলম্বে মহাশ্বেতা-লাভ হবে।

পুণ্ডরীক। হায় সখে, কেন আর আমায় ধৈর্য্য অবলম্বন ক'র্‌তে ব'ল্‌ছ ? কেন আর আমায় মহাশ্বেতা-লাভের আশা দিচ্ছ ? আমি এ জীবনে বুঝি আর মহাশ্বেতাকে পাব না। হায় মন্মথ, ত্রিপুরারি তোমাকে যে কোপাগ্নিতে ভস্মীভূত ক'রেছিলেন, তা বুঝি বাড়বানলের ন্যায় তোমার হৃদয়ে এখনও জ্ব'ল্‌ছে এবং তাই দিয়ে তুমি তোমার কুসুমশরকে এত উষ্ণ ক'র্‌ছ। হায় কমলিনি ! তুমি নিশ্চয়ই সূর্য্যবিরহা-নলে অতিশয় দগ্ধ হচ্ছ, তা না হ'লে কমলপত্রের এত উষ্ণতা হবে কেন ?

কপিঞ্জল। (স্বগত) নিম্নগামী জলস্রোতের ন্যায় সখার হৃদয় মহাশ্বেতার পানে এত প্রবলবেগে ধাবিত হচ্ছে যে, তার গতিরোধ করা একান্তই দুঃসাধ্য।

পুণ্ডরীক। অনল ! চারিদিকে অনল !—কমলপত্রে অনল !

কুসুমশরে অনল! চন্দ্রকিরণে অনল! কে এত অনল বর্ষণ ক'র্‌ছে? নিরীহ তাপস-কুমারের উপর কে এত অনল বর্ষণ ক'র্‌ছে? অহো পুড়ে গলেম! পুড়ে গলেম! (ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) একি চন্দ্র! হে সুধাংশুনিধি, আমি শুনেছি তোমার করজালে তুমি হিমকণা বর্ষণ কর;—কিন্তু আজি কেন আমাকে প্রতারণা ক'র্‌ছ? কেন তোমার কিরণ দ্বারা অগ্নি উদ্গীরণ ক'র্‌ছ? তুমি এমন নিষ্ঠুর—এমন নির্দ্দয় ব'লে আমি জান্‌তেম না, আমি জানি তোমার কিরণ স্বাভাবিক শীতল; কিন্তু হে শশাঙ্ক! আজ বিরহ-সন্তপ্ত বিপন্ন ঋষি-কুমারকে দেখে কেন আপন কিরণে অগ্নি-মিশ্রিত ক'রে আমার উপর বর্ষণ ক'র্‌ছ? অহো দগ্ধ হলেম! দগ্ধ হলেম! নিষ্ঠুর চন্দ্রের অগ্নিময় কিরণে দগ্ধ হলেম! দুরাত্মন্, আমি যদি মহর্ষি শ্বেতকেতুর ঔরসে যথার্থ জন্মগ্রহণ ক'রে থাকি—দেবতার চরণে যদি আমার ঐকান্তিক ভক্তি থাকে—যদি আমি আশৈশব কায়মনে বেদাধ্যয়ন ও যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ক'রে থাকি, তা হ'লে তুই যে অকারণ আমাকে দগ্ধ ক'র্‌ছিস্, তজ্জন্য তোকে এই অভিশম্পাত ক'র্‌লেম, যেন তুইও অবনীতে বার বার জন্মগ্রহণ ক'রে আমার ন্যায় বিরহসন্তাপে চিরদিন দগ্ধ হ'স্।

কপিঞ্জল। (স্বগত) একি, একি, সহসা সখা কেন এরূপ হ'ল! (পুণ্ডরীকের প্রতি) সখে, এই মাত্র ত তুমি আমার সঙ্গে বেশ কথা কচ্ছিলে—পুণ্ডরীক! পুণ্ডরীক!

চন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! আমি বিধাতার নির্দ্দিষ্ট আদেশ অনুসারে এই ভাবে গগনমণ্ডলে বিচরণপূর্ব্বক যেরূপ সর্ব্বস্থানে সম ভাবে

আপন শীতল কিরণ বর্ষণ ক'রে থাকি, তোমার উপরও সেইরূপ কিরণ বিকীরণ ক'রেছি; কিন্তু পাপাত্মন্! তুই কেন অকারণ আমাকে অভিশপ্ত কর্‌লি? যদি আমি কিরণ-দানে ঈশ্বরের প্রকৃত আদেশ পালন ক'রে থাকি—যদি ধর্ম্মের উপর আমার প্রকৃত বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, তা হ'লে আমিও এই অভিশম্পাত ক'র্‌লেম যে, তুইও দিবানিশি এই ভাবে প্রেমানলে দগ্ধ হ'য়ে এমন কি তির্য্যক্‌জাতিতেও পরিণত হবি। প্রেমোন্মত্ততাই তোর এই অধঃপতনের কারণ। (চন্দ্রের অন্তর্দ্ধান)।

পুণ্ডরীক। হা হতোঽস্মি, হা দগ্ধোঽস্মি। (মৃত্যু)

(পট উত্তোলন, চন্দ্রকান্তমণি-নির্ঝর এবং তন্নিকটে মহাশ্বেতা ও তরলিকা দণ্ডায়মানা)

কপিঞ্জল। হায় সখা, কি করিলে! কোথা যাও! কোথা যাও!

মহাশ্বেতা। একি! কেন সখা কপিঞ্জলের এরূপ বিলাপবাক্য শুন্‌তে পাচ্ছি। না জানি কি অমঙ্গলই ঘ'টে থাক্‌বে! তরলিকে! সত্বর এস, সত্বর এস, প্রাণেশ্বরকে দেখ্‌বার জন্য হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়েছে, সত্বর এস।

তরলিকা। দেবি, চলুন চলুন।

(কপিঞ্জল-সমীপে উভয়ের আগমন)

মহাশ্বেতা। (পুণ্ডরীকের শবদেহ দর্শন করিয়া।) উঃ কি বিষম বজ্রাঘাত, স্বামিন্, কোথা যাও ক্ষণেক দাঁড়াও।

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

তরলিকা। একি হ'ল,—দেবি মহাশ্বেতাও যে অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতা হ'লেন। দেবি! দেবি! (মহাশ্বেতার নিকটে উপবেশন)

বিমানপথে পুনর্ব্বার চন্দ্রের বিকাশ ও তন্মধ্য হইতে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির আবির্ভাব।

জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। হায়, পূর্ব্বে যদি জান্‌তেম যে আমার কিরণোদ্ভূত অপ্সরকুলসম্ভবা গৌরী ও গন্ধর্ব্বপতি হংসের দুহিতা মহাশ্বেতা আমারই শাপপ্রভাবে বিধবা হবে, তা হ'লে কখনই পুণ্ডরীককে অভিশাপ দিতেম না;—কিন্তু যখন উভয়েই উভয়কে অভিশাপ দিয়েছি, তখন ধরাতলে জন্ম-গ্রহণ ক'র্‌তেই হবে। আমি উজ্জয়িনীপতি মহারাজ তারা-পীড়ের ঔরসে চন্দ্রাপীড় নামে জন্মগ্রহণ ক'র্‌ব এবং তদীয় মন্ত্রী শুকনাসের ঔরসে পুণ্ডরীকও বৈশম্পায়ননামে জন্ম-গ্রহণ ক'র্‌বে। যাই হ'ক্ যত দিন পুণ্ডরীক না পুনর্জ্জীবিত হয়, ততদিন পুণ্ডরীকের দেহ আনয়ন ক'রে চন্দ্রলোকে রক্ষা করি।

(জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তির ভূতলাবতরণ ও পুণ্ডরীকের শবদেহ লইয়া পুনর্ব্বার শূন্যমার্গে উত্থান।)

কপিঞ্জল। রে দুরাত্মন্! সখাকে অপহরণ ক'রে কোথায় পলায়ন ক'র্‌ছিস্? কপিঞ্জল জীবিত থাক্‌তে থাক্‌তে কখনই সখাকে আমার নিকট হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'র্‌তে পার্‌বিনা। রে তস্কর! অপেক্ষা কর্, এখনি তোর চৌর্য্য বৃত্তির প্রতি-শোধ দিচ্ছি।

(জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ
কপিঞ্জলের ঊর্দ্ধে উত্থান।)

মহাশ্বেতা। (সংজ্ঞালাভ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক) ঐ! একি! কেন উনি এমন ক'রে আমার স্বামীকে ল'য়ে শূন্যমার্গে উত্থিত হ'চ্ছেন্। (প্রকাশ্যে) মহাত্মন্, আপনি কি জন্য আমার স্বামীর দেহ ধারণ ক'রে ঊর্দ্ধে গমন ক'চ্ছেন? দিন্, আমার পতিকে দিন্। আমি স্বামিসনে এক চিতায় শয়ন ক'রে, সকল দুঃখের অবসান করি দিন্, আমার স্বামীর দেহ আমায় দিন্।

জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তি। বৎসে মহাশ্বেতে! প্রাণ পরিত্যাগ ক'র না; দৈববলে তোমার স্বামী পুণ্ডরীক আবার জীবিত হবে।

(জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তির তিরোধান)

মহাশ্বেতা। ঐ দেখ্‌তে দেখ্‌তে এঁরা যে তারার মধ্যে মিশে গেলেন! (তরলিকার প্রতি) তরলিকে, বল একি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

নভস্থলে জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্ত মূরতি
নিমেষে বলিয়া গেল :—"বৎসে মহাশ্বেতে,
ক্ষান্ত হও, ত্যজিও না আপন জীবন,
পতি সহ পুনঃ তব হইবে মিলন।"

তরলিকা। প্রিয়সখি, বিধাতার লীলার কৌশলে,
হেন দৈববাণী হ'ক অচিরে সফল।
চিন্তা নাই, চল দেবি, গিয়া হেমকূটে

অপূর্ব্ব ঘটনা হেন শুধাই পিতারে,
প্রতিকার করিবেন জনক ইহার ॥

মহাশ্বেতা। ফিরিব না ঘরে আর প্রাণের সজনি!
যাবৎ জীবিত নাহি হন প্রাণপতি ;
তাবৎ করিব এই কাননেতে বাস।
অচ্ছোদ-সরসী-তীরে রচিয়া আশ্রম
আচরিব আজীবন তাপসীর ব্রত।
যার সুখ আছে, সেই করে গৃহবাস ;
দুঃখী যেই জন শ্রেয়ঃ তাহার সন্ন্যাস।

(পটক্ষেপণ)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী রাজসভা।

তারাপীড়, শুকনাস ও গৌতম আসীন।

তারাপীড়। দেখ মন্ত্রি,
সসাগরা ধরা-রাজ্য সকলি আমার
উজ্জয়িনী রাজধানী তার,
করদাতা মম পার্শে নরপতি সব ;
কিন্তু শুকনাস, এই বিপুল সম্পদে
একমাত্র মনোদুঃখ ছিল আমাদের—
কে ভুঞ্জিবে এ সাম্রাজ্য, কে পালিবে প্রজা।
আশ্চর্য্য বিধির লিপি !—আশ্চর্য্য ঘটনা !
প্রভাতে তপনোদয়ে তমোরাশি যথা—
বিতাড়িত হয় দূর পর্ব্বত-কন্দরে,
তেমতি হে মন্ত্রিবর ! বিধির ইচ্ছায়
দূরে গেছে মনোদুঃখ লভিয়া কুমার।
আমি শুধু পুত্রবান্ নহি শুকনাস,
বিধির কৃপায় পুত্র লভিয়াছ তুমি।
যথা তুমি মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত মোর
তথা ভবিষ্যতে রাজা হ'লে চন্দ্রাপীড়
বৈশম্পায়ন হবে অমাত্য তাহার।

শুকনাস। হে রাজন্!
নিজ পুত্র লাভে আমি যত আনন্দিত,
ততোধিক আনন্দিত হেরি চন্দ্রাপীড়ে;
মন্ত্রিপদে অনেকেই হয় অধিষ্ঠিত
কিন্তু প্রভু, না জন্মিলে পুত্র আপনার—
কে পালিত সসাগরা ধরা?—
কে ধরিত রাজদণ্ড?
মহতের উচ্চপদ বল কেবা লয়,
সাধারণ নিম্নপদ শূন্য নাহি রয়।

তারাপীড়। দেখ মন্ত্রি, কি আশ্চর্য্য!
একদিনে জন্ম দুজনার; আমাদের মত
দুজনেই সখ্যভাবে কাটাইবে কাল;
পুত্রমুখ হেরি পুলকিতা মনোরমা,
হরষিতা মহিষী বিলাসবতী,
তুমি আমি দুইজনে আনন্দে মগন।

শুকনাস। নরপতে, মরি মরি মরি কি সুন্দর
নয়নরঞ্জনরূপে অবতীর্ণ তব চন্দ্রাপীড়,
আহা! সুধানিধি যেন ভূতলে উদিত।
সুনিশ্চয় দেব-অংশে জনম তাহার,
তা না হ'লে বল প্রভু, বল কোন্‌খানে
মানবের গৃহে জন্মে এ হেন কুমার?
মহীতলে জনমে কি চপলার জ্যোতিঃ?

তারাপীড়। আর বৈশম্পায়ন—
আহা কি তেজস্বী-মূর্ত্তি!

ব্রাহ্মণের গৃহে
মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মা যেন হ'য়েছে উদিত!
বিশাল ললাটে বিরাজে চিন্তার রেখা
শৈশবেই ঋষিতুল্য দেহ!
কিন্তু মন্ত্রিবর, বড় পরাণ ব্যাকুল
বহুদিন নাহি হেরি কুমার যুগলে,
আহা নাহি জানি কেমনে র'য়েছে তারা!
যে অবধি শিপ্রাতীরে নির্ম্মিয়া প্রাসাদ
রাখিয়াছি দুইজনে আচার্য্য-সমীপে,
নানাবিধ বিদ্যালাভহেতু;
সে অবধি আর তারা আসেনি হেথায়।
শুনেছি সচিববর তবু লোকমুখে
সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী হ'য়েছে উভয়ে।
চন্দ্রাপীড়ে অভিষেকি রাজপদে এবে
বৈশম্পায়নে বরি মন্ত্রিব আসনে,
তুমি আমি দুইজনে লব অবসর
সংসারের কোলাহল করি পরিহার।

শুকনাস। পূর্ণ হ'ক অভিলাষ তব।
কয়দিন আজি মনোরমা
ব্যাকুলিতা নেহারিতে কুমার-যুগলে,
আপনারো ইচ্ছা যদি হেরিতে কুমারে,
বারতা প্রেরণ তবে করি মহারাজ।

তারাপীড়। কর যাহা অভিরুচি তব।

শুকনাস। কে আছ এখানে?

(মেঘনাদ ও বলাহকের প্রবেশ)

বলাহক। কিবা আজ্ঞা দেব ?

শুকনাস। বলাহক, ত্বরা রথ করা'য়ে প্রস্তুত
যাও তুমি শিপ্রাতীরে কুমারের পাশে ;
ব'ল গিয়ে চন্দ্রাপীড়ে,—আকুলা মহিষী,
আকুল জনক তাব নেহারিতে তারে,
বৈশম্পায়ন সহ আসে যেন ত্বরা ।

বলাহক। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব।

গৌতম। নাহি মোর কোন কায, আজ্ঞা কর মহারাজ,
যাই আমি কুমাবে আনিতে ;
তৎতবধারণ কবি, আনিব কুমাবে ধবি,
কোন দ্বিধা নাহি কব চিতে।

তাবাপীড়। হইয়াছে ইচ্ছা যদি যাও তবে সথা।

গৌতম। (স্বগত) কুমারের আশ্চর্য্য বিবেক
তাই নব বিভিযেক
নির্ব্বিলম্বে হইবে তাহার ;
জগদম্বে, সহায় আমাব।

[গৌতম ও বলাহকের প্রস্থান।

শুকনাস। মহারাজ,
দয়ার সাগর তব পুত্র চন্দ্রাপীড়
অভিযেকযোগ্য বটে হ'য়েছে এখন,
কি কহিব নরপতে, শুনিনু সে দিন
অতি ঘোর নিশীথ সময়ে—

প্রজাদের গৃহে গৃহে ফিরিছে কুমার,
কার দুঃখ—কার কষ্ট—অশান্তি কোথায়—
তব রাজ্যমাঝে ভ্রমি জানিছে সকলি।
কোথা পর্ণকুটীরের ধারে—
মাতৃবিয়োগেতে শিশু করিছে রোদন;
চন্দ্রাপীড় ল'য়ে কোলে অনাথ-বালকে
সাদরে বদন চুম্বি আনিছে তাহারে
শিপ্রাতীরে আপন মন্দিরে; এইরূপে
হইয়াছে মহীপতে, করুণায় তার
বিদ্যার আলয়ে এক অনাথ আশ্রম,—
সাম্রাজ্যের উপযুক্ত রাজা দয়াবান্।

তারাপীড়। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অবশ্য ফলিবে।
জানি আমি তনয়ের করুণ-হৃদয়,
কিন্তু মন্ত্রিবর, তুমি দেখেছ কি কভু
রাজনীতিশাস্ত্রজ্ঞান কিরূপ তাহার?

শুকনাস। শুধু রাজনীতিশাস্ত্র কেন প্রভু,
চন্দ্রাপীড় সর্ব্ববিধ বিদ্যার আধার।
পুণ্যবান্ মহারাজ স্বয়ং আপনি,
তা না হ'লে হেন পুত্র লভে কোন্ জন?
পূর্ব্ব-সুকৃতির ফল সুতনয় লাভ।

তারাপীড়। শুকনাস, কুমার ও বৈশম্পায়ন
উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত এবে,—তাই বলি—
করিব কি অভিষেক-কার্য্য সমাধান?

শুকনাস। শুভকর্ম্মে বিলম্বে কি কায; বিশেষতঃ,

কুমারের বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছে শেষ,
সংসারে বিপুল জ্ঞান ক'রেছে যে লাভ,
উপযুক্ত অভিষেক-কাল এ সময়।

তারাপীড়। রাজকুল-গ্রহাচার্য্যে ডাকিয়া সত্বর
তবে মন্ত্রি, কর কোন শুভ দিন স্থির।

শুকনাস। প্রেরি তবে মেঘনাদে গ্রহাচার্য্যপাশে।
(মেঘনাদের প্রতি)
মেঘনাদ, যাও তুমি ত্বরিত-গমনে
রাজকুল-গ্রহাচার্য্যে আনিতে সভায়।

মেঘনাদ। যথা আজ্ঞা প্রভু। (প্রস্থান)

(চন্দ্রাপীড়, বৈশম্পায়ন, বলাহক ও
গৌতমের প্রবেশ)

বৈশম্পায়ন। (শুকনাসের সম্মুখে গিয়া)
নমে দাস বৈশম্পায়ন। (প্রণাম)

চন্দ্রাপীড়। (শুকনাসের সম্মুখে গিয়া)
প্রণমিছে চন্দ্রাপীড় তব পদাম্বুজে। (প্রণাম)

শুকনাস। বৎসগণ, হও দীর্ঘজীবী।

চন্দ্রাপীড়। (রাজার সম্মুখে গিয়া)
নমি পিতঃ, তব ওই রাতুল চরণে। (প্রণাম)।

বৈশম্পায়ন। মহারাজ, অভিবাদন করি।

তারাপীড়। (চন্দ্রাপীড়ের প্রতি) এস বৎস, করি আশীর্ব্বাদ।
মম পার্শ্বে সিংহাসনে ব'স দুই জনে।
(চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নের উপবেশন)

বৎসগণ,
আজি তোমা দুইজনে কৃতবিদ্য হেরি
যেরূপ সন্তোষ লাভ করিলাম আমি,
লক্ষ লক্ষ সুবৃহৎ সাম্রাজ্য লভিয়া,
সেরূপ আনন্দ হৃদে পাই নি কখন।

শুকনাস। মহারাজ, এতদিনে ভাগ্যে আমাদের
পূর্ব্ব-পুণ্যফল-বলে ফলিল সুফল;
উজ্জয়িনী-প্রজাপুঞ্জ, ধন্য তোরা আজি,
যাদের পালন তরে জন্মিল কুমার;
চন্দ্রাপীড়, ভাগ্যবতী নিজে বসুমতী
আরাধিবে পতিভাবে তোমা যেই জন।

চন্দ্রাপীড়। আর্য্য, এ রাজকুলের
আপনি ত চিরদিন শুভ-অনুধ্যায়ী,
দুজনে যা কিছু শিক্ষা করিয়াছি লাভ,
সে সকল তব ওই চরণপ্রসাদে।

তারাপীড়। শুন বৎস চন্দ্রাপীড়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছ তুমি,
আমারো অন্তিমকাল উপস্থিত এবে,
দেখ বৎস, এ বয়সে আরও কত দিন
বহিব এ সাম্রাজ্যের সুমহান্ ভার?
হইয়াছ এবে তুমি নিজে জ্ঞানবান্
কর তুমি প্রজার পালন;
স্বীয় পিতা শুকনাস সম বিদ্যাবান্
বৈশম্পায়ন হ'ক সচিব তোমার;
আর মোরা দুইজনে পূর্ব্বপুরুষের

বার্দ্ধক্যের চিরবাস চারু-তরুমূলে—
নগরীর উপকণ্ঠে রচিয়া কুটীর
বানপ্রস্থ আশ্রমেতে লভিগে আশ্রয়।

চন্দ্রাপীড়। জানি,
পূর্ব্ব-পুরুষের চিররীতি অনুসারে,
হে পিতঃ, আপন ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বেগে,
একদিন ত্যজি মোরে যাবেন আপনি।
দেব, আপনার এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে,
নাহি চাই অশ্রু দিয়ে ঘটা'তে ব্যাঘাত;
কিন্তু এই সুবিস্তৃত রাজ্যের তুলনে
অদ্যাপি শৈশব মোর জানিবেন পিতঃ,
রাজ্যের পালন-নীতি কিছু নাহি জানি।
এখনো গুরুর গৃহে পুস্তকের মাঝে
রহিয়াছে সীমাবদ্ধ জ্ঞেয়ান আমার;
ক্রিয়াসিদ্ধ রাজনীতি কিছুত শিখিনি,
একেবারে কিরূপে বা বহিব এ ভার?

শুকনাস। শুন বৎস, যতদিন তোমার সুজনে
সুদক্ষ নাহিক হও রাজ্যের শাসনে,
ততদিন আমরাও রহিব নিকটে।
অভিষেক কার্য্য এবে করি সমাধান,
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও বৎস তুমি;
দেখ, দেখ, তব
সম্মতি অপেক্ষা করি আছেন নৃমণি।

চন্দ্রাপীড়। সম্মতি আমার! তাহে কিবা প্রয়োজন?

মন্ত্রিবর, পিতৃদেব, আছে উভয়ের
চিরদিন আজ্ঞাধীন দাস চন্দ্রাপীড়,
যথা আজ্ঞা করিব পালন।

(গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ)

গ্রহাচার্য্য। জয়োহস্তু, জয়োহস্তু।
শুকনাস। এসেছেন গ্রহাচার্য্য এই যে সভায়।
তারাপীড়। এস প্রভু নমি শ্রীচরণে। (প্রণাম)
গ্রহাচার্য্য। দীর্ঘজীবী হ'ক এই রাজ্যের ঈশ্বর।
তারাপীড়। পরিগ্রহ কর দেব আপন আসন।

(গ্রহাচার্য্যের উপবেশন)

মম পুত্র চন্দ্রাপীড়ে অভিষিক্ত করি
বসাইতে সিংহাসনে ক'রেছি মনন,
কব গ্রহবিপ্রবর কব নিরূপণ
রাজ্যাভিষেকের কোন উপযুক্ত কাল।

গ্রহাচার্য্য। বুধে পূর্ণিমায়াং তিথৌ পুষ্যভে চ
ভবেদ্রাজ্যকারি দিনং স্বস্তমেকম্।
শুভাচন্দ্রশুদ্ধিঃ শুভাতারকা চ
শুভঞ্চাভিষেকং কুরুষ্বাত্র রাজন্॥

মহারাজ, আজি হ'তে পঞ্চম দিবসে
বুধবারে পূর্ণিমাতে আছে শুভদিন,
এই বর্ষে হেন দিন নাহি পাই আর।

তারাপীড়। উপযুক্ত দিন ইহা ক'রেছেন স্থির;
মন্ত্রিবর, যথাসাধ্য কর আয়োজন।

যাই আমি মহিষীরে দিগে সমাচার ;
এস বৎস চন্দ্রাপীড়, পশ্চাতে আমার—
ব্যাকুলা হ'য়েছে রাজ্ঞী হেরিতে তোমারে।

চন্দ্রাপীড়। যথা আজ্ঞা পিতৃদেব।

[তারাপীড়ের প্রস্থান।

শুকনাস। বৎস চন্দ্রাপীড়, তুমি সমস্ত শাস্ত্রই অধ্যয়ন ক'রেছ, জগতে যাহা জ্ঞাতব্য সবই জেনেছ, অতএব তোমার উপদেষ্টব্য কিছুই নাই। তবে তুমি যুবা, যৌবনের প্রারম্ভে বর্ষাকালীন নদীর মত হৃদয় কলুষিত হয়, তজ্জন্য তোমাকে দুই একটী কথা বলি শ্রবণ কর। দেখ, তুমি যৌবন, ধন-সম্পত্তি ও প্রভুত্ব এ তিনেরই অধিকারী হ'তে চ'ল্লে, এ সময় বিষয়-তৃষ্ণা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ আক্রান্ত হ'লে অতি গর্হিত কর্ম্মও সৎকর্ম্ম ব'লে বোধ হয়। আরও বলি, অহঙ্কার ধনেরই অনুগমন ক'রে থাকে, অতএব তাহাকেও পরিহার ক'র। প্রভুত্ব বিষম হলাহল ; প্রভুজনেরা অধীনগণকে অতিশয় হেয়জ্ঞান করে। তাই বলি, রাজা হ'য়ে দরিদ্রগণের উপর যেন সমান দৃষ্টি থাকে। আর এক কথা বলি শোন, অর্থ অনর্থের মূল ; অর্থ-লোলুপ চাটুকারগণ অযথা প্রশংসা দ্বারা ধনি-লোকদিগকে নানারূপে প্রলোভিত করে ; অতএব সাবধান, যেন সেই লোভিগণের প্ররোচনায় প্রতারিত হ'য়ো না। আমি তোমাকে যে কয়েকটী কথা ব'ল্লেম, সে গুলি যেন চিরদিন স্মরণ থাকে, তা হ'লেই তুমি একজন প্রজা-রঞ্জক রাজা হ'তে পার্‌বে।

চন্দ্রাপীড়। আর্য্য, আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।

শুকনাস। এক্ষণে সন্ধ্যা সমাগত, যাও দুজনে অন্তঃপুরে গমন কর, আমিও অর্চ্চনার নিমিত্ত মহাকালের মন্দিরে যাই।

[একপার্শ্ব দিয়া শুকনাস, বলাহক ও গৌতম এবং অন্যপার্শ্ব দিয়া চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী রাজপথ।

লম্বোদর ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

লম্বোদর। উঃ কি আস্পর্দ্ধা! এত প্রগল্‌ভতা, ধৃততা, মূর্খতা, প্রবলতা যে শ্রীমৎ লম্বোদর বেদান্তবাগীশের বিমুখতা বৈবতা করে! আরে মূর্খগণ, অবগণ্ডগণ, রাজবিভিষেকের কথা কিং ন জানন্তি অহং যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিস্? এই সার্দ্ধ দ্বিচত্বারিংশ বয়ঃক্রমে কত রাজবিভিষেকং সমাপয়ন্তাং মাং ত্বং আবাব প্রশ্নী ভবতু! হাঁঃ, তা পণ্ডিত বেটারা কতক্ষণ টিক্‌বে? দণ্ডমধ্যেই বিপর্য্যস্ত পরহস্ত হ'য়ে গেল। যাই, হোক্, আমার ত জয় হ'য়েছে, এখন গর্ভধাবিণী গৃহিণীকে ত্বরিৎ এ সু-সংবাদ দিই গে। [প্রস্থানোদ্যোগ।

(দ্রুতপদে রঘুনন্দন ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

রঘুনন্দন। কি বেদান্ত খুড়ো, দ্রুতপদে গজেন্দ্র-গমনে কোথা যাচ্ছ?

লম্বোদর। এই বাবাজি, তোমার খুড়ীকে সুসংবাদটা দিতে যাচ্ছি।

রঘুনন্দন। ও খুড়ো, তোমাব আবার সুসংবাদ কি গো, অভিষেকে কিছু পাওনা থাওনা হ'য়েছে নাকি?

লম্বোদর। আরে দগ্ধতুণ্ড, চক্ষের সম্মুখে প্রকাণ্ড কাণ্ডটা দেখ্‌লি না। আরে বাবা, আমারই ত জয়জয়কার, আমার আবার পাওনার কথা কি বলিস্ রে ; আমিই ত সব পাব।

রঘুনন্দন। সে কথা আর ব'ল্‌তে হবে না খুড়ো, সে কথা আর ব'ল্‌তে হবে না। তুমি যে রাজ-ভাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলে, তোমার সেই করুণ-দৃষ্টিতেই সব বুঝ্‌তে পেরেছি।

লম্বোদর। বজ্জাৎ বেটা, পাজি বেটা, নচ্ছার বেটা, আমি একজন দেশের অগ্রগণ্য—নগণ্য—জঘন্য—মানিতব্য পণ্ডিত, আমাকে অবজ্ঞান করিস্। তোর বাবা আমাকে পণ্ডিত মহাশয় বই অন্য উদ্বোধন ক'র্‌ত না ; আর তুই কি না এমন দুর্ব্বোধন বাক্য প্রয়োগ করিস্।

রঘুনন্দন। সে কি ভট্‌চায্যি খুড়ো, আমার বাবা যে অনেক দিন ম'রে গেছে! আর আমিত সবে মাত্র এই এক পুরুষ উজ্জয়িনীতে বসতি ক'চ্ছি ; তুমি আমার বাবাকে দেখ্‌লে কেমন ক'রে ?

লম্বোদর। আবে মূর্খ, ওসব প্রতারিণী কথা আমার কাছে খাট্‌বে না। আচ্ছা আচ্ছা, বল্ দেখি বাবা, আমি আজ সভাস্থ সকল পণ্ডিতকে কেমন পরহস্ত ক'রেছি।

রঘুনন্দন। আর বাবা, সে কথা আর ব'ল্‌তে হবে না ; তুমি ত তুমি, সভাস্থলে তোমার টিকিটুকু পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাইনি। আস্‌বার সময় দেখলেম্ তুমি দরোয়ানের কাছে ব'সে ব'সে তামাক খাচ্ছ।

লম্বোদর। পাজি বেটা, ছুঁচো বেটা, তবে পণ্ডিতদের সঙ্গে কে

এত তর্ক ক'ল্লে ? আচ্ছা বাবা গোবর্দ্ধন, বল্‌ত বাবা, তুই বল্‌ ত বাবা, আমি পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করিনি ?

গোবর্দ্ধন। সে কথা আর ব'ল্‌তে খুড়ো, তুমি না থাক্‌লে কে যে উজ্জয়িনীর মান রাখ্‌ত, আমি তা ভেবেই আকুল।

লম্বোদর। ভালা মোর বাবারে, বল্‌ত বাবা, বল্‌ত বাবা, তোর মত ভাইপো আমার ত্রিসংসারে কজন আছে বাবা ? বল্‌ত বাবা।

গোবর্দ্ধন। সেই খুড়ো দ্রাবিড় না কোথেকে একজন পণ্ডিত এসেছে, মস্ত টিকি, মস্ত ফোঁটা, মস্ত তিলক, আমি তাই দেখে ভাব্‌লেম এ বুঝি ভারি পণ্ডিত।

লম্বোদর। হাঁ হাঁ, তারপর তারপর—

গোবর্দ্ধন। প্রথমটা অপর সকলকে হারিয়ে দিয়ে খুব আস্ফালনটাই কর্‌তে লাগ্‌লে। তারপর খুড়ো, তুমি যখন একবার টিকি নাড়া দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লে, তখন একবারে সব চুপ্‌।

লম্বোদর। ওঁ মধু মধু মধু—বলে যাও বাবা, বলে যাও।

গোবর্দ্ধন। তোমার স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখে, পণ্ডিত-গুলো একবারে থ হ'য়ে গেল।

লম্বোদর। শুধু কি স্মৃতিরে বাবা, শুধু কি স্মৃতি—চত্বারিংশ পুরাণ, পঞ্চত্রিংশপর্ব্ব মহাভারত, সাত সাত্তে উনপঞ্চাশীকাণ্ড রামায়ণ, প্রত্যেক শাস্ত্রের যখন ভুরি ভুরি শ্লোক উদ্গীরণ ক'র্‌তে লাগলেম, তখন দেখ্‌লে ত বাবা গোবর্দ্ধন, আমার মুখরতায় পণ্ডিতদের বিতণ্ডতা একেবারে নিস্তব্ধতা হ'য়ে গেল ; (রঘুনন্দনের প্রতি) আর তুই বেটা কি এ সবের কিছুই দেখিস্‌ নি, কিছুই শুনিস্‌ নি ?

গোবর্দ্ধন। আচ্ছা খুড়ো, তুমি তর্ক ক'র্‌তে ক'র্‌তে অত টিকি নাড় কেন?

লম্বোদর। বাবা তুইত শ্রীমৎ মৎপ্রণীত টিকি-মাহাত্ম্যতত্ত্ব অধ্যয়ন করিস্ নি, তা এ অর্কফলার মর্ম্ম বুঝ্‌বি কি ক'রে?

রঘুনন্দন। তা কাকা, টিকি নাড়ার তাৎপর্য্যটা ওকে বুঝিয়েই দাও না কেন।

লম্বোদর। তবে তোরা শোন্, সেই আদ্দি কাণ্ডের প্রথমকার কথাটাই বলি—যখন এ ব্রহ্মাণ্ডে পণ্ডিত ব'লে কেউই ছিল না, তখন আমার বয়স জোর পনের কি ষোল। অকস্মাৎ একদিন পণ্ডিত সৃজনের অভিলাষ হ'ল, তখন টিকি হ'তে একগুচ্ছ কেশ উদ্‌ঘাটন ক'রে বায়ুভরে পরিত্যাগ কর্‌লেম। তাহাদের তিনটি গিয়ে তিন স্থানে উৎপত্তিত হয়, যথা—বারাণসী, নবদ্বীপ, দ্রাবিড়; সেই অবধি তদ্দেশে এই আবহমান কাল পণ্ডিতের উৎপত্তি জন্মাচ্ছে। দেখ কি বাবা, আমি কম লোক নয়, আমাকে এখনও চিন্‌তে পারনি।

গোবর্দ্ধন। খুড়ো তুমি কি সেই অবধিই ঐ রকম টিকি নাড়?

লম্বোদর। বুঝেছ বাপ, পণ্ডিত্যের অতি প্রচ্ছন্ন—গুহ্য উৎপত্তি-তত্ত্ব ঐ টিকিমূলে বর্ত্ততি, তাই এক একবার সঞ্চালিত করি।

(মস্তক সঞ্চালন)।

রঘুনন্দন। আচ্ছা খুড়ো, তোমার পাওনাটী দেখলেই সব বুঝতে পার্‌ব। দেখি রাজবাড়ীতে কি পেয়েছ।

(তারামণির প্রবেশ)

লম্বোদর। এখনি দেখাতেম বাবা এখনি দেখাতেম, কি করি শ্রীমতী তারামণি দাস্যা আমার পাওনাদারিকা স্বরূপে পথিঃ-পার্শ্বে অবতীর্ণা, স'রে না পড়্‌লে সব কেড়ে নেবে।

(অন্তরালে অবস্থান)

তারামণি। কি ঠাকুর, আমায় দেখে পালানো হচ্ছে যে, দেনা কি দিতে হবে না ?

লম্বোদর। আগত কল্য আমার বাড়ীতে গমন ক'র, সব চুকিয়ে দেবো।

তারামণি। আর আজকের রাজার ঘরের পাওনটা বুঝি মাগ-ভাতারেই খাবে। (লম্বোদরের বস্ত্র-ধারণ)

লম্বোদর। হঁা হঁা হঁা, ছন্দ স্পর্শ ক'র না, ছন্দ স্পর্শ ক'র না, মন্দ ঘট্‌বে, আমি তেমন ব্রাহ্মণ নই যে তোমার স্পর্শিত ছন্দ ভক্ষণ ক'ব্‌ব।

গোবর্দ্ধন। ও খুড়ো ও গুলো সব ফেলে দাও, ও বাগ্‌দি বেটী তোমায় ছুঁয়ে দিয়েছে।

লম্বোদব। য়্যাঁ য়্যাঁ য়্যাঁ ছুঁয়েছে কি ? (স্বগত) তাইত এতগুলো জিনিসই বা কেমন ক'রে ফেলে দিই, আঃ এ ভাইপো বেটা দুটো থেকেই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে। (প্রকাশ্যে) কই কই ওত আমাকে ছোঁয় নি।

গোবর্দ্ধন। বেশ খুড়ো, ও দিব্যি তোমার কাঁধ থেকে গামছাটা টেনে নিলে, আর তুমি কি না বল ছোঁয় নি।

রঘুনন্দন। খুড়ো, ঐ ক'রেই তুমি আমাদের জাতটা মাটি ক'ল্লে, (তারামণির প্রতি) আর স্থাখ্ তারামণি, তুই বেটী ত ভারি

পাজি, এমন রাস্তাঘাটে এসে ব্রাহ্মণ ভট্‌চাযের কাপড় ধ'রে টান্‌বি, ওর ঘরে গেলে কি তোর পাওনা পেতিস্ নে ?

তারামণি। আ ম'লো যা, কি আমার বামুন ভট্‌চায্ গা, ছ বছর ঘরে চাকরাণী থেকে, কলসী কলসী জল তুলে খাইয়ে এলুম, তার বেলা কি জাত যায় নি ? যা, যা, তোর মত অমন ঢের ভট্‌চায্ দেখেছি।

রঘুনন্দন। বেটী, যত বড় মুখ তত বড় কথা, মুখের উপর উত্তর দিস্!

তারামণি। থাম্ থাম্, আর ভট্‌চাজ্জিপনা ফলাস্‌নে; ঢের দেখেছি,—বামুনগুলো নিজেদের জাতের বেলায় খুব—কিন্তু চুপি চুপি পরের মেয়ের ধর্ম্মনষ্ট কর্‌তে পারেন, তখন আর ছোট জাত বড় জাত জ্ঞান থাকে না।

রঘুনন্দন। কি এত বড় কথা বলিস্ ? আমাদের দেশে এমন বামুন কে আছে যে তোদের মত নীচ জাতের ধর্ম্মনষ্ট ক'র্‌তে যাবে ?

তারামণি। চুপ কর্, আর মুখ নাড়িস্‌নে, এক সময় তোর ঐ খুড়োর দায়েই আমাদের পায়ের ধূলো থাক্‌ত না।

লম্বোদর। (জনান্তিকে তারামণির প্রতি) চুপ্ কর্ তারামণি, চুপ্ কর্, গুপ্ত কথাটা ভাইপোদের কাছে রাগের মাথায় আর প্রকাশ করিস্‌নি; তোকে আবার তেম্‌নি ক'রে ঘরণী গৃহিণী ক'রে রাখ্‌ব, ওদের কথায় রাগ করিস্ নি, রাগ করিস্ নি, কথাটা ফিরিয়ে নে, ফিরিয়ে নে।

রঘুনন্দন। খুড়ো, তোমার এমন বিদ্যে! ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ

ক'রে, শেষে একটা হীনজাতি বাগ্‌দিনীর লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লে না।

গোবর্দ্ধন। খুড়ো তোমার এমন কায ?

লম্বোদর। কি এত বড় কথা বলিস্ রে বেটা ? উজ্জয়িনীতে বাস ক'রে মাথার কেশ পক্ক হ'য়ে গেল, তবু লম্বোদর শর্ম্মার নামে কেউ একটা কথাও বল্‌তে পারে নি, আর তোরা কি না এমন দুরূহ মহীরূহ অপবাদ দিলি ; কি ব'ল্‌ব—ভাইপো, তা না হ'লে আজ একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড ক'রে ফেল্‌তাম।

তারামণি। আ মর্, বামুনদের ছেলেগুলো আজকাল ভারি বে-আদব হ'য়েছে।

রঘুনন্দন। তুই বেটী ত এই নিজের মুখেই প্রকাশ কল্লি, আর আমরা হ'লেম বেয়াদব। (লম্বোদরের প্রতি) আর তুমি আমাকে কি প্রকাণ্ড কাণ্ড দেখাতে চাও ? আজ আমি ব্রহ্মাণ্ড শুদ্ধ গোল ক'র্‌ব। (গোবর্দ্ধনের প্রতি) গোবর্দ্ধন, বেটার যেমনি কর্ম্ম তেমনি ফল, চল আজ ষোল আনা ব্রাহ্মণের মজলিস্ করিয়ে, ওকে একঘরে ক'রে রাখ্‌ব।

লম্বোদর। (কাতরস্বরে) বলিস্ কি রে, ভাই পো আমার, বাপ আমার, ধন আমার, এবারকার মতটি রক্ষা কর্ বাবা, আর কোন্ শালা ও সব বাগ্‌দিনীর এলাথায় থাক্‌বে ; তোদের পায়ে পড়ি বাবা এ কথাটী যেন প্রকাশ না হয়।

রঘুনন্দন। গোবর্দ্ধন, ও বেটা যেমনি কৃপণ, যেমনি বাচাল, আজ তেমনি জব্দ হ'য়েছে ; শিব, শীতলা আর বারইয়ারীর বাবদে ছাঁকা দুটী শ মুদ্রা নিয়ে, তবে আজ রঘুনন্দন শর্ম্মা ওঁকে ছাড়বেন।

গোবর্দ্ধন। ভাই, যে যা করে করুক্, তোমার আমার তাতে কি। আবার এর ওপর চিরকালটা খুড়ো খুড়ো ব'লে আস্‌ছি, কিছু আর ক'রে কায নেই।

রঘুনন্দন। আরে থাম থাম, গ্রাম-সম্পর্কে অমন ঢের খুড়ো থাকে; ঈশ্বর না করুন—কাল যদি আমি একটা কিছু ক'রে ফেলি, ঐ বেটাই তখন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধ'রে ব'স্‌বে।

লম্বোদর। ও বাবা, কেউ যে আর কিছু বলিস্‌নি রে, আমাকে কি সত্য সত্যই একঘরে ক'র্‌বি না কি? তোদের পায়ে পড়ি বাবা, এবারকার মতটী ছেড়ে দে।

(রামধন ও বিশ্বম্ভরের প্রবেশ)

রামধন ও বিশ্বম্ভর } কিরে, তোরা এখানে কি গোল কচ্ছিস্ রে?

রঘুনন্দন। দেখ রামধন দাদা, এই বেটা তারি বাগ্‌দিনীকে ঘরে রেখে ওর হাতে জল খেত।

রামধন। আর ত কিছু নয়?

রঘুনন্দন। সব সব—সব রকম।

লম্বোদর। কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা! ব্রাহ্মণের নামে মিথ্যা অপবাদ! শরীরে ব্রহ্মণ্যদেব আছেন, তা জানিস্?

রঘুনন্দন। হাঁ, তাই যেন তুমি তাঁকে নিত্যি বাগ্‌দিনীর জল দিয়ে পূজা ক'র্‌ছিলে? এবার বাবা আর রক্ষা নাই।

বিশ্বম্ভর। বাঃ, বাঃ, বেশ হয়েছে লম্বোদর, তার জন্যে আর চিন্তা কি? আমাদের সকলকে সন্তুষ্ট ক'রে দাও আর কি, তা হ'লেই সব মিটে যাবে।

রামধন। কম নয়, ছাঁকা দুটী শ।

রঘুনন্দন। বলি ভাব্‌ছ কি খুড়ো, চারজনেই যখন এ কথা টের পেয়েছি, তখন আর কার মুখে চাপা দিবে ?

বিশ্বম্ভর। টাকা তোমাকে দিতেই হবে, না দিলে আর নিষ্কৃতি নাই।

লম্বোদর। (স্বগত) তাইত, এ বেটারা সকলেই যখন জান্‌তে পেরেছে, তখন আমি অস্বীকার ক'র্‌লে কেহই বিশ্বাস ক'র্‌বে না,—দিতেই হ'ল। (প্রকাশ্যে) তোমাদের কথাতেই আমার সম্মতি আছে। তবে অতটা নয়; জানই ত, আমি গরিব ব্রাহ্মণ।

রামধন ও বিশ্বম্ভর। আচ্ছা, আচ্ছা, সে জন্য চিন্তা নাই।

যথা প্রাপ্যং তথা লভ্যং।
লভ্যে লভ্যং সমাদধেৎ॥

রঘুনন্দন। রামধন দাদা, তোমাদের টোলে আমি পঠেৎ।

রামধন ও বিশ্বম্ভর। (লম্বোদরের প্রতি) এখন চল না, আর ভাব্‌ছ কি ?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(পত্রলেখার প্রবেশ)

পত্রলেখা। গীত।

মনপ্রাণ সদা যারে চায়, তারি পানে ধায়,
চিরদিন হেরে আঁখি, পিয়াসা না মিটে তায়;
শ্রীচরণে চিরদাসী, দুখে কাঁদি, সুখে হাসি,
পতিপদ-অভিলাষী তাই এসেছি ধরায়।
পতি রমণীর গতি, পতিপদে রাখি মতি,
অবলা অধীনা অতি রাখ হে কমল পায়।

এ জগতে সকলেই সুখ দুঃখ অনুভব ক'রে থাকে। আমার অবস্থাও ঠিক তাই—কখনও হাস্‌ছি, কখনও কাঁদ্‌ছি; তা না হ'লে কোথা দক্ষ প্রজাপতির কন্যা স্বয়ং শশধরের গৃহিণী রোহিণী হ'য়েও আজ কিনা মর্ত্ত্য-লোকে ফিরে বেড়াচ্ছি। সবই অদৃষ্টের দোষ; তা না হ'লে আমার পতি চন্দ্রই বা কেন অকারণ শাপগ্রস্ত হ'য়ে ভূতলে অবতীর্ণ হবেন। পতি যখন অভিশপ্ত হ'য়ে ধরায় এলেন, তখন আমার আর স্বর্গে থেকে কি সুখ। পতিসেবাই সতী রমণীর প্রধান ধর্ম্ম। আমি সে ধর্ম্ম পালন কর্‌তেই হেথা এসেছি, তবে দাসী-বৃত্তি ক'র্‌তে হবে—তা হোক্ পতির দাসী—এ দাসীত্বে গৌরব আছে; বিশেষ রাণী-মা বিলাসবতী, আমাকে নিজের মেয়ের মত ভাল বাসেন। কিন্তু

হায়, যদি আমি চন্দ্রাপীড়ের কাছে কাছে থাকতে পেতেম, তা হ'লেও আমার মর্ত্ত্যে আসা সফল হ'ত। (অদূরে বিলাসবতীকে দেখিয়া) ঐ যে রাণী-মা এই দিকেই আসছেন, আহা, এমন দয়ার শরীর আর কা'রুর নেই।

(বিলাসবতীর প্রবেশ)

বিলাসবতী। কি মা পত্রলেখা, হেথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ ?

পত্রলেখা। না মা, এই ভাবছিলুম কি—বেশ সুখ্যাতির সহিত রাজকুমারের অভিষেক শেষ হ'ল ; তা মা, আমার বাপও ত রাজা ছিলেন, কিন্তু আমাদের কুলূত-বংশে এমন জাঁক জমকে কেউ রাজা হয় নি।

বিলাসবতী। তা বাছা, দশজনের আশীর্ব্বাদে চন্দ্রাপীড় আমার দীর্ঘজীবী হ'য়ে রাজ্যপালন করুক—ভগবানের নিকট আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা। পত্রলেখা, এ জগতে আমার অন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই।

পত্রলেখা। কেন রাণী-মা, আপনি না ব'লেছিলেন, চন্দ্রাপীড় চন্দ্রের অবতার, তা মা যিনি স্বয়ং চন্দ্র তাঁকে আবার কে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বে ? আর তাঁরই বা জগতে কি বিঘ্ন হবার সম্ভাবনা।

বিলাসবতী। বাছা সে সকল কেবল স্বপ্নের কথা, সত্যিও হ'তে পারে মিথ্যাও হ'তে পারে, তবে মনে মন্দটাই আগে এসে পড়ে।

পত্রলেখা। হ্যাঁ রাণী-মা, আপনি ত আমাকে নিজের মেয়ের চেয়েও ভালবাসেন, তা একটা কথা ব'ল্‌ব কি ?

বিলাসবতী। কি ব'ল্‌বে বল না মা। তুমি বাছা আমার কাছে কোন কথা প্রকাশ কর্‌তে কুণ্ঠিতা হ'য়ো না।

পত্রলেখা। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ মা, আপনি না ব'লেছিলেন রাজকুমার রাজা হ'লে আমাকে তাঁর দাসী ক'রে দেবেন, আর মা আমার পিতৃরাজ্য কুলূত-রাজধানী জয় ক'রে সেই আশা দিয়েই ত মহারাজ আমাকে এখানে এনেছেন, তা এখন ত মা যুবরাজের অভিষেক-কার্য্য শেষ হ'ল—

বিলাসবতী। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি তোমাকে কাকর সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের নিকট পাঠিয়ে দেব। (অদূরে কৈলাসকে দেখিয়া) এই যে আর্য্য কঞ্চুকী এই দিকেই আস্‌ছেন, থাম, ওঁরই সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পত্রলেখা। আর মা, আমি সর্ব্বদা যুবরাজের নিকটে থাক্‌লে কোনরূপে তাঁর শরীরের অযত্ন হ'তে দেব না।

বিলাসবতী। হাঁ বাছা, তুমি তাঁর কাছে থাক্‌লে, আমিও নিশ্চিন্ত হই। আমারও আর কোনও ভাবনা থাকে না।

(কৈলাসের প্রবেশ)

কৈলাস। বাণী-মার জয় হউক।

বিলাসবতী। আর্য্য, আপনি পত্রলেখাকে সঙ্গে ল'য়ে চন্দ্রাপীড়ের নিকট গমন করুন। তাকে পত্রলেখার পরিচয় দিয়ে ব'ল্‌বেন, যেন একে পরিচারিকার ন্যায় জ্ঞান না করে। আপনি ত জানেন, পত্রলেখা রাজার মেয়ে, সখী ও শিষ্যার মত তার কাছে রাখ্‌তে ব'ল্‌বেন—ব'ল্‌বেন, রাণীর আদেশ।

কৈলাস। আপনার যথা আজ্ঞা।

[কৈলাসের সহিত পত্রলেখার প্রস্থান।

বিলাসবতী। পত্রলেখা বড় ভাল বাসে চন্দ্রাপীড়ে,
ভ্রাতৃ-সম স্নেহ-চক্ষে হেরে তার মুখ।
আহা মরি কিবা তার সরল অন্তর!
পিতা গেল, রাজ্য গেল, গেল পরিজন,
কিন্তু তবু সব দুঃখ পাসরি আপন
বাঁধিয়াছে আমাদেরে স্নেহের নিগড়ে।
সরল হৃদয় যার দেবতা সে ভবে।

(অদূরে রাজাকে দেখিয়া) একি! মহারাজ এইমাত্র অন্তঃপুর ত্যাগ ক'রে গেলেন, কিন্তু কেন জানি না পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন ক'র্‌ছেন।

(রাজার প্রবেশ)

তারাপীড়। মহিষি, আজ অকস্মাৎ সংবাদ এল, যে উত্তর-প্রদেশে সুবর্ণপুরে কিরাতগণ এক ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত ক'রেছে, তজ্জন্য সৈন্যসহ কয়েকজন সেনাপতিকে তথায় প্রেরণ ক'র্‌তে আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বীরপুত্র চন্দ্রাপীড়ের একান্ত অভিলাষ যে, সে স্বয়ং সমরক্ষেত্রে সেনাগণের অধিনেতা হ'য়ে বিদ্রোহ দমন করে।

বিলাসবতী। মহারাজ, যদ্যপি কুমার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সমরে অভিলাষী হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আমাদের আর সে ধর্ম্মপথের কণ্টক হওয়া অনুচিত।

তারাপীড়। মহিষি, শুধু তাই নয়, সুবর্ণপুরে বিদ্রোহ দমন্ ক'রে দিগ্বিজয়ছলে আপন সাম্রাজ্য পরিদর্শন করাও চন্দ্রাপীড়ের এক অপর উদ্দেশ্য।

বিলাসবতী। শঙ্করের অনুগ্রহে কুমারের সে বাসনা পূর্ণ হ'ক।

(দূরে চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নকে দেখিয়া) মহারাজ, দেখুন, দেখুন, ঐ অদূরে বীরবেশে সজ্জিত হ'য়ে কুমার কেমন হাস্‌তে হাস্‌তে বৈশম্পায়নের সঙ্গে এদিকে আস্‌ছে।

তারাপীড়। চন্দ্রাপীড়ের সুন্দর সমর-সজ্জা দেখে আজ অত্যন্ত প্রীত হ'লেম।

(চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নের প্রবেশ)

চন্দ্রাপীড়। জননি গো, পূজনীয় জনক আমার,
চিরদাস চন্দ্রাপীড় করিছে প্রণতি। (প্রণামকরণ)
আজি মোরা দুই জনে আইনু জননি,
লইতে বিদায় মাগো তোমার নিকটে,
যাইতে সুবর্ণপুরে দমিতে কিরাতে—
করিবারে দিগ্বিজয়, যেই সাধ মাতঃ
শৈশব অবধি মম হৃদয়ে প্রবল।
দিয়াছেন অনুমতি জনক আমায়
তুমি ও মা হৃষ্ট-মনে দাও গো বিদায়।

বৈশম্পায়ন। সুসজ্জিত সেনাগণ দাঁড়া'য়ে তোরণে,
দাও মা বিদায় যাই সমর-প্রাঙ্গণে।

বিলাসবতী। পালিবারে ক্ষত্র-ধর্ম্ম নিজ ভুজ-বলে
যাইতে চাহিছ দোঁহে কিরাত-নগরে
স্বীয়-রাজ্য-রক্ষাহেতু; এ হেন সময়ে
কে বল রোধিবে তোমা অশ্রুধারা দিয়ে!

কিন্তু দেখ, এই সবে হ'ল অভিষেক,
নাহি চাহে এ সময় মায়ের পরাণ
ঘনে দিতে অনুমতি তোমা দুই জনে ;
এক দিকে মাতৃস্নেহ টানিছে আমারে,
অন্য দিকে ক্ষত্র-ধর্ম্ম—অরাতিদমন ;
কিন্তু বৎস চন্দ্রাপীড়, এবে তুমি রাজা,
সাম্রাজ্য রক্ষার হেতু সকলি সহিব।

চন্দ্রাপীড়। জননি গো,
ক্ষত্রিয়ের অন্তরের অন্তর হইতে
উঠে যশোলিপ্সা-বহ্নি ব্যাপিতে ভুবন।
ভুবন-বিজয়ী মাতঃ, জনক যাহার—
সসাগরা ধরারাজ্য অধিকারে যার,
বিন্দুমাত্র সেই যশ-অনলের কণা
নাহি কি মা প্রজ্জ্বলিত সে রাজার হৃদে ?
যে যশের তরে মা গো, কত শত জন
প্রবেশে নিবিড় বনে, সাগরের পারে,
গভীর সিন্ধুর জলে,—যদি গো জননি,
তব আশীর্ব্বাদে আর পিতৃ-পুণ্য-ফলে
লভিতে পারে সে খ্যাতি এ দাস তোমার,
কি দোষ মা আছে তাহে ? দাও অনুমতি,
পূর্ণ করি দুই জনে দিগ্বিজয় সাধ,
সমরে দমন করি কিরাত-নিচয়ে।

বিলাসবতী। কি আর বলিব বৎস, সাধি নিজ কায
সত্বর আসিও ফিরি তোমরা দুজনে,

হৃষ্ট-মনে সমরেতে দিলাম বিদায়।

তারাপীড়। বৎস চন্দ্রাপীড়, বৎস বৈশম্পায়ন,
হইয়াছ রণদক্ষ তোমরা দুজনে,
সমরের উপদেশ কিবা দিব আর।
নিয়ত প্রার্থনা করি বিভুর সমীপে
বিদ্রোহিরে দুই জনে করি পরাজয়
এইরূপে এস ফিরি সম্মুখে আমার।

(নেপথ্যে সৈন্য-কোলাহল)

বৈশম্পায়ন। ওই শুন উঠিয়াছে সেনাকোলাহল
চল সখা চন্দ্রাপীড় ত্বরিত-গমনে।

চন্দ্রাপীড়। চল যাই, ভাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

বিলাসবতী। (করযোড়ে) হে শঙ্কর, চন্দ্রচূড়, ত্রিপুরবিজয়ী,
রক্ষা কর চন্দ্রাপীড়ে কিরাত-সমরে—
চরণের চিরদাসী করিছে প্রার্থনা।
(তারাপীড়ের প্রতি)
চল নাথ, গিয়া মোরা শিবের মন্দিরে
কুমারের শুভ হেতু করিগে অর্চ্চনা।

তারাপীড়। চল প্রাণেশ্বরি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

(গৌতমের প্রবেশ)

গৌতম। সংসারে রাজাগুলোর দুটো ভারি নেশা আছে; একটা দিগ্বিজয়, আর একটা মৃগয়া। দিগ্বিজয়টা ত এক রকম ক'রে শেষ হ'ল, এবার মৃগয়ার পালা; এটাও রাজাদের একটা কৌলিক প্রথার মধ্যে দাঁড়িয়েছে। আর পারা যায় না। না আর রক্ষা নাই, কেবল মৃগয়া, মৃগয়া, মৃগয়া; যিনি রাজা হবেন, তাঁরই মৃগয়া। বৃদ্ধ রাজা ত মৃগয়া ক'রে ক'রে রাজাগিরি ত্যাগ ক'রে ব'সেছেন। ছেলেটা রাজা হলো—মনে ভাবলেম, দু দশ দিন সুখে স্বচ্ছন্দে কাট্‌বে; ও বাবা! সবই বিপরীত, নবজাত গো-বৎস যেমন ভূমিষ্ঠ হ'তে না হ'তেই ছুট্‌তে চায়, এ রাজ-কুমারটীও দেখ্‌ছি অবিকল তাই। রাজা হ'তে না হ'তেই মৃগয়া। আরে বাবা! বুড়ো মানুষটাকে যে আন্‌লি, এখন আমার দশা কি হয়। এই গ্রীষ্মকালের দারুণ রৌদ্রে ঘুরে ফিরে পিপাসার জ্বালায় গিরিনদীর ঘোলা জল পান ক'রে ক'দিন বাঁচব! শুধু কি তাই—আবার রাত্রে নিদ্রা যাবার যোটী নেই। একটু চোক বুজেছি কি না বুজেছি, অমনি বাঘ ভালুকেরা হাঁ হাঁ ক'রে উঠ্‌ছে। তাদের ত আর ব্রাহ্মণ ট্রাহ্মণ জ্ঞান নেই। (অদূরে বৈশম্পায়নকে দেখিয়া) এই যে মন্ত্রিপুত্র বৈশম্পায়ন এসে হাজির, মৃগয়ায় এসে

একবিন্দুও ভয় পেয়েছি বলে' জানান হবে না, বেশ বীরের মত সেজে গুজে দাঁড়িয়ে থাকি। (তথাকরণ)

(বেগে বৈশম্পায়নের প্রবেশ)

দেখিলে কি মৃগ এক ছুটিল এদিকে ?

বৈশম্পায়ন। কোথা মৃগ ?

গৌতম। মৃগয়া করেছ তবে, চল বাবা, গৃহে চল,
অনার্য্য মৃগয়া কার্য্য
অনিবার্য্য কর এইবার,
নতুবা ঘটিবে বিপর্য্যয়।
বিন্ধি শর মৃগগণে দিই তাড়াইয়া,
আর তোমরা দুজনে শূন্য পানে রহিবে চাহিয়া—
ইহারে কি বলে হে মৃগয়া ?
চল রাজ-পুত্রে করি বিশ্লেষণ
যাই মোরা গৃহেতে ফিরিয়া।

বৈশম্পায়ন। কেন, তুমি পেয়েছ কি ভয় ?

গৌতম। ভয় ! ভয় ! শৈশব হইতে
নাহি জানি কারে বলে ভয় ;
সিংহ বল, ব্যাঘ্র বল, ভল্লুক, গণ্ডার,
ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম-অস্ত্র চপেট-আঘাত—
তাহাতেই করি সবে নাশ।

বৈশম্পায়ন। (সহাস্যে) বুঝেছি বীরত্ব তব, বল কোথা সখা ?

গৌতম। কি বুঝিলে বীরত্ব আমার ?

এক দিন এ অরণ্যে মহারাজ সহ
ভ্রমিলাম সারাদিন, সন্ধ্যার সময়ে
আইল ভীষণ ব্যাঘ্র, লাপটিয়া আমি
ধরিলাম লাঙ্গুলে তাহার,
কিন্তু সেই নরাধম লাঙ্গুল তাহার
আচ্ছাদন-চর্ম্মসহ রহিল করেতে,
চর্ম্মপুচ্ছহীন ব্যাঘ্র পলা'ল তরাসে,
গাঁ গাঁ শব্দে চীৎকারিয়া বিকট চীৎকার ;
তখনি ধাইয়া আমি পশ্চাতে তাহার
বাঁধিলাম পশুবরে দৃঢ় উপবীতে ;
ব্রহ্মকুলে ভৃগুরামসম বীর আমি।

বৈশম্পায়ন। বীরত্ব তোমার, লক্ষবার করিহে স্বীকার,
চল যাই কোথা সখা করি অন্বেষণ।

গৌতম। সে বিষয়ে চিন্তা নাহি কর,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, নদ, নদী, বন,
বৃক্ষ-গুহা, জলাভূমি, গিরির কোটর,
উপত্যকা, অধিত্যকা, অন্ত্যকা আদি
পাতি পাতি খুঁজিব এখনি,
দেখি রাজপুত্র কোথা করিছে মৃগয়া ;
কিন্তু এক কথা—
বল তারে অন্বেষিয়া গৃহেতে যাইবে।

বৈশম্পায়ন। তাই হবে।

গৌতম। চল তবে।

[একদিক দিয়া গৌতম ও বৈশম্পায়নের প্রস্থান।

(অপরদিকে চন্দ্রাপীড়ের প্রবেশ)

চন্দ্রাপীড়। আহা মরি কি সুন্দর কানন-প্রদেশ!
ফলভরে অবনত চারু তরুরাজি,
পুষ্পবৃক্ষে নীরবেতে ফুটিছে কেমন
বিচিত্র কুসুমচয় বিবিধ বরণ।
স্বনিছে মলয়ানিল মন্দ মন্দ বেগে,
মর্ম্মরিছে শুষ্কপত্র কুরঙ্গচরণে,
শাখে শাখে ছুটিতেছে ময়ূর ময়ূরী।
স্বচ্ছতোয়া শৈবলিনী ঐ যে অদূরে
ধাইতেছে ধীরে ধীরে সাগরের পানে।
তরু, লতা, গুল্ম ভেদি সৌরকরজাল
অতি কষ্টে পশিতেছে এ নিবিড় বনে—
আপনার গণনার আশ্চর্য্য প্রভাবে
ফলিত-জ্যোতিষী যথা ভবিষ্যৎ-মাঝে
ধীরে ধীরে করে স্বীয় শক্তি-প্রসারণ।
প্রখর মধ্যাহ্নকালে তরু ছত্রধর
বনপথে, তাই শ্রান্ত হইনি এখনো;
বৃদ্ধ বিদূষক আর সেনানীনিচয়,
প্রাণাধিক প্রিয়তম সখারে আমার
বহুদূরে বনমাঝে আইনু ছাড়িয়া,
কিন্তু আমি ছুটিলাম যাদের পশ্চাতে
এতদূর, সেই দুটী কিশোর কিশোরী
বনমাঝে অকস্মাৎ লুকাল কোথায়!
এই আসে, ফিরে চায়, এই চলে যায়,

এই ধরা দেয়, পুনঃ ছুটিয়া পলায়,
আহা! কোথা তারা অন্বেষণ করি চারিদিকে।

নেপথ্যে গীত।

বনে ফিরি বনবাসিনী—

চন্দ্রাপীড়। মরি মরি—ওই সেই সুমধুর স্বর!
ওই বুঝি দুই জনে আসিতেছে পুনঃ!

(কিন্নর-কিন্নরীর প্রবেশ)

গীত।

কিন্নরী। বনে ফিরি বনবাসিনী।
নাগর রসিকে নেহারি পুলকে
দমকে আঁখিতে দামিনী—

চন্দ্রাপীড়। বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে সুমধুর স্বরে
সুশীতল হইল এ শ্রবণ-যুগল।
নয়ন-রঞ্জিনী রামা রমণীয়রূপে
নিবিড় কাননতল করেছে উজ্জ্বল;
চপল নয়নে, চঞ্চল বসনে
চকিতে চপলা খেলে।

গীত।

কিন্নর। নেচে নেচে আয় যাই
চাঁদের নিছনে— রবির কিরণে
হেসে হেসে গান গাই।

কিন্নরী। তেমন প্রেমিক যদি পাই
প্রেমেতে বিভোরা— প্রেমে মাতোয়ারা

প্রেম বিনে নাহি চাই
(তেমন) প্রেমিক যদি পাই।

চন্দ্রাপীড়। প্রেমিক! প্রেমিক! এ জগতে কে প্রেমিক?
প্রেম কিবা নাহি জানি,
শুনিয়াছি এ জগৎ প্রেমে আছে বাঁধা,
সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ আদি
সকলি প্রেমেতে ছুটে; এক পরমাণু
অন্য পরমাণু সনে বিশ্বপ্রেমে বাঁধা;
পিতৃ-প্রেমে তনয় বিহ্বল,
সখ্যভাবে আছে দৃঢ় প্রেমের বন্ধন,
বল, বল, বরাননে,
এ তোমার কোন প্রেম।

গীত।

কিন্নরী। হাসিয়ে হাসিয়ে প্রেমিকে চুমিয়ে
বিরহ কথন জানিনি।

উভয়ে। বনে ফিরি বনবাসিনী। (উভয়ের অন্তর্দ্ধান)

চন্দ্রাপীড়। কোথা গেল পুনঃ দুই জনে
জলবিম্ব যেন—নিমেষে মিশাল জলে।
একি স্বপ্ন! স্বপনে কি চিত্রিত এ সব!
তরু, লতা ফল, পুষ্প, তটিনী কানন,
সকলি কি স্বপনে সৃজিত!
অথবা এ ইন্দ্রজাল!
মায়া কিম্বা ছায়া কিছু নারিনু বুঝিতে,
শুনিয়াছি জনশ্রুতি—বনদেবতার

অনুচরগণ সবে সুমোহন বেশে
সঙ্গীত আলাপ করি শ্রান্ত পথিকের
জনমায় পথভ্রান্তি ক্ষণমাঝে বনে,
তাই কি ইহারা সবে ?
জানি সব, কিন্তু তবু সে চারু মূরতি
ভুলিতে নারিনু আমি ।

পট পরিবর্ত্তন ।

(গিরিশিখরে কিন্নর-কিন্নরী)
সম্মুখে নির্ঝরিণী ।

গীত ।

ঝর ঝর ঝর বহে নিরঝর,
উদেছে তপন গগনে,
সরসীর মাঝে নলিনী বিরাজে,
বাঁধা চির-প্রেম-বাঁধনে ।
প্রেমের আবেশে বিভোরা তারা
ফুটে আকাশের গায়,
প্রেমে মাতোয়ারা প্রেমিকা চতুরা
প্রেমিকেই সদা চায় ।
শুন হে নাগর রসের সাগর
প্রেম বিনে কিছু চাহিনে,
(যার) ভালবাসা পাই তার পাশে যাই
ভালবাসা বিনে জানিনে ।

(উভয়ের তিরোধান)

চন্দ্রাপীড়। বিপিন মাঝারে
সব(ই) মায়া মরীচিকাময়।
বৃথা করি বহুক্লেশ ভ্রমিলাম এত,
স্বর্গের কিন্নরী নরদেহে ধরা নাহি যায়,—
বৃথা চেষ্টা, বৃথা পরিশ্রম ;
কোথা যাই, কি করি এবার—
আসিয়াছি বহুদূর শিবির হইতে,
পুনরায় কেমনে বা যাই সেইখানে ;
নাহি জন-সমাগম গহন কাননে,
জিজ্ঞাসিব কাহারে বা পথ।
পরিশ্রান্ত ইন্দ্রায়ুধ, তৃষ্ণাতুর আমি ;
তবে বৃক্ষমূলে বাঁধি অশ্ব ইন্দ্রায়ুধে
তরুজাত ফল মূল করি আহরণ
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিগে সত্বর,
কিন্তু কোথা পাব জলাশয়—
(কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া)
চক্রবাক, রাজহংস, বলাকা, সারস,—
দূরে শুনি জলচর-পক্ষি-কলরব,
যাই, দেখি কোথা জলাশয়।

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

চন্দ্রপ্রভ-গিরিতলস্থ শিবমন্দির।

শিবের প্রতিমূর্ত্তির পুরোভাগে মহাশ্বেতা উপবিষ্টা।

মহাশ্বেতা। গীত।

জয় শিব শঙ্কর মৃগ-লাঞ্ছন-ভূষণ
গঙ্গাধর ব্যাঘ্রাম্বর দুর্গতজন-তারণ।
পুণ্ডরীকবিশদকান্তি ত্বংহি বিজিত-নিখিলভ্রান্তি
শ্চরণে তব বসতি শান্তি রন্তিমভয়বারণ॥

(চন্দ্রাপীড়ের প্রবেশ)

চন্দ্রাপীড়। আহা মরি কি সুন্দর সুমধুর স্বর!
বীণাযন্ত্র করে শোভে, তাহাতে আবার
বীণা-বিনিন্দিতকণ্ঠে মিলাইয়া তান
মনোহর দেবীমূর্ত্তি করিছে সঙ্গীত।
আহা, মহীতলে অমরার সুস্বর লহরী!
বীণাযন্ত্রে স্তরে স্তরে স্তরে—
উঠিছে নামিছে তান,
সেই মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায়—
বীণাকণ্ঠী করিতেছে গান।

গীত।

মহাশ্বেতা। সংহর্ত্তুং বিশ্বমখিল মুদ্ভাবিত-বিলয়-সলিল।
উদ্ঘাটিত-মোহকলিল ত্বংহি ললিতভীষণ॥

সুরনরগণবন্দ্যচরণ যোগেশ্বর মারদমন।
যাচে পদপঙ্কজরজ ঈশ বৃষভকেত

চন্দ্রাপীড়। আশ্চর্য্য বামার রূপ!
হেন মূর্ত্তি কোথা হ'তে আইল এ খানে—
বল্কলে পিহিত বপুঃ, শিরে জটাজূট,
শুভ্র ভস্মরাশি চারু অঙ্গেতে লেপন
বামার অপূর্ব্বরূপে উজল-কানন!
যাহা কভু স্বপনেও করিনি চিন্তন,
কল্পনাও যেই ছবি আঁকিতে অক্ষম,
অপূরব সেই দৃশ্য বিধির প্রসাদে
সহসা সম্মুখে আসি মোহিল মানস।
কিন্নরকিন্নরী সনে আসি এ বিপিনে
কত ভয়ঙ্কর কত রমণীয় দেশ
নিরখিনু, শেষে গীতধ্বনি অনুসরি
নেহারিনু আসি হেথা আশ্চর্য্য ব্যাপার,
হেনরূপে হেন স্বর সম্ভবে কি কভু!
সৌদামিনী ধরণীতে হয় কি উদ্ভূত!

মহাশ্বেতা। পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং।
গজেন্দ্রস্যকৃত্তিং বসানং বরেণ্যং॥
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং।
মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরামি॥
মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং।
বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষং॥

বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং।
সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রং॥

চন্দ্রাপীড়। কি আশ্চর্য্য! যৌবনেতে তপস্বিনী বামা,
প্রকৃতির একি প্রহেলিকা
বুঝিতে নারিনু কিছু।
সৌরকরবিনিন্দিতা সুবর্ণপ্রতিমা—
মোরে হেরি যদি নাহি হয় অন্তর্হিত
বিমানে বিজলীরূপে, কিম্বা গিরিশিরে
অকস্মাৎ যদি নাহি করে আরোহণ,
জানিব তা হ'লে
তরুণ যৌবনকালে তপস্বিনী বেশে
গলেতে রুদ্রাক্ষহার করি পরিধান
কি উদ্দেশে যোগরতা নারীশিরোমণি।

মহাশ্বেতা। গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং।
গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপং॥
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং।
ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রং॥
শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে।
মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্॥
ত্বমেকো জগৎব্যাপকো বিশ্বরূপঃ।
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥

চন্দ্রাপীড়। একি! পার্ব্বতী কি পুনর্ব্বার শিবের বিরহে
গোপনে বিপিনে করে হর-আরাধনা?

নিকটেতে গিয়া দেখি কেবা এ রমণী,
জিজ্ঞাসিয়া তাপসীরে লই পরিচয়।
(মন্দির-প্রবেশ)
মহাকাল শূলপাণি ভৈরব মূরতি!
চিরদাস করে তব চরণে প্রণতি।
(প্রণামকরণান্তর মহশ্বেতার সম্মুখে গিয়া)
ভগবতি, প্রণমি চরণে। (প্রণাম)
নিবিড় তমালবনে গিরিগুহামাঝে
শিবের মন্দিরে বসি কেবা তুমি দেবি,
চন্দ্রশেখরের পদ করিছ অর্চ্চনা?
তুমি কি তাপসী, ঋষিপত্নী কোনজন
হর-আরাধনা কর এ বিজন বনে?
অথবা দেবতা, ত্যজি স্বর্গের নিবাস—
পূততোয়া-মন্দাকিনী-মণিময়-তীরে
কনক সুমেরু শৃঙ্গ,—এসেছ ধরায়
শিক্ষা দিতে জীবকুলে শিব-উপাসনা;
সুরবালা হেনভাবে কেন মহীমাঝে
জানিতে বাসনা করি, দেহ পরিচয়।

মহাশ্বেতা। বীরবর, আমি অভাগিনী তপস্বিনী মাত্র, কিন্তু ভীষণ-জীবজন্তু-সমাকুল-অরণ্যমধ্যে আপনি কে?

চন্দ্রাপীড়। ক্ষত্রিয় অপরিচিত ব্যক্তিকে আপন পরিচয় দেয় না, তবে আপনি তাপসী, আপনার নিকট আমার সে সন্দেহ কিছুই নাই। আমার নাম চন্দ্রাপীড়, আমি উজ্জয়িনী-রাজ্যের প্রজাপালন করি মাত্র, কিন্তু—

বল দেবি, বল তুমি কোন্ পুণ্যবতী,
একাকিনী অতি ঘোর বিপিন মাঝারে
একমনে তপস্যায় রয়েছ নিরত।
কিন্নরকিন্নরী সনে ছুটিয়া বিপিনে
প্রখর মধ্যাহ্নকালে শ্রান্তিনাশ-আশে
সরোবর অন্বেষিয়া কোন্ পুণ্যফলে
তব দরশনসুখ লভিল এ দাস—
কেবা তুমি কহ বিবরিয়া,
কোন বনে পশিয়াছি আমি ?

মহাশ্বেতা। মহাভাগ, অদূরে যে সরোবর দেখ্‌তে পাচ্ছেন উহার নাম অচ্ছোদসরোবর; গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ ঐ মনোহর সরোবর এবং এই মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। আপনি যে বনে প্রবেশ ক'রেছেন ইহার নাম চৈত্ররথ-কানন। কিন্তু বীরবর, আপনাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখ্‌ছি, তাই বলি অগ্রে আশ্রমের পাদ্য অর্ঘ্য, গ্রহণ করে শ্রান্তি দূর করুন, পশ্চাতে আপনার জিজ্ঞাস্য সকলই নিবেদন কর্‌ব।

(অর্ঘ্যপ্রদানোদ্যোগ)

চন্দ্রাপীড়। আপনার দর্শনমাত্রেই আমি পবিত্র হ'য়েছি এবং অর্ঘ্যও প্রদান করা হ'য়েছে, সুতরাং কেন অকারণ আর আপনাকে ক্লেশ দিচ্ছেন। (উপবেশন)

মহাশ্বেতা। অতিথিসেবাই যোগাশ্রমের পরম ধর্ম্ম, আপনি আমাকে সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর্‌তে বলবেন না।

চন্দ্রাপীড়। দেবি, দেখ্‌ছি আপনি তপস্বিনী; ভগবানের অনুগ্রহ-

প্রত্যাশায় কঠোর যোগমার্গ অবলম্বন ক'রেছেন, সুতরাং আপনার ন্যায় সিদ্ধা যোগিনীকে অর্ঘ্যদানের নিমিত্ত ক্লেশ প্রদান করা, মৎসদৃশ সামান্য মনুষ্যের কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়, আপনার সাদর সম্ভাষণেই আমি প্রীত হ'য়েছি।

মহাশ্বেতা। (স্বগত) ইনি ত কোন প্রকারে পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ ক'র্‌লেন না, অথচ ইঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রান্ত বলেই বোধ হ'চ্ছে। এখন কি করি? (চিন্তা করিয়া) যাই, নিকটস্থ তপোবন-বৃক্ষ হ'তে ফল ও নির্ঝরিণীর শীতল জল আনয়ন করে এরূপ বিশিষ্ট অতিথির সৎকার করি।

(বৃক্ষতলে পরিক্রমণ)

হে তপোবনতরুগণ, আশ্রমে সম্ভ্রান্ত অতিথি উপস্থিত, তোমাদের সুস্বাদু ফলে আমার এই ভিক্ষাপাত্র পরিপূর্ণ কর।

(ভিক্ষাপাত্র প্রসারণ ও তন্মধ্যে বৃক্ষচ্যুত বিবিধ ফলের পতন)

চন্দ্রাপীড়। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! তাপসী ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আশ্রমতরুতলে গমন করিবামাত্রই তাঁর ভিক্ষাভাজন বিবিধ ফলে পরিপূর্ণ হ'ল। এরূপ বিস্ময়জনক ব্যাপার ত কখনও দেখি নাই? অথবা এ ভূমণ্ডলে তপস্যার অসাধ্য কি আছে! তপঃপ্রভাবে বশীভূত হ'য়ে অচেতনেরাও কামনা পূরণ ক'রে থাকে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যেরূপেই হ'ক, এঁর পরিচয় গ্রহণ ক'র্‌তে হবে।

মহাশ্বেতা। (চন্দ্রাপীড়ের নিকটে গিয়া) মহাভাগ! এই হতভাগিনীর আশ্রমে যৎকিঞ্চিৎ ফল গ্রহণপূর্ব্বক আমায় চরিতার্থ করুন।

চন্দ্রাপীড়। (ফল গ্রহণ করিয়া) আপনার বিশিষ্ট সৎকারে

পরম পরিতৃপ্ত হ'লেম। এই অরণ্যরূপ মরুভূমিতে আপনার ন্যায় দয়াবতী নারী শীতলসলিলা স্রোতস্বতীস্বরূপা। কিন্তু ভগবতি, মানবের স্বভাব অতিশয় চঞ্চল, প্রভুর কিঞ্চিৎ প্রসন্নতা দর্শন কর্‌লে সহজেই অধীর হয়। আপনার অনুগ্রহ ও প্রসন্নতায় উৎসাহিত হ'য়ে আমার অন্তঃকরণ আপনাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে ইচ্ছুক কিন্তু যদ্যপি হৃদয়ে কোনরূপ ক্লেশ অনুভব না করেন, তা হ'লে আপন বৃত্তান্ত বিবৃত ক'রে আমার কৌতুহল নিবারণ করুন।

মহাশ্বেতা। (স্বগত) হায়! কেমন করেই বা এই অপরিচিত যুবা পুরুষের নিকট আপন প্রেমোন্মত্ততার পরিচয় প্রদান করি—কেমন করেই বা বলি যে এই হতভাগিনী একদিন একজন ঋষিকুমারের প্রেমে পতিত হ'য়ে শেষে সেই প্রাণ-পতি পুণ্ডরীকের বিয়োগে বৈধব্যযন্ত্রণায় অধীর হৃদয়ে এই তাপসবৃত্তি অবলম্বন করেছে! (অশ্রুমোচন)

চন্দ্রাপীড়। (স্বগত) একি! আমি তাপসীকে আত্ম-পরিচয় প্রদান ক'র্‌তে অনুরোধ ক'রায় কেন ইনি বিষণ্ণমুখে নীরবে রইলেন? অহো! এই যে অশ্রু-বর্ষণ ক'র্‌ছেন।

আঁখিবারি হেরি তাপসীর—
দ্বিগুণ কৌতুক মোর জনমিল এবে।
এ শোকের আছে কোন নিগূঢ় কারণ,—
তা'না হ'লে অভিভূত হয় কি কখন
সামান্য শোকেতে হেন পবিত্র মূরতি?
টলে কি বসুধা কভু সমীর-সঞ্চারে?
ফুৎকারে কি সিন্ধুবারি হয় আলোড়িত?

পদ্মপত্রে শশীলতা হয় কি ছেদিত ?
ভাঙে কি হিমাদ্রিচূড়া লোষ্ট্রের আঘাতে ?
(প্রকাশ্যে) দেবি, যদি সে কথা প্রকাশ ক'র্‌তে হৃদয়ে বেদনা পান, তবে আর সে সকল স্মরণ কর্‌বার প্রয়োজন নাই।

মহাশ্বেতা। মহাভাগ, আপনার সহিত আলাপ ক'রে আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি আপনার হৃদয় অতিশয় পরদুঃখ-কাতর। অতএব আপনার নিকট আমার দুঃখের কথা প্রকাশ ক'র্‌লে অনেকটা মনোবেদনার লাঘব হবে। আমার আশ্রমে চলুন, আমি সকল কথা নিবেদন ক'রব।

চন্দ্রাপীড়। দেবি, আপনার যেরূপ অভিরুচি।

(তরলিকা ও কেয়ূরকের প্রবেশ)

তরলিকা ও কেয়ূরক। দেবি, প্রণাম করি। (তথাকরণ)।

মহাশ্বেতা। এস তরলিকে, এস বৎস কেয়ূরক। তরলিকে, এখনও সপ্তাহমাত্র অতীত হয় নাই, তুমি কেন এত শীঘ্র গন্ধর্ব্বনগর হ'তে ফিরে এলে ? গন্ধর্ব্বনগরের কুশল ত ?

তরলিকা। দেবি, সমস্তই কুশল, কেবল প্রিয়সখী কাদম্বরী আপনাকে বহুদিন না দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়েছেন, তজ্জন্য আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

মহাশ্বেতা। তরলিকে, সত্য বটে, আমি অনেকদিন হেমকূটে যাই নাই। তা আজ তোমরা পরিশ্রান্ত হ'য়েছ, বিশ্রাম কর, কল্য প্রত্যূষে একত্রে যাত্রা ক'র্‌ব।

চন্দ্রাপীড়। ভগবতি, কাদম্বরী কে ? মনে ক'রেছিলেম আপনি নিতান্তই তাপসী, কিন্তু এক্ষণে সংসারের সহিত আপনার সংস্রব দেখে আমার কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মহাশ্বেতা। মহাশয়, কাদম্বরী গন্ধর্ব্বপতি চিত্ররথের কন্যা এবং আমার প্রিয় ভগিনী। যাই হ'ক, এক্ষণে আশ্রমে চলুন, তথায় সকল কথাই নিবেদন ক'রব। (তরলিকার প্রতি) তরলিকে, ইঁহাকে সঙ্গে ল'য়ে আশ্রমে যাও।

চন্দ্রাপীড়। দেবি, অচ্ছোদসরোবরতীরে বৃক্ষকাণ্ডে আমার অশ্বটীকে বন্ধন ক'রে রেখে এসেছি। যাই, অগ্রে তথা হ'তে তাহাকে আনয়ন করি, অদ্য রাত্রে সেও আপনার আশ্রমে অবস্থান ক'রবে।

মহাশ্বেতা। মহাভাগ, আমার আশ্রম ও আশ্রমস্থ সকলই আপনার, যাহা অভিরুচি হয় করুন।

[মহাশ্বেতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

একি! সন্ধ্যার সময় প্রায় অতীত হ'য়ে যায়। (দূরে মুনিকন্যাগণকে দেখিয়া) এই যে মুনিকন্যাগণও উপস্থিত। যাই, এক্ষণে মহাদেবের উপাসনা করিগে।

(শিবমূর্ত্তি-সম্মুখে গমন ও পূজারম্ভ)

(মুনিকন্যাগণের প্রবেশ)

গীত।

মন্মথ-শাসন বিষধর-ভূষণ গিরিজাহৃদয়-বিহারী।
গঙ্গা-জীবনমূর্দ্ধবিধারণ প্রেতনিকেতনচারী॥
রজত-মহীধর শশাঙ্কশেখর ভৈরব-পিনাকধারী।
দেবদিগম্বর শৈলসুতাবর সুরনর-কিন্নরতারী॥
দ্বীপি-চর্ম্মধর যতিকুলশেখর মুরহর-চিন্তনকারী।
নয়ন-হুতাশন ভস্মবিলেপন শ্বাপাপদ-যুগধারী॥

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গন্ধর্ব্বলোক—প্রমোদকানন।

(সাগরিকা, চতুরিকা ও মদলেখার প্রবেশ)

গীত।

সকলে। মধুমাসে মরি কি মধুরা মেদিনী।
ধীরে ধীরে কানন-মাঝে ফুট্‌লো কুসুম সঙ্গিনি!

সাগরিকা। মন্দ মলয়বায়—

চতুরিকা। বাজে লো সজনি গায়—

মদলেখা। উহু উহু প্রাণ যায়—

সকলে। আমরা বালিকা, কুসুমকলিকা,
শিহরে শরীর তায়;—
(তাহে) ছাড়িছে কোকিলা কাকলী-লহরী—
মধুর গরবে আমোদিনী।

সাগরিকা। দেখ সই, বসন্তকালে প্রমোদকাননের কেমন সুন্দর শোভা হ'য়েছে!

চতুরিকা। সত্যি ভাই, 'সব গাছগুলি ফুলের ভরে ঢ'লে পড়েছে।

মদলেখা। আবার ভোমরাগুলো কেমন সই, বোঁ বোঁ ক'রে এ ফুল ও ফুল ক'রে বেড়াচ্ছে।

সাগরিকা। ও চতুরিকা দেখ্ দেখ্, এদিকে একটা মজা দেখ্, (অঙ্গুলীনির্দ্দেশ), কেতকীফুলের গন্ধে ভোমরা উন্মত্ত হ'য়ে যেমন কেতকীফুলে ব'সেছে, অমনি সর্ব্বাঙ্গ রেণুতে ভ'রে গেছে, কাঁটায় পালক ছিঁড়ে গেছে, ভাল মানুষটীর মতন চোখে রেণু মেখে ব সে আছে দেখ্।

গীত।

চতুরিকা। অলি প'ড়্ল ধরা রসের নাগর কেতকীবনে,
কমল ছেড়ে কেন বা তায় চুমিতে যায় গোপনে।
দেখ্লো সই একি দায়, কণ্টকে বিঁধিল কায়,
মৌন হ'য়ে ব'সে লো তাই রজঃ মেখে নয়নে।

সাগরিকা। বাহবা, দিব্বি গানটী ভাই, আমাকে শিখিয়ে দে না।

মদলেখা। হ্যাঁ ভাই চতুরিকা, আর একবার গানটী গা না ভাই, আমরা শিখে নিই।

চতুরিকা। তুই নাচিস্ যদি ত গাই।

মদলেখা। আচ্ছা ভাই, তোদেরও কিন্তু আমার সঙ্গে নাচ্তে হ'বে। আমি একলা নাচ্ব না।

চতুরিকা ও সাগরিকা। আচ্ছা ভাই, তাই নাচ্ছি।

গীত ও নৃত্য।

অলি প'ড়্ল ধরা রসের নাগর কেতকীবনে,
অম্নি ক'রে রসিক সুজন মজ্বে কবে আড়নয়নে।
বিরহে থাক্তে না হয়, নারীর প্রাণে কতই বা সয়,
বিনি সুতোর হার গাঁথা প্রেম যায় লো ছিঁড়ে একটু টানে।

চতুরিকা। হি—হি—হি—হি। (হাস্য)

সাগরিকা। কেন ভাই, হাস্‌লি কেন ভাই?

চতুরিকা। হি—হি—হি—হি (হাস্য)। ভাই মদলেখা, সাগরিকা কেমন নাচ্‌লে?

সাগরিকা। মাইরি ভাই, আমার কেমন ভুল হ'য়ে গেল।

মদলেখা। এ কি রকম ভুল তোর? (পদসঞ্চালন করিয়া) এই ত তেহাই দিবি?

সাগরিকা। আমি তাই ত দিলুম্।

চতুরিকা। যাক্, ও কথা থাক্; নে ভাই, আর ঝগড়ায় কায নেই।

(মদনিকার প্রবেশ)

মদনিকা। আ মর্ তোরা কি রকম মেয়ে লা—বেশ নাচ্‌ছিলি গাচ্ছিলি, আবার এর মধ্যে ঝগড়ার সুরু ক'রে দিলি কেন?

মদলেখা। না না ঝগড়া নয়, সাগরিকা নাচ্‌তে নাচ্‌তে উল্টে ফেল্লে, তাই।

মদনিকা। তোদের নাচ্ দেখে আমারও নাচ্ পেয়েছিল, তাই ছুটে আস্‌ছি, আর তোরা কি না বন্ধ ক'রে দিলি। তা হ'বে না ভাই, আর একটী গাও আর নাচ, আমিও সঙ্গে সঙ্গে নাচি।

সাগরিকা। তবে ধর্ চতুরিকা, একটা গান ধর্।

গীত।

মলয়-মারুতে মাতি মত্ত মধুকর,
পঙ্কজিনীপাশে আসে প্রফুল্ল অন্তর।

কোকিলকূজিত বন, নানা ফুল সুশোভন,
মাধবীজড়িত তরু কতই সুন্দর!
সুন্দর গগনতল, সুন্দর এ ধরাতল,
সুন্দব কূজন-ধ্বনি, কুলু কুলু কল্লোলিনী,
যা কিছু নিরখি সখি সকলই সুন্দর।
সুন্দর পরাণে সুন্দর নয়নে
যা কিছু নিরখি সখি সকলই সুন্দর।

মদলেখা। ও সাগবিকা, চতুরিকা কি সাধে তোকে দোষ দেয়? তুই নাচ্‌তে নাচ্‌তে আবার উল্টে ফেল্‌লি?

চতুরিকা। সাধে কি ভুল হচ্ছে, ওর মনেব ভিতর একটা কিছু হ'য়েছে তাই।

সাগরিকা। মাইরি ভাই, কিছু না। জানিনি কেন এমন ভুল হ'চ্ছে।

মদনিকা। দেখ্‌ চতুরিকা, আমার বোধ হয় মহাশ্বেতাদেবীর সঙ্গে যে যুবরাজ এসেছেন, তাঁব রূপ দেখে সাগরিকা একবারে গ'লে গেছে। তাই ওব এত মনের ভুল।

চতুরিকা। তা মনের মতন পুরুষটীই বটে। আমিত ভাই যুববাজ চন্দ্রাপীড়ের মত রূপবান্‌ পুরুষ কখন দেখি নি।

(তমালিকার প্রবেশ)

তমালিকা। হ্যাঁলা, তোদের গায়ে বুঝি বড় বসন্তের হাওয়া লেগেছে, তাই আজকাল খুব নাচ গানের ধুম তুলেছিস্‌? তা যত পারিস্‌ নেচে নে, আর দুদিন বাদে আরও নাচ্‌বি গাইবি। হি হি হি হি—(হাস্য)

মদলেখা ও চতুরিকা। (শশব্যস্তে) কেন লো তমালিকা, আজ যে তোর ভারি হাসির লহর উঠ্‌ছে?

তমালিকা। হাস্‌ব না ত কি? একটা বড় আমোদের দিন আস্‌ছে, তাই হাস্‌ছি।

সাগরিকা। কেন্‌লো, তোর কোথাও মনের মিল হ'য়েছে নাকি?

মদনিকা। কে এমন রসের সাগর ছিল লো?

তমালিকা। আমার রসের সাগর নয়, প্রিয়সখীর গুণের সাগর।

সকলে। (ব্যগ্র হইয়া) কে লো, কে এমন রসিক আছে যে প্রিয়সখীব কঠিন মন চুবি ক'রেছে?

তমালিকা। মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে উজ্জয়িনী হ'তে যে যুবরাজ এসেছেন, তিনিই আমাদেব প্রিয়সখীর মনচোর।

চতুরিকা। বেশ হবে ভাই, তা হ'লে বেশ মিল্‌বে।

মদনিকা। আমাবও ভাই মনে হয় চন্দ্রাপীড়ের মতন পুরুষ আব কোথাও নেই। (তমালিকার প্রতি) তমালিকা, ওদের দুজনের মনের মিল কেমন, জান্‌তে পার্‌লি কি?

তমালিকা। তা খুব জেনেছি, তবে আর শুন্‌ছিস্ কি?

সাগরিকা ও মদলেখা। কি রকম, কি রকম,—কি জান্‌লি?

তমালিকা। কাল সন্ধ্যাবেলা তোরা যখন যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের শোবাব আয়োজন করে দিচ্ছিলি তখন আমি প্রিয়সখীকে খুঁজে খুঁজে মণি-মন্দিরের উপরে গিয়েছিলেম, গিয়ে দেখি প্রিয়সখী একদৃষ্টে ক্রীড়াপর্ব্বতেব দিকে চেয়ে ব'সে আছে।

চতুরিকা ও মদনিকা। তারপর, তারপব—

তমালিকা। শোন্‌না, বলি। প্রিয়সখী এমন ক'রে একদৃষ্টে

কি দেখ্‌ছে জান্‌বার জন্যে আমি আস্তে আস্তে তার পেছনে পেছনে গেলুম্। দেখি না—সখী কাদম্বরী এত নিবিষ্টমনে চন্দ্রাপীড়কে দেখ্‌ছে, যে আমার মনে হ'ল যেন তার মনটা চ'খের ভিতর দিয়ে চন্দ্রাপীড়ের কাছে চলে গেছে।

মদলেখা। তখন যুবরাজ কোথায় ছিলেন?

তমালিকা। কোথা আর থাক্‌বেন, তিনিও ক্রীড়াপর্ব্বতের উপর থেকে অনিমেষলোচনে সখীকে দেখ্‌ছিলেন। ভাই, আমি তা, দেখে ভাব্‌লুম, যেন বিধাতা দু জায়গায় দু'টী পাথরের মূর্ত্তি বসিয়ে দিয়ে গেছেন।

চতুরিকা। ও তমালিকা, প্রিয়সখী একবারে এই প্রতিজ্ঞা ক'রে অস্থির যে মহাশ্বেতার পতি পুণ্ডরীক জীবিত না হ'লে এবং মহাশ্বেতাকে পতিসুখে সুখিনী না দেখ্‌লে, বিয়ে ক'র্‌বেন না! আবার এরই মধ্যে এতদূর! (তমালিকার প্রতি) তমালিকা, তুই কেন প্রিয়সখীকে কিছু বল্‌লিনি?

তমালিকা। প্রিয়সখীকে কিছু বলিনি বটে, কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীকে সব ব'লে দিয়েছি। তিনি নিজে সখী কাদম্বরীকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন।

মদলেখা। হাঁ, হাঁ, বেশ ক'রেছিস্, তাঁর কাছে আর কোন কথা গোপন থাক্‌বে না।

মদনিকা। দেখ্ ভাই, যুবরাজকে দেখে রাণীমারও বড় ইচ্ছা যে তাঁকেই কাদম্বরী দান করেন। তা মহারাজের অনুমতি হ'লে তবেত।

মদলেখা। যদি সখীর সঙ্গে সখার অমন মনের মিল হ'য়ে থাকে,

তা হ'লে সবই হ'বে। এখন চল ভাই, আড়াল থেকে এই দু'জন নূতন প্রেমিকের মজা দেখিগে।

চতুরিকা। সে কথা কি আর বল্‌তে, এখন চল শীগ্‌গির্ শীগ্‌গির্ যাই।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মণি-মন্দির।

রত্ন-সিংহাসনে কাদম্বরী উপবিষ্টা।

কাদম্বরী। চন্দ্রাপীড় ভালবাসে মোরে ?
বাসে ;—তাহা না হইলে অণুক্ষণ
অপাঙ্গে চাহিবে কেন মম মুখপানে ?
কিন্তু, সে কি অন্তরের ভালবাসা ?
না,—পুরুষের প্রেম
হৃদে তা'র বড় ক্ষণস্থায়ী—
——পুরুষের প্রেম
হৃদয়-গগনমাঝে চপলার মত
চকিতে চমকি পুনঃ কোথা চ'লে যায়,—
—পুরুষের প্রেম যেন তুষারের রাশি
ক্ষণমাঝে গলে রবি-কিরণ-পরশে।
সেই প্রেম অনলের প্রদীপ্ত—শিখায়
পুড়িতেছে মহাশ্বেতা পতঙ্গরূপিণী ;—
যে আগুনে দহিতেছে সহচরী মম
তাহাতে কি আমিও পুড়িব ?

যেই প্রেমে এতদিন করিয়াছি ঘৃণা,
সেই প্রেম হৃদি-রাজ্যে পুনঃ বসাইব।
কি বলিবে পিতামাতা! তাঁরা কতদিন
তুলেছেন কতবার বিবাহের কথা,
কিন্তু অবহেলা করি এই অভাগিনী —
সখীমুখে অস্বীকার ক'রেছে সতত।

(মহাশ্বেতার প্রবেশ)

মহাশ্বেতা। কই, প্রিয়সখী-কাদম্বরী কোথায়? চারিদিক অন্বেষণ ক'র্‌লেম, কই, কোথাও ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। (অগ্রসর হইয়া) একি! এখানে একাকিনী ব'সে সখী একমনে কি ভাব্‌ছে? তবে কি তমালিকার কথাই সত্য হ'ল? সত্য সত্যই কি কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়কে আত্মসমর্পণ ক'রেছে যাই হ'ক্, অন্তরালে থেকে সখীর মনের কথা অবগত হই।

(তথাকরণ)

কাদম্বরী। আর,—আর সেই কম্বুকণ্ঠ কনক-প্রতিম
চন্দ্রাপীড়—অঙ্গধারী অনঙ্গ আমার—
হৃদয়ের পূর্ণশশী নয়নের মণি—
প্রথম দর্শনে যে এ হৃদয়-দর্পণে
এঁকেছি যতনে যার প্রতিবিম্বখানি,
অহো! কেমনে ভুলিব তারে!
হৃদি-রাজ্যে সে যে অধীশ্বর।
আমি তার, সে আমার, বিচারে কি কায?
কিন্তু,"কেন অকস্মাৎ শরমে ঢাকিল
মরমের কথাগুলি, না পারি বুঝিতে।

গিয়াছিনু সখীসনে নীরব নিশীথে
কহিতে প্রাণের কথা প্রাণেশের পাশে,—
কিন্তু লজ্জা—নায়কী—পিশাচী—
কুটিল কটাক্ষ হানি কহিল আমারে—
"কাদম্বরি, দুশ্চারিণী তুই।"
যাই যদি প্রাণপতি-পাশে—
লজ্জা মোরে রোধিবে কেমনে ?
প্রণয়ের প্রদীপ্ত-শিখায়
লজ্জা, ভয়, কুলমান সব পুড়ে' যায়।
কি করিব এবে ? কেন ?—কি ভয় আমার ?
শৈবলিনী জন্মভূমি অচল ত্যজিয়া
দলি তরুগুল্মলতা খণ্ডশিলারাশি
ধায় যদি ভীমবেগে সাগরের পানে,
দুর্নিবার গতি তার কে পারে রোধিতে ?
স্রোতস্বিনী কাদম্বরী দুঃখিনী কুমারী,—
প্রশান্ত জলধি ওই চন্দ্রাপীড় মম।
কিন্তু তাহে প্রণয়ের মলয় অনিলে
গোপনে কি একটীও খেলেছে হিল্লোল ?
ভাল কি বেসেছে, হায়, চন্দ্রাপীড় মোরে ?

মহাশ্বেতা। (সমীপে গিয়া) বেসেছে; কাদম্বরি, চন্দ্রাপীড় তোমায় ভালবেসেছে। হায় সখি, যে বেদনা আমার অন্তরে অন্তরে দিবানিশি জাগ্‌ছে, সে বেদনা তোমার কোমল হৃদয়ে এই সবে মাত্র প্রবেশ ক'রেছে। (কাদম্বরীর চিবুক ধরিয়া) বল সখি, কতক্ষণ অমন ক'রে ভাব্‌ছিলে ?

কাদম্বরী। (লজ্জাবনতমুখে) কে—ও—মহাশ্বেতা, এস সখি, ব'স। (মহাশ্বেতার উপবেশন)

মহাশ্বেতা। সখি, আমার কাছে কি আর গোপন ক'র্‌লে চলে? আমি অন্তরাল থেকে সবই শুনেছি,—শুনেছি যে তুমি মনে মনে চন্দ্রাপীড়কে আত্মসমর্পণ ক'রেছ। সে যাই হ'ক আমাকে এত লজ্জা কেন?

কাদম্বরী। ভগ্নি, মনে ক'রেছিলেম তোমার বৈধব্যদশা থাক্‌তে থাক্‌তে কারও কাছে এ অন্তরের কথা প্রকাশ ক'র্‌ব না,—মনে ক'রেছিলেম হৃদয়ের বেদনায় বুক ফেটে যা'বে, তবু তিলেকের জন্যও মুখ ফোটাব না। কিন্তু আমার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হ'য়েছে।

মহাশ্বেতা। বিধাতা আমার কপালে এইরূপই লিখেছিলেন, তুমি কি ক'র্‌বে দিদি? ছি! সে জন্য কোনরূপ দুঃখ ক'র না। কি ক'র্‌বে ভাই, সংসারে কর্ম্মফলের উপর কারও বল নাই; আমি সেই কর্ম্মফল ভোগ ক'র্‌ছি, তোমার তা'তে দোষ কি?

কাদম্বরী। ভগ্নি, হায়, আমি কি কুকার্য্য ক'র্‌লেম্। চন্দ্রাপীড় একজন অপরিচিত ব্যক্তি। তাঁর চিত্তবৃত্তি, স্বভাব ও কুলশীল কিছুই না বুঝে তাঁর হাতে আপন মনপ্রাণ সকলই সমর্পণ ক'রলেম্। পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজন একথা শুন্‌লে আমায় কি ব'ল্‌বেন?

মহাশ্বেতা। সখি, সে জন্য কোনও চিন্তা ক'র না। চন্দ্রাপীড় সেরূপ প্রকৃতির লোক ন'ন। রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য সকল বিষয়েই তিনি তোমার উপযুক্ত।

কাদম্বরী। ভগ্নি মহাশ্বেতা, কুক্ষণে তুমি চন্দ্রাপীড়কে গন্ধর্ব্বপুরে এনেছিলে,—কুক্ষণে আমি তাঁকে দেখেছিলেম। তা না হ'লে আজ আমার এত অনুতাপ কেন? তুমি চন্দ্রাপীড়কে না আন্‌লে আর আমি এ যাতনা পেতেম না।

মহাশ্বেতা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ভাই, তবে বল আমিই তোমার সকল অনর্থের মূল। আচ্ছা, চন্দ্রাপীড়কে দেখে কি কেবল যাতনাই পাও, আনন্দ কি হয় না?

কাদম্বরী। হয়,—সে আনন্দ মর্ত্ত্যের নয়,—সে আনন্দ স্বর্গের। নারী-জীবনে যদি কখনও সুখভোগ ক'রে থাকি, সে চন্দ্রাপীড়কে দেখে। তবে, পাছে চন্দ্রাপীড়কে না পাই সেই ভাবনা। ভগ্নি, চন্দ্রাপীড় কি আমার হ'বে?

মহাশ্বেতা। চন্দ্রাপীড় তোমারই হ'বে।

কাদম্বরী। দেখ ভগ্নি, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তুমি ভিন্ন হৃদয়ের কথা শুন্‌তে আমার আর কে আছে? ভাই, যা'তে চন্দ্রাপীড় আমার প্রতি প্রসন্ন হন, তা'র কোন উপায় কর।

মহাশ্বেতা। (স্বগত) হৃদয়, আশ্বস্ত হও। তোমারও ত এম্‌নি একদিন গিয়েছে, যখন তুমি এই ভাবে পুণ্ডরীকের প্রেমে পাগল হ'য়েছিলে; তবে প্রভেদ এই যে, দৈববাণীর ক্ষীণ আশায় তুমি জীবিত আছ মাত্র, আর সখীর আশালতা এই প্রথম অঙ্কুরিত। (প্রকাশ্যে) ভাই, আমরা আকারে ইঙ্গিতে বুঝ্‌তে পেরেছি যে চন্দ্রাপীড়ও তোমাকে ভালবেসেছে।

কাদম্বরী। আমরা! কেন, সখীরাও কি একথা জানে?

মহাশ্বেতা। হাঁ, সকলেই জানে। তোমাদের প্রথম সাক্ষাতেই

আমরা বেশ বুঝেছি, যে তোমরা দুজনেই দুজনকে ভাল বেসেছ। সখি, ঐ গানের শব্দ শোনা যাচ্চে না ?

কাদম্বরী। হাঁ, সখীরা বোধ হয় গান গাইতে গাইতে প্রমোদ কানন থেকে ফিরে আস্‌ছে।

মহাশ্বেতা। ওহো! তবে এতক্ষণ ওরা আমার শিবপূজার আয়োজন ক'রে রেখে এসেছে। যাই, পূজা সমাপন করিগে।

(মহাশ্বেতার প্রস্থান)

সখীগণের প্রবেশ।

গীত।

বহে শীতল মলয় বায়,
চুপে চুপে চুপে ওই ফুল-কুল
সুরভি তা'রে বিলায়।
পাতিয়া মোহন ফাঁদ বিরাজে গগন-চাঁদ,
কুমুদিনী সই— তবু কেন ওই—
দহে লো প্রেম-জ্বালায়।
সমীরে আকুল প্রাণ, কোকিলা গাহিছে গান,
ঝরে নিরঝরে অমিয়-মাখান
শ্রবণ-মোহন তান।
ঘুমের বিভোরে স্বপনের ঘোরে
মাতোয়ারা সমুদায়—
তবু কেন সই, কুমুদিনী ওই,
দহে লো প্রেম-জ্বালায়।

তমালিকা। সখি, আমরা তোমায় একটী শুভ সংবাদ দিতে এসেছি।

মদলেখা। ভারি শুভ সংবাদ গো, ভারি শুভ সংবাদ!

তমালিকা। আজ আমরা মহাশ্বেতা দেবীর পূজার জন্যে প্রমোদ কাননে ফুল তুল্‌তে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি কাননের একদিকে ভারি শোভা হ'য়েছে।

কাদম্বরী। যেখানে চিরবসন্ত বিরাজিত সেখানে কাননের শোভা ত' চিরদিনই সমান; তাতে কি?

মদলেখা। সখি, আগে শোনই না কি বলি। সে সুন্দর শোভায় মুগ্ধ হ'য়ে সেদিকে গিয়ে দেখ্‌লেম যুবরাজ চন্দ্রাপীড় কানন উজ্জ্বল ক'রে এক খণ্ড শিলার উপর ব'সে আছেন, আর মাঝে মাঝে ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এক একবার প্রিয়সখীর নাম উচ্চারণ ক'র্‌ছেন।

চতুরিকা। উঃ ফোঁস্ ফোঁসানির এমি জোর, তুমি যে শেষহারটী দিয়েছিলে, সেটী বুকের সঙ্গে উঠ্‌ছে আর প'ড়্‌ছে। মদলেখা আকারে ইঙ্গিতে তাঁকে কত ঠাট্টা ক'র্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু তিনি সব কথাই ফিরিয়ে নিলেন—যেন বুঝেও বুঝলেন না।

কাদম্বরী। (লজ্জাবনত মুখে অবস্থান)।

তমালিকা। (কাদম্বরীর চিবুক ধরিয়া) সখি, একথা কি আপনার লোকের কাছে গোপন রাখ্‌তে আছে? তোমার প্রাণ কি আমাদের প্রাণ নয়? তোমার বেদনা কি আমাদের বেদনা নয়? যেখানে প্রাণের টান আছে, সেখানে কি আর প্রাণের কথা বুঝ্‌তে বাকি থাকে?

কাদম্বরী। সখি, আমাকে তোমরা ক্ষমা কর। লজ্জা আমার

কণ্ঠরোধ ক'রেছিল, তাই তোমাদের একথা ব'ল্‌তে পারি নাই ; সে জন্য কিছু মনে ক'র না।

তমালিকা। মনে আর কি ক'র্‌ব, কেবল কিসে তোমাদের দুজনের মিলন হয়, সেই ভাবনাই ভাব্‌ব, আর সেই জন্যই যত্ন ক'র্‌ব।

কাদম্বরী। সখি, তোমরা ভিন্ন এ হৃদয়ের বেদনা আর কে বুঝ্‌বে ? বল সখি, আবার বল তিনি একাকী কাননে ব'সে কি ক'র্‌ছেন, আমি শুন্‌তে বড় ব্যাকুল হ'য়েছি।

চতুরিকা। এই যে মদলেখা ব'ল্‌লে।

মদলেখা। তুই একবার বল্ না ভাই। প্রেমের কথা শুনে কি কার' আশ মেটে ?

তমালিকা। আর ব'লে কি হ'বে ভাই ? চ' না সখীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আড়াল থেকে যুবরাজের মনের কথা সব শোনাইগে।

চতুবিকা। তিনি কি আর এতক্ষণ কাননে আছেন ?

মদলেখা। আমি তাঁকে বাটীর দিকে আস্‌তে দেখে এসেছি ; বোধ হয় এতক্ষণ অলিন্দে এসে থাক্‌বেন।

তমালিকা। চল সখি, তবে সেখানেই যাই।

চতুরিকা। (কাদম্বরীর প্রতি) কি সখি, দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

কাদম্বরী। সখি, তোমরা অগ্রসর হও, আমি পশ্চাৎ যাচ্ছি।

(সখীগণের প্রস্থান)

কাদম্বরী। হায়, সখীমুখে শুনিনু সংবাদ
ভালবাসে এ দাসীরে চন্দ্রাপীড় মম,
মানসের এই জ্বালা করিতে নির্ব্বাণ

না পারি কহিতে তবু হৃদয়ের কথা
হৃদয়-রতন সেই প্রাণেশের পাশে।
প্রণয়ের অঙ্গীকার বড়ই কঠিন।
হে শঙ্কর, করযোড়ে করি হে প্রার্থনা,
পতি যেন এ দাসীর হয় চন্দ্রাপীড়।
যাই দেখি কোথা এবে প্রাণেশ্বর মম।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ।

(চন্দ্রাপীড়ের প্রবেশ)

চন্দ্রাপীড়। কি করি এবার—
আসিয়াছি বহুদিন গন্ধর্ব্ব-নগরে,
না হেরি আমারে মম জনক জননী
করুণ-স্বরেতে শোক করিছেন কত!
আর আমি তাঁহাদের অধম তনয়
সামান্য রমণী তরে যাপিতেছি কাল।
সামান্য কেমনে বলি? প্রথম দর্শনে
মনঃপ্রাণ যেই মম ক'রেছে হরণ—
যার ক্ষণ অদর্শনে ধৈর্য্য ত্যজে দেহ—
নিরমল মুখশশী হেরিয়া যাহার
অনুরাগ-সিন্ধু মম উঠেছে উথলি—

মাধুরী হেরিয়া যার চরিতার্থ আঁখি—
বচন শুনিয়া যার মোহিত শ্রবণ—
সামান্য কি সে রমণী ?

(কাদম্বরী ও সখীগণের প্রবেশ)

তমালিকা। ঐ যে যুবরাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনা-আপনি কি ভাব্‌চেন। সখি, এস আমরা একটু স'রে দাঁড়াই।

(অন্তরালে অবস্থান)

মদলেখা। দেখিস্ ভাই, যুবরাজ আমাদের যেন দেখ্‌তে না পান।

চতুরিকা। তার জন্যে ভয় কি ? থাম্‌না, আড়াল থেকেই সব শুনে নেবো।

মদলেখা। (কাদম্বরীর প্রতি) প্রিয়সখি, ঐ দেখ এখনও যুবরাজের ফোঁস্‌ফোঁসানি যায় নি।

চন্দ্রাপীড়। তারপর,—ভালবাসা—অনুরাগ আছে কিনা তার ?
অহো ! নয়নে কি বিরাজে মনের কথা ?
তা যদি বিরাজে—
কাদম্বরী সুনিশ্চয় ভালবাসে মোরে।
আহা ! সে যে সখীমাঝে কত শত বার
মনচোরা নীলোৎপল—লোচন-যুগল
ফিরাল আমার পানে—অমনি সহসা—
আঁখিতে মিলিলে আঁখি—মুদিল সরমে
কমল-কোরক দুটী আনন-সরসে।
আহা ! ছিনু যবে ক্রীড়াশৈলে দিবা অবসানে,

কাদম্বরী প্রিয়তমা দেখিতে কি মোরে
উঠেছিলে মণিময় প্রাসাদ-শিখরে ?
নিশীথে উদিলে শশী বিমল গগনে,
প্রাণসমা কাদম্বরী সহচরী সনে
(তারকাবেষ্টিতা যথা রোহিণী রূপসী)
গিয়েছিল মম পাশে মণির মন্দিরে
প্রেমবশে দিতে কি সে চারু শেষ হার ?
সে কি তার প্রেমের অতিথিসেবা ?
হায় ! প্রেমে অন্ধ কামিজন যত
আত্মীয়তা নিরন্তর হেরে চারিদিকে ।

(চন্দ্রাপীড়ের নিকট সকলের আগমন)

মদলেখা। (হাসিয়া) কি যুবরাজ, কোথায় প্রেমের অতিথি হ'য়েছিলেন ? অকস্মাৎ উজ্জয়িনীর কোন পুরনারীকে মনে প'ড়্ল কি ?

চতুরিকা। তা প'ড়েছে বৈ কি ; তা না হ'লে আর কার বিচ্ছেদে যুবরাজের মুখখানি এত মলিন হবে !

সাগরিকা। সত্যিই ত ভাই, এত দিন প্রিয়জনকে ছেড়ে অন্যস্থানে থাক্‌লে কার মন না খারাপ হয় ?

চন্দ্রাপীড়। আপনারা আমাকে উপহাস ক'র্‌ছেন কেন ? অনেক দিন গন্ধর্ব্ব-নগরে এসেছি, শিবিরে সথা বৈশম্পায়ন ও সেনা-সামন্ত সকলেই আমাকে না দেখে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে র'য়েছে, পিতা-মাতারও বহুদিন সংবাদ পাই নাই, সেই জন্য উজ্জয়িনীতে ফিরে যাবার কথা ভাব্‌ছিলেম।

কাদম্বরী। (স্বগত) শান্ত হও, কেন ভাব হৃদয় আমার,

বুঝেছি—চিন্তায় তব আছে অধিকার ;
ব'সেছিল যেইজন মানস-আসনে,
যাঁর রূপ ধ্যান করি শয়নে স্বপনে,
করিয়াছি যাঁর তরে লজ্জা পরিহার,
সেই নয়নের তারা দূরে চ'লে যায়—
মিশিছে আনন্দ-আলো দুঃখের তিমিরে।

(প্রকাশ্যে) যুবরাজ, আমরা আপনার সরলতা ও সদ্ব্যবহারে এরূপ পরিতুষ্ট হ'য়েছি যে আপনাকে তিলেকের নিমিত্তও নয়নের অন্তরাল ক'র্‌তে ইচ্ছা নেই।

চন্দ্রাপীড়। রাজপুত্রি, কি ক'র্‌ব, রাজ্যত্যাগ ক'রে এখানে অধিক দিন অবস্থান করা রাজধর্ম্মের অনুমোদিত নয়; তাই বিদায় প্রার্থনা ক'র্‌ছি। তা না হ'লে আপনাদের সৌজন্যে আমিও এরূপ বিমোহিত হ'য়েছি যে বিদায় প্রার্থনা ক'র্‌তে আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'চ্ছে না; কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী কোথায় ?

তমালিকা। (দূরে মহাশ্বেতাকে দেখিয়া) ঐ যে তিনি এইদিকেই আস্‌ছেন।

মহাশ্বেতার প্রবেশ।

মদলেখা। দেবি, যুবরাজ শিবিরে যাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়েছেন ; বলুন দেখি, আমরা কেমন করে এত শীঘ্র ওঁকে ছেড়ে দিই।

মহাশ্বেতা। মদলেখা, যদি রাজকার্য্যের অনুরোধে যুবরাজকে একান্তই যেতে হয়, তাহ'লে আমরা আর বাধা দিয়ে কি

ক'র্‌ব বল ? (চন্দ্রাপীড়ের প্রতি) যুবরাজ, আপনাকে কি নিশ্চয়ই যেতে হবে ?

চন্দ্রাপীড়। ভগবতি, একে আমি নিরুদ্দিষ্ট হ'য়ে আপনার আশ্রমে এসেছিলেম, তাতে আবার এখানে অনেকদিন বিলম্ব হ'ল ; সখা বৈশম্পায়ন এতদিন না জানি আমাকে কত অন্বেষণ ক'র্‌ছে। বিশেষতঃ যদি উজ্জয়িনীতে আমার নিরুদ্দেশের সংবাদ গিয়ে থাকে, তা' হ'লে পিতা মাতা অত্যন্ত মনঃকষ্ট পেতে পারেন ; অতএব আর আমার বিলম্ব করা উচিত নয়।

কাদম্বরী। (স্বগত) হায়! কে জান্‌ত যে প্রাণেশ্বরকে এত শীঘ্র বিদায় দিতে হবে, এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও আমি এ যাতনা ভোগ করিনি ; কিন্তু প্রাণেশ্বরের গমন-সংবাদে আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হ'চ্ছে।

মহাশ্বেতা। যুবরাজ, তবে এখন গমন করুন ; কিন্তু আমাদের এই মাত্র অনুরোধ, যেন সময়ে সময়ে এক একবার গন্ধর্ব্ব-পুরে পদার্পণ করেন।

কাদম্বরী। প্রিয়সখি, সে জন্য আর যুবরাজকে অনুরোধ ক'রে কি হবে ? উনি কি আর আমাদের মনে রাখ্‌বেন ?

চন্দ্রাপীড়। (স্বগত) "মনে রাখা"। যতদিন রহিবে জীবন
ততদিন প্রিয়ে তব ও চারু মূরতি
অন্তরের অন্তরেতে রহিবে অঙ্কিত।

সাগরিকা। সত্যি সখি, উজ্জয়িনীর অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'র্‌লে উনি যে কখন হেমকূটে এসেছিলেন, তাও বোধ হয় ওঁর মনে থাক্‌বে না।

চন্দ্রাপীড়। কেন আর আমাকে উপহাস করেন? আপনাদের সহিত এই কয়দিন মাত্র অবস্থান ক'রে আমি যে কি স্বর্গীয় সুখই উপভোগ ক'রেছি, তা ব'ল্‌তে পার্‌ছি না। আপনাদের মিষ্টালাপ—আপনাদের সরল ব্যবহার আমি কখনও বিস্মৃত হব না। এই হেমকূটের চিত্র আমার হৃদয়-পটে চিরদিন অঙ্কিত থাক্‌বে, কিন্তু আমার এই প্রার্থনা যে, আপনারা যেন আমাকে মনে রাখেন।

চতুরিকা। যুবরাজ, সে কথা আর ব'ল্‌তে হবে না। আপনি গেলে আমরা কিরূপে এই আঁধার পুরীতে থাক্‌ব তাই ভাব্‌ছি।

চন্দ্রাপীড়। রাজপুত্রি, যখন পরিজনদের কথা মনে হবে, তখন আমাকেও একজন পরিজন ব'লে যেন মনে করেন।

কাদম্বরী। আমরা এ জীবনে কখনও আপনাকে ভুল্‌তে পার্‌ব না।

(স্বগত) রে নয়ন দেখ চেয়ে—
প্রাণভ'রে দেখে নেরে ওই রূপরাশি,
প্রাণকান্ত চন্দ্রাপীড় ওই চলে যায়।

(কেয়ূরকের প্রবেশ)

কেয়ূরক। (প্রণাম করিয়া) যুবরাজ, অশ্ব ইন্দ্রায়ুধ সজ্জিত হ'য়েছে।

চন্দ্রাপীড়। চল যাই।

(স্বগত) যেতে চাই, চলে না চরণ;
কে যেন পশ্চাৎ হ'তে টানিছে আমায়;

কাদম্বরি, কাদম্বরি, চলিলাম আমি,
এই বুঝি শেষ দেখা তোমার সহিত।
(প্রকাশ্যে) তবে এখন আসি।

মহাশ্বেতা। চলুন, আমরাও দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন-মধ্যস্থ শিবির।

(পত্রলেখার প্রবেশ)

পত্রলেখা। হায়, কেন এমন হ'ল! যিনি সর্ব্বদা হাসিমুখে থাক্‌তেন, তিনি কেন আজ এরূপ বিষণ্ণ, সকলের সঙ্গে আর সেরূপভাবে কথা কন না। প্রাণেশ্বর! অভাগিনী পত্রলেখার হৃদয়ের হৃদয়! তুমি যেন জাননা আমি তোমার কে, কিন্তু আমি ত জানি তুমিই আমার অনন্ত-কালের আরাধ্য দেবতা,—অনন্ত-জীবনে ও হৃদয়াকাশের উজ্জ্বল সবিতা। নাথ, বল বল হৃদয়-মধ্যে কি বেদনা পাচ্ছ। হায়, যদি কখনও তোমার চরণে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হয়, তখন মনে করি যে সেই চরণ-তলে বুক পেতে দি, বুক ভেঙ্গে যাক্, তবু যেন তুমি চরণে বেদনা না পাও। হায়, কেন এমনভাবে অন্তরের কথা অন্তরে লুকাচ্ছ—অন্তরের ব্যথা অন্তরে রাখ্‌ছ? কই আমি ত তা জান্‌লাম না, কেমন ক'রেই

বা তার প্রতিকার করি? স্বামিন্! প্রভো! পত্রলেখা কি তোমার নয়? তুমি কি পত্রলেখার নও? একবার বল কি বেদনা পাচ্ছ—একবার বল সর্ব্বদা কি ভাব্‌ছ; কার কথা ভাব, কাদম্বরীর? শশধর, বল বল রোহিণী কবে তোমাকে অনাদর ক'রেছে যে, তাই হৃদয়ের বেদনা এ দাসীকে জানালে না? (চকিতভাবে) তাইত আমারই যে ভ্রম; চন্দ্রাপীড় কেমন করে জান্‌বেন যে তাঁর পূর্ব্ব-পত্নী রোহিণী দাসীভাবে তাঁর কাছে অবস্থান কচ্ছে। যাই হোক অন্তরাল হ'তে প্রাণেশ্বরেব কথা শুনে বুঝতে পাব্‌লেম যে তিনি কাদম্ববীর প্রতি অনুরক্ত। যাই—এখন আরও বিশেষরূপে তাঁর মনোভাব অবগত হইগে।

(একদিক দিয়া পত্রলেখার প্রস্থান ও অন্যদিক দিয়া চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নের প্রবেশ)

চন্দ্রাপীড়। সখে বৈশম্পায়ন, তোমাকে সেই বরবর্ণিণীর রূপের কথা আর কি ব'ল্‌ব। যদি রূপে মুগ্ধ হ'তে হয়—যদি রমণীর প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'তে হয়—তবে কাদম্বরীর রূপ কাদম্বরীর প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভাই, মনে সাধ হয় যে অনন্তকাল এই কাদম্ববীর প্রেমে বিভোর হ'য়ে থাকি।

বৈশম্পায়ন। সখে, সকল কথাই ত শুনলেম—কাদম্বরী-সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্তই ত অবগত হ'লেম, কিন্তু কাদম্বরী তোমার প্রতি যথার্থ অনুরাগিণী কি না তা কি বুঝ্‌তে পেরেছ?

চন্দ্রাপীড়। ভাই, দেখে বোধ হ'ল কাদম্বরীর অনুবাগ আছে। যখন কাদম্বরীর সম্মুখে আমি মহাশ্বেতা দেবীর

সঙ্গে কথা কইতাম তখন কাদম্বরী এক একবার তার সেই বিস্তৃত লোচন দুটী আমার দিকে ফিরা'ত এবং নয়নের সঙ্গে নয়ন মিলিত হ'লে সলজ্জভাবে আঁখি দুটি মুদিত ক'রত—দেখে মনে হ'ত আমি আবার অবণ্যে ফিরে এসেছি। শরপাত ভয়ে ভীতা কোন হরিণী যেন আমার কাছ থেকে ছুটে পলাচ্ছে, আমি দ্রুতপদে হরিণীকে ধর্‌তে যাচ্ছি—হরিণী ধরা দিচ্ছে না। বল ভাই, কেমন ক'রে আমার মনোরথ পূর্ণ হবে।

বৈশম্পায়ন। থাম, উপায় আছে; আর এক কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। তুমি কাদম্বরীর যে সখীগণের উল্লেখ কর্‌লে, তাদের কথাতেও কি কাদম্বরীর মনোভাব প্রকাশ পায় নাই?

চন্দ্রাপীড়। ভাই, তাদের কথোপকথনকালে সর্ব্বদাই মনে হ'ত যেন তারা আমার নিকট কিছু গোপন কর্‌ছে। কখনও কখনও কাদম্বরীকে চুপে চুপে সখীরা কি বল্‌ত আমি মনে করতেম যে সে আমারই কথা। আবার যখন সখীরা আমাকে কথায় কথায় কোন একটা উপহাস কর্‌তো, আমি ভাবতেম এরা বুঝি আমার অন্তরের এ অনুরাগের বিষয় অবগত হয়েছে। ভাই! কেন জিজ্ঞাসা কর, প্রণয়ীরা এইরূপেই প্রতারিত হয়। এক্ষণে বল কেমন ক'রে আমি সেই মৃগনয়নীকে লাভ ক'রব!

বৈশম্পায়ন। সখে! উদ্বিগ্ন হ'য়ো না, এ হরিণীকে ধরতে হ'লে অনেক কৌশল চাই। রমণীরা প্রিয়জনের নিকট সহজে আপন মনোভাব প্রকাশ কর্‌তে পারে না। যে লজ্জা

এসে নারীদের কণ্ঠ রোধ ক'রে পুরুষের দ্বারাই সে লজ্জা অপনীত হয়।

চন্দ্রাপীড়। সখে! তাইত বোধ হ'ল; কাদম্বরীর নয়ন দেখ্‌লে মনে হ'ত যেন তার ভিতর অনেক কথা লুকান আছে, মুখে সে সকল প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ছে না। সখে! সে অন্তঃপুরচারিণী কুলনারী, তার নিকট আমারও কোন কথা বলা অনুচিত। সে জন্য আমিও স্বয়ং কিছু প্রকাশ কর্‌তে পার্‌লেম না। কিন্তু হৃদয় তার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। বল ভাই, কেমন ক'রে কাদম্বরীকে প্রাপ্ত হই।

বৈশম্পায়ন। সখে! এক কার্য্য কর, পত্রলেখা ত তোমার অতিশয় বিশ্বস্ত সহচরী, তাকেই একবার কাদম্বরীর নিকট প্রেরণ কর, সে রমণী—সহজেই রমণী-হৃদয় বুঝতে পারবে।

চন্দ্রাপীড়। সখে! সেই ভাল, পত্রলেখাকেই গন্ধর্ব্বপুরে প্রেরণ করা যাক্।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। যুবরাজ, অভিবাদন করি।

চন্দ্রাপীড়। কেও—দূত, রাজ্যের সব কুশল ত? পিতা ও মন্ত্রী মহাশয় ত কুশলে আছেন?

দূত। যুবরাজ, সমস্তই কুশল, কেবল আপনাদের না দেখে মহারাজ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হ'য়েছেন, আপনাদিগকে শীঘ্র তথায় যেতে হবে। [পত্রিকা প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান।

চন্দ্রাপীড়। (বৈশম্পায়নের প্রতি) সখে! উজ্জয়িনী হ'তে পিতৃদেব বারংবার দূত প্রেরণ ক'চ্ছেন; সেখানে যাওয়া

আমার একান্ত কর্ত্তব্য। এক্ষণে এক কার্য্য করা যাক্, পত্রলেখাকে গন্ধর্ব্বপুরে প্রেরণ ক'রে আমি উজ্জয়িনী যাত্রা করি, তুমি এখানে শিবিরের রক্ষণাবেক্ষণ কর।

বৈশম্পায়ন। ভাই, উপযুক্ত যুক্তিই স্থির ক'রেছ, কিন্তু আমি আর অধিক দিন এখানে অবস্থান ক'র্‌ব না, পবিত্র-তীর্থ অচ্ছোদসরোবর দর্শনের নিমিত্ত তথায় সত্বর গমন ক'র্‌ব। এইরূপ বাসনা ক'রেছি।

চন্দ্রাপীড়। যা বিবেচনা হয় কর ভাই, এখন চল পত্রলেখাকে কাদম্বরীর নিকট প্রেরণ করিগে।

বৈশম্পায়ন। (দূরে পত্রলেখাকে দেখিয়া) ঐ যে পত্রলেখ এইদিকেই আস্‌ছে। যা ব'ল্‌তে হয় ওকে ব'লে দাও।

(পত্রলেখার প্রবেশ)

চন্দ্রাপীড়। পত্রলেখা!

পত্রলেখা। যুবরাজ, কি আজ্ঞা হয়।

চন্দ্রাপীড়। দেখ পত্রলেখা, অনেক দিন হ'ল গন্ধর্ব্ব-নগর হ'তে কাদম্বরীর কোন সংবাদ পাইনি। তোমাকে একবার তথায় যেতে হবে।

পত্রলেখা। যুবরাজ! আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য, কিন্তু আমি ত গন্ধর্ব্ব-রাজ্যের পথ চিনি না।

চন্দ্রাপীড়। কোন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে তোমার সঙ্গে দিব।

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। (প্রণাম করিয়া) যুবরাজ! গন্ধর্ব্ব-রাজ্যের একজন

দূত এসেছে, দ্বারে অপেক্ষা ক'র্‌ছে, অনুমতি হ'লে এখানে লযে আসি।

চন্দ্রাপীড়। যাও সত্বর আনয়ন কর।

(প্রহরীর কিয়দ্দূর গমন ও কেয়ূরকের) সহিত পুনঃ প্রবেশ)

কেযূরক। যুবরাজ, প্রণাম করি।

চন্দ্রাপীড়। এস কেযূরক, গন্ধর্ব্ব রাজ্যের সব কুশল ত?

কেযূরক। সমস্তই কুশল, কেবল রাজকন্যা কাদম্বরী আপনার কোন সংবাদ না পেযে অতিশয় উদ্বিগ্ন হ'য়েছেন।

চন্দ্রাপীড়। আমিও এই মাত্র পত্রলেখাকে হেমকূটে প্রেরণ কর্‌বার উদ্যোগে ছিলেম, তুমি এসেছ, ভালই হ'য়েছে, যাবার সময় পত্রলেখাকে সঙ্গে ল'য়ে যেও।

কেযূরক। আর আপনি যে শেষ-হারটী শয্যায় ভুলে এসে-ছিলেন রাজপুত্রী সেটী পাঠিয়ে দিয়েছেন গ্রহণ করুন। (চন্দ্রাপীড়ের হস্তে হার প্রদান)

চন্দ্রাপীড়। (হার গ্রহণ করিয়া) কাদম্বরীকে ব'ল যে বিশেষ রাজকার্য্যের অনুরোধে আমাকে উজ্জয়িনীতে যেতে হ'ল, সত্বর ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব। এখন বিশ্রাম করগে। (প্রহরীর প্রতি) প্রহরী, যাও কেযূরককে বিশ্রাম-স্থানে ল'য়ে যাও। (কেযূরক ও প্রহরীর প্রস্থান) (বৈশম্পায়নের প্রতি) চল সখে, আমার গমনের উদ্যোগ ক'রে দেবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পত্রলেখা। স্বামিন্, তুমি যে রমণীকে ভালবাস সে না জানি কত সুন্দরী, কত পুণ্যবতী। যাই হোক্ এখন গন্ধর্ব্বপুরে গমন ক'রে এই রমণী-রত্ন দর্শন করিগে। যাতে স্বামীর সুখ তাতে আমারও সুখ। পতি চন্দ্রাপীড় যদি কাদম্বরীকে প্রাপ্ত হ'লে সুখী হন তাতে আমিও স্বর্গসুখে সুখিনী হব। এখন দেখিগে যুবরাজের প্রতি কাদম্বরীর অনুরাগ আছে কি না। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মানস সরোবর—মধ্যস্থলে গৌরীদেবীর মন্দির।

সম্মুখে হৈম কমল কানন, মন্দির অলিন্দে
কাদম্বরী উপবিষ্টা ও মুদিত কমল-
কোরক মধ্যে সখীগণ গুপ্ত-
ভাবে অবস্থিতা।

কাদম্বরী। (স্বগত) হায় একি কুস্বপন! হৃদয়-রতন চন্দ্রাপীড় আমার হবেন না? নিশাশেষে শিরোদেশে ফুলধনু এসে বল্লে, "কাদম্বরি, চন্দ্রাপীড় রোহিণীর হৃদয়রঞ্জন; তুমি কেন তার জন্যে ব্যাকুল হ'চ্ছ?"—কেন তার জন্যে ব্যাকুল হ'চ্ছি? হায়, যদি চন্দ্রাপীড়কে না পাই তা হ'লে জীবন্তেও এ জীবন নরক সদৃশ! কিন্তু যদি তাকে পাই তা হ'লে স্বর্গসুখে সুখিনী হ'ব। ভগবতি শঙ্করি, তুমি ত মা

প্রত্যক্ষভাবে এ মানস-সরোবরে অবস্থান কর্‌ছ, তাই আজ তিন দিন হ'ল আমি হেমকুট হ'তে তোমার শ্রীচরণ পূজা কর্‌তে এসেছি। কই এখনো ত দাসীর প্রতি সুপ্রসন্ন হ'লে না। দেবি, তোমার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি যেন চন্দ্রাপীড়কে পতিরূপে লাভ করি। (সচকিতে) অহো! সখীরা বহুক্ষণ ধ্যানে মগ্ন হয়েছে! আহা! আমার জন্য ওরাও অনেক কষ্ট পাচ্ছে। যাই হোক্, আমিও এখন গৌরী দেবীর অর্চ্চনা করি।

কলুষবহুলভবজলনিধিতরণে,
বিধুরবিবুধজনভয়হরনিপুণে।
কলিতললিতবনভবকুসুমগণে,
মনসিজবিশরণবহুমতললনে॥
তরুণতপনতনুসরসিজবদনে,
রুচিরনলিনদলসুবিততনয়নে।
অলিকগগনগতশশধরশকলে,
বিতরতু শরণমরুণচরণতলে॥

(ধ্যানস্থ হওন)

এক একটী কোরকের বিকাশ ও তন্মধ্য হইতে একে একে সখীগণের আবির্ভাব ও গীত।

চতুরিকা। কোথা গো জননি, ভুবন মোহিনী
দাসী শ্রীচরণ চায় মা।
মদলেখা। কেন হেন রূপে হইয়ে বিরূপ
কাঁদাইছ অবলায় মা॥

তমালিকা। দেখনা, দেখনা, কুসুম ললনা
প্রাণ-সখী তপে রত মা।
মদনিকা। (চাহি) করুণা-নয়নে দাও পতি ধনে
নারী-প্রাণে সবে কত মা॥
সাগরিকা। অগতির গতি, তুমি বিনে সতি
কেহ অবলার নাই মা।
তমালিকা। দিয়ে শ্রীচরণ কামনা পূরণ
কর, এই সদা চাই মা।

তমালিকা। দেখ ভাই, প্রিয়-সখী কাদম্বরীর কি কঠোর তপস্যা, আজ তিন দিন অনাহারে দেবীর পূজা কর্‌ছে, কই এখনো ত শঙ্করী প্রসন্ন হ'লেন না।

চতুরিকা। দেবতারা কি সহজে প্রসন্ন হন; যোগী ঋষিগণ যুগযুগান্তর ধরে তপস্যা ক'রে যাঁদের পান না সহজে কি তাঁদের করুণালাভ করা যায়।

তমালিকা। কি হবে ভাই, কেমন করে প্রাণসখী কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়কে প্রাপ্ত হবে? দিন দিন ভেবে ভেবে সখীর দেহ যেরূপ শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে তাতে আমার বড়ই আশঙ্কা হয়। (করযোড়ে) ভগবতি শঙ্করি, মনোনীত পতি ধনে প্রাপ্ত না হ'লে রমণীর যে কত কষ্ট হয় তা'ত মা তুমি সকলি জান? একবার প্রিয়সখীর প্রতি করুণা নয়নে দৃষ্টিপাত কর মা।

মদলেখা। ভাই তমালিকা কেন ভাব্‌ছ, প্রিয়সখীর যেরূপ আন্তরিক ভক্তি তাতে দেবী নিশ্চয়ই কৃপা কর্‌বেন, কোন চিন্তা নাই।

সাগরিকা। চিন্তা আর কিসে নাই! আজ তিন দিন হ'ল প্রিয়-
সখী কামনা করে জননীর চরণে যে কনক বিল্বদল অর্পণ
ক'রেছেন তা'ত এখনো পতিত হয় নাই।

মদলেখা। যাই হোক ভাই, আজ তৃতীয় দিন, আজইত
পূজার শেষ, দেখ দেবী আজ ভাগ্যে কি রেখেছেন।

মদনিকা। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক) এই যে, প্রিয় সখীর
হাসিমুখ দেখে বোধ হচ্ছে যেন দেবী প্রসন্ন হ'য়েছেন।

কাদম্বরী। (স্বগত) যাই হোক অভাগীর উপর জননী প্রসন্ন
নয়নে দৃষ্টিপাত করেছেন। বিল্বপত্র পতিত হয়েছে, কিন্তু
তিন দিবস পরে—অনেক বিলম্বে; আমিও বোধ হয়
অনেক যাতনা ভোগ করে তবে চন্দ্রাপীড়কে পাব। (সখী-
গণের দিকে চাহিয়া) এই যে সখীদেরও ধ্যান শেষ হয়েছে।

তমালিকা। (কাদম্বরীর প্রতি) কি সখি, পূজায় কি হলো?
তোমার হাসিমুখ দেখে বোধ হচ্ছে যে জননী প্রসন্ন
হ'য়েছেন।

কাদম্বরী। সখি, কামনা করে মায়ের চরণে যে বিল্বপত্র প্রদান
করেছিলেম তিনি তাহা ফিরে দিয়েছেন।

তমালিকা। সখি, তোমার এ কথা শুনে আমরা যে কি পর্য্যন্ত
সুখী হ'লেম তা আর বলতে পারছি না।

কাদম্বরী। আমার কিন্তু ভাই, তত ভাল বোধ হ'চ্ছে না, দেবী
যখন এত বিলম্বে বিল্বপত্র ফিরে দিয়েছেন তখন বোধ হয়
প্রাণেশ্বরকে লাভ করতে আমাকেও অনেক কষ্ট পেতে
হ'বে।

মদলেখা। তা'ত সত্য সখি; দুঃখ না ভোগ করলে কে আর

জগতে সুখ পায়; যাই হোক, তোমার হাসিমুখ দেখে আমাদের দেহে প্রাণ এল।

চতুরিকা। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) দেখ ভাই দেখ, ঐ একখানি তরী দেখা যাচ্ছে না?

তমালিকা। আজ আমাদের গন্ধর্ব্বপুরে লয়ে যাবার জন্য লোক আস্‌বার কথা আছে, বোধ হয় সেই আস্‌ছে।

মদলেখা। এই যে কেয়ূরক উপস্থিত।

(তরী আরোহণে কেয়ূরকের প্রবেশ)

কেয়ূরক। (তরী বাঁধিয়া) দেবি, অভিবাদন করি।

কাদম্বরী। এস বৎস কেয়ূরক।

কেয়ূরক। দেবি, আপনাকে না দেখে মহারাণী অতিশয় ব্যাকুল হ'য়েছেন। মানসসরোবরের পরপারে রথ প্রস্তুত আছে। যদি কোন বাধা না থাকে তবে তরীতে আরোহণ করুন।

তমালিকা। যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের নিকট হ'তে তুমি কবে ফিরে এলে? তাঁর সংবাদ কি?

কেয়ূরক। তাঁর সমস্তই মঙ্গল, পত্রলেখা নামে তাঁর একজন দাসী আমার সঙ্গে হেমকুটে এসেছে।

কাদম্বরী। (জনান্তিকে তমালিকার প্রতি) প্রাণেশ্বরের সংবাদ জান্‌বার জন্য হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, চল সখি, সত্বর তরী আরোহণ করি।

সকলের তরী আরোহণ ও সখীগণের গীত।

তালে তালে নাচিছে লহরী।
ভাসিছে তরণী সহচরী।

সোনার তপন, সোনার জীবন, সোনার কমলদল,
তুষার-পিহিত রজত-ভূষিত, ওই দেখ হিমাচল।
শিরে রবি শোভা পায়, কটীতে দামিনী ধায়,
পাষাণ চরণে নূপুরের মত বিরাজে বিটপিরাজি তায়,
মানস-সরসে, মানস-মোহিনী,
মনোহর শোভা মরি মরি॥

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চন্দ্রাপীড়ের কক্ষ।

বিলাসবতী ও মনোরমা।

বিলাসবতী। ভাই মনোরমা, রোদন ক'র না, বীরপুত্র প্রসব ক'র্‌লে এমন অনেক সহ্য ক'র্‌তে হয়; বিশেষ বৈশম্পায়নের সঙ্গে অনেক সেনা-সামন্ত আছে, সে নিজে একজন অদ্বিতীয় যোদ্ধা; অরণ্যেই বল আর রণক্ষেত্রেই বল, বীরের আবার কি কোন বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে?

মনোরমা। দিদি, সে জন্য বল্‌ছি না। বীরের কোন বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা নাই তা জানি কিন্তু দেখ দেখি চন্দ্রাপীড় কেমন শান্ত-স্বভাব; মহারাজ আজ্ঞা ক'র্‌বা মাত্র উজ্জয়িনীতে ফিরে এল; কই বৈশম্পায়ন ত কারও কথা শুন্‌লে না; বীর-পুরুষ হ'লেও কি তার হৃদয়ে মায়া-মমতা থাকে না? কত দিন হ'ল দিগ্বিজয় শেষ হ'য়েছে তবু এখনও তার বিদেশে থাকার সাধ মিট্‌ল না।

বিলাসবতী। ভগ্নি, একেত চন্দ্রাপীড় ঘরে ফিরে এল—তাও বিশেষ রাজকার্য্যের অনুরোধে—তার উপর বৈশম্পায়নও

যদি ফিরে আসে তা হ'লে সেখানে সেনাগণের কে রক্ষণা-বেক্ষণ ক'রবে।

মনোরমা। মহারাজের শত শত সেনাপতি আছে তাদের কেউ কি শিবির রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ত না; আমার বোধ হয় ও সকলই বৈশম্পায়নের চাতুরী; এরূপভাবে আমাদের ফাঁদাবার জন্যেই সেনা-রক্ষণের ছল ক'রে সে এখনও বন-মধ্যে বাস ক'র্‌ছে।

বিলাসবতী। মনোরমা, শৈশব হ'তে যে কখনও কারও উপর ক্রোধ করেনি, যার গুরু-ভক্তি অতুলনীয়, যাকে দেখ্‌লে সরলতার আদর্শ ব'লে বোধ হয়, তার উপর এরূপ দোষা-রোপ ক'রনা।

মনোরমা। দিদি, যে আমার একটী মাত্র স্নেহের মাণিক, যাকে একতিল নয়নের অন্তরাল ক'রে থাক্‌তে পারি না, সে যে এত দিনের পরও আমাদের দেখা দিলে না সেটা কি দুঃখের কথা নয়? দিদি, বুঝেছি আমি নিতান্ত অভাগিনী, তা-না হ'লে বিধাতা একটীমাত্র পুত্র দিয়ে, আবার তাকে প্রবাসে ফেরাবেন কেন? দিদি, কতদিনে আমার বৈশ-ম্পায়ন ঘরে ফিরে আস্‌বে?

বিলাসবতী। দেখ ভগিনি, তোমাকে আর এক কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। আমি চন্দ্রাপীড়ের মুখে শুন্‌লেম যে বনমধ্যে এক মহাতীর্থ আছে, তার নাম অচ্ছোদ-সরোবর; লোকে কত দূরদেশ হ'তে যেই তীর্থ দর্শন ক'র্‌তে আসে, বৈশম্পায়ন সেই পবিত্র তীর্থস্থানের নিকটে গিয়ে তাহা না দেখে কি ফিরে আস্‌তে পারে? আমি শুন্‌লেম সে

মাকি সেই তীর্থ দর্শনেই গমন ক'রেছে। তোমার কোলের মাণিক শীঘ্রই ফিরে আস্‌বে সেজন্য চিন্তা ক'র না।

মনোরমা। দিদি, যতই প্রবোধ দাওনা কেন, 'মা'র প্রাণ কি সহজে বোঝে; আহা! বৈশম্পায়ন বিহনে আমার গৃহ যে শূন্য হ'য়েছে। হায়! কতদিনে তার মুখ দেখে প্রাণ শীতল ক'র্‌ব। চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে সে ফিরে না আসায় আমার মন এত ব্যাকুল হ'য়েছে তা আর কি ব'ল্‌ব; যাতে বৈশম্পায়ন শীঘ্র ঘরে আসে তার কোন উপায় করনা দিদি।

বিলাসবতী। মনোরমা, তার জন্য চিন্তা কি? চল আমরা চন্দ্রাপীড়ের নিকট গিয়ে সকল কথা বলি; বৈশম্পায়ন ও চন্দ্রাপীড় দুজনে একাত্মা ব'ল্‌লেই হয়, চন্দ্রাপীড় সংবাদ পাঠা'লে সে যে তদ্দণ্ডেই আস্‌বে তার সন্দেহ নাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

চন্দ্রাপীড় ও কেয়ূরকের প্রবেশ।

চন্দ্রাপীড়। কেয়ূরক, বুঝিয়াছি নিদয় বিধাতা
চিন্তিয়াছে নিদারুণ ঘটনা ঘটা'য়ে
নারী-হত্যা মহাপাপে কলঙ্কিতে মোরে;
তা না হ'লে অনর্থক বিপিন মাঝারে
কিন্নরমিথুন-আশে কেন বা ছুটিব!—
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, সলিলের তরে
অচ্ছোদ-সরসীতীরে কেন বা যাইব!—
তথা হ'তে বামাকণ্ঠে গীতিধ্বনি শুনি

মহাশ্বেতা তাপসীরে কেন বা হেরিব !
কেন বা যাইব পুনঃ, গন্ধর্ব্ব নগরে !
কেন বা বাসিবে ভাল কাদম্বরী মোরে !
বিধির চাতুরী সব,—তাহা না হইলে
স্বপনে কল্পিত যত বিচিত্র ব্যাপার
অলক্ষিতে কি কারণে ঘটিবে কপালে ;
বল বল কেয়ূরক,
গন্ধর্ব্বপুরীতে আমি যাইতে যাইতে
বাঁচিবে কি প্রাণসমা কাদম্বরী মোর ?
দেখিতে পাব কি পুনঃ সে বিধুবদন ?

কেয়ূরক। যুবরাজ, এ সংসারে আশাই জীবনের মূল ; দেবী কাদম্বরী সেই আশার আশ্বাসে জীবিতা থাকবেন। কোন চিন্তা নাই।

চন্দ্রাপীড়। কেয়ূরক, বল যাই কেমনে তথায়,
বিষম শঙ্কটে আমি পড়িনু এবার ;
একদিকে পিতামাতা সকলের স্নেহ,
সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রজার পালন—
অন্যদিকে নারীহত্যা আমার লাগিয়া !
আহা ! পূর্ব্বে যদি ঘুণাক্ষরে জানিতাম আমি
এত ভাল-বাসিয়াছে কাদম্বরী মোরে
সামান্য রাজ্যের তরে তাহ'লে কি কভু
আসিতাম ফিরি এই উজ্জয়িনীপুরে ?
কেয়ূরক, আসি ভবে দুদিনের তরে
রমণীহত্যার হেতু হইলাম আমি।

কেয়ূরক। যুবরাজ, বৃথা কেন আক্ষেপ ক'রছেন? ভাগ্যে যা আছে তা অবশ্যই ঘট্‌বে। রাজপুত্রীর জন্য চিন্তা কর্‌বেন না; দেবীর কোন অকুশল হবার সম্ভাবনা নাই।

চন্দ্রাপীড়। অহো! কেয়ূরক, তুমি পরিশ্রান্ত হ'য়েছ, যাও শ্রান্তিদূর করগে।

কেয়ূরক। যথা আজ্ঞা।

(কেয়ূরকের প্রস্থান)

চন্দ্রাপীড়। পিতা মাতা নিদারুণ সাম্রাজ্যের ভার
অর্পিলা করেতে মোর; যে রাজ্য লাগিয়া
হইতেছে মহীমাঝে নিত্য নিরন্তর
কত কুরুক্ষেত্র—কত ভীষণ ঘটনা—
কোটী কোটী নরহত্যা রাষ্ট্রের বিপ্লব,
বীরশ্রেষ্ঠ জনকের করতল হ'তে
অনায়াস-লব্ধ হেন সাম্রাজ্য মহান্
প্রিয়তমা কাদম্বরী প্রেমের প্রভাবে
মোর কাছে শুধু দুঃখ-ভার।
হায় ফুলধনু,
এ জগতে কি না পার তুমি!—
সর্ব্বজয়ী বীরেরও হৃদয়
গলে তব সুকোমল কুসুম পরশে!
রাজ্য! রাজ্য!
কিবা ছার রাজ্য মোর কাদম্বরী পাশে!
অহো!
নয়নের তারা সে যে দেহের জীবন!

তবে—তবে—কি করিব এবে ?—
জনক জননী দোঁহে কিছু না বলিয়া
নেহারিতে কাদম্বরী প্রিয়ারে আমার
গোপনে অজ্ঞাতসারে করিব গমন ?
না—না—নহে তা সম্ভব কভু—
নরজন্মে জীবন্ত দেবতা-সম—
পিতা মাতা দুই জন ; না বলিলে কিছু
কিবা শ্রেয়ঃ—কি মঙ্গল ঘটিবে কপালে।
কিন্তু—কি বলিব দোঁহে ? বলিব কি আমি
গন্ধর্ব্বকুমারী প্রাণসমা কাদম্বরী
দৃঢ় প্রেমপাশে বদ্ধ ক'রেছে আমায়—
কাদম্বরী বিনা প্রাণ নাহি রহে মম ?
নিতান্ত নির্লজ্জভাবে অসারের মত
প্রণয়ের এ কাহিনী কহিব কেমনে,
তাহে পুনঃ সবে মাত্র প্রবাস হইতে
বহুদিন পরে ঘরে ফিরিয়াছি আমি,
কি ছলে বা পুনর্ব্বার হইব প্রবাসী ?

(বলাহকের প্রবেশ)

বলাহক। যুবরাজ, মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন।

চন্দ্রাপীড়। চল যাই,
(স্বগত) যাই দেখি পিতার নিকটে,
যদি কোন ছল ক্রমে গিয়া পুনর্ব্বার
নেহারিতে পারি প্রাণ-প্রিয়ারে আমার।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গৌতমের বাটী।

গৌতম ও তৎপত্নী।

গৌতম। দেখ ব্রাহ্মণি, এবার থেকে বেশ পাকা ক'রে ফলিয়ে মাথায় সিঁদুর প'র, আর দেখ তোমার হাতের ঐ সুয়োগাছটী বেশ শক্ত আর মোটা ক'রে গড়িয়ে নিও, কস্মিন্ কালেও যেন ক্ষয় না হয়।

ব্রাহ্মণী। আঃ থেকে থেকে কত রঙ্গই হ'চ্ছে।

গৌতম। না ব্রাহ্মণি, তুমি যে আমার রঙ্গিণী, আমি যে তোমার সঙ্গিনী, তোমার সঙ্গে আবার রঙ্গ কি। সত্য কথাই ব'ল্‌ছিলেম।

ব্রাহ্মণী। কি কথাটা কি?

গৌতম। এই ব'ল্‌ছিলেম কি সিঁদুরটা পাকা ক'রে আর সুয়োগাছটা শক্ত ক'রে প'র্‌লে আমাকে আর তোমার বৈধব্য দশাটা দেখ্‌তে হয় না, ঐ সিঁদুর আর সুয়োর জোরেই ত আমি এ যাত্রা বন থেকে ফিরে এসেছি।

ব্রাহ্মণী। কেন কেন বনে কি এতই ভয়?

গৌতম। বল কি ব্রাহ্মণি, বনে ভয় নয় ত কি ঘরে ভয়! কত বাঘ, ভালুক, শৃগাল, শশক, মশক চারিদিকে হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে! তা দেখে কা'র না ভয় হয়!

ব্রাহ্মণী। তাত জানি, বনে বাঘ ভালুক আছে তা কে না

জানে ; তবে তুমি গেছলে রাজার সঙ্গে—কত লোক কত লস্কর, তাতেও তোমার ভয় ? তুমি ত ভারি সাহসী দেখ্‌ছি।

গৌতম। ব্রাহ্মণি, লোকই বল আর লস্করই বল, বনে সবাই তস্কর, একদিন যুবরাজ আর আমি দুষ্কর শিকারে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেম, এমন সময় একটা উন্মত্ত করী প্রমত্ত হ'য়ে আমাদের গতি নিবৃত্ত ক'র্‌লে, তা দেখেই সেনা সামন্ত সব নিরুৎসাহে উৎসাহিত হ'য়ে আমাকে পরিত্যাগ ক'রে ইতস্ততঃ পলায়িত ক'র্‌লে।

ব্রাহ্মণী। য়্যাঁ য়্যাঁ য়্যাঁ বল কি গো—তার পর কি হ'ল ? তুমি একা র'য়ে গেলে ?

গৌতম। কি করি, বীরের সঙ্গে যার বারমাস সহবাস—তাকে বীরের মত ধীর গম্ভীর হ'য়েই থা'কতে হয়। আমি সেই কেশরীকে দেখেও নির্ভয়ে শান্ত দান্ত পথভ্রান্ত কৃতান্তের মত দাঁড়িয়ে রইলেম।

ব্রাহ্মণী। সেকি গো, এই যে বল্লে করী, আবার কেশরী কোথা পেলে ?

গৌতম। ও করীও যা—কেশরীও তা।

ব্রাহ্মণী। সেকি গো, করী হল হাতী, আর কেশরী হ'ল সিংহী ; তোমার বুঝি একটুকুও জ্ঞান নাই।

গৌতম। কি আমাকে এত বড় কথা ! আমি করী কেশরী বুঝিনি ? এই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাল ধ'রে বেদাভ্যাসের মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, যামিনীর শঙ্খদর্শন, বাল্মীকির বিকট-তস্করসার, গর্গমুনির বিদর্ভব্যাখ্যা প্রভৃতি অশেষবিধ নানা-

প্রকার নবন্যাস বিষম পরিপাঠিত ক'রেছি, আর আমি কিনা করী কেশরী বুঝিনি ?

ব্রাহ্মণী। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন তোমার গল্প বল।

গৌতম। ব্রাহ্মনি, এ গল্প নয় অতি প্রকৃত বিকৃত সত্য।

ব্রাহ্মণী। তাই বলনা কেন।

গৌতম। আমি সম্মুখে সেই উদ্ভট বিকট কাণ্ড দেখে একটা নিকট প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ডে দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে অধিরোহণ ক'র্‌লেম। ততক্ষণ করী-কেশরী বহুদূর চলে গেল। অন্যের কথা দূরে থাক্ স্বয়ং মহারাজই কতবার আমার বৈরীত্ব দেখে বিস্মৃত হ'য়েছেন! গুণ না থাক্‌লে কি আর রাজারাজ্‌ড়ার কাছে ফির্‌তে পারি, ব্রাহ্মণি?

ব্রাহ্মণী। তাত বটেই, তোমাকে গুণী জ্ঞানী দেখেইত বাবা তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করেছিলেন।

গৌতম। এতেই বুঝ্‌লেত, তিনি একজন জহুরী ছিলেন কি না, মাণিক চিন্‌তে কতক্ষণ ?

ব্রাহ্মণী। আচ্ছা সে বীরত্বের কথা যাক্, এখন বল দেখি আমাকে ছেড়ে তুমি কেমন ক'রে এতদিন বনে রইলে, আমার বোধ হয় তুমি আমাকে আর ভালবাস না।

গৌতম। বল কি, ব্রাহ্মণি, তোমাকে ভালবেসে বেসে আমার মাথার চুল পেকে গেল, আর এতদিনে তুমি কিনা বল্লে ভালবাসিনা। তবে আমি নিতান্তই প্রেমহীন—চেতনাহীন নিরাকার—নির্ব্বিকার।

ব্রাহ্মণী। কই কখনও ত তোমায় ভালবাসতে দেখিনি ?

গৌতম। বল কি ব্রাহ্মণি, ভালবাসা কি আর দেখান যায়,

ভালবাসা মনে মনে—প্রাণে প্রাণে—অতি উন্নত, অতি পবিত্র, দেখাতে গেলে মাটি হ'য়ে যায়।

ব্রাহ্মণী। যদি তুমি আমাকে ভালবা'স্‌তে তাহ'লে কি আমাকে ছেড়ে এতদিন দেশে বিদেশে কাটা'তে?

গৌতম। তা'তে কি আসে যায়? আমি জানি যে তুমি নিতান্ত আমারই, আর আমিও তোমারই; যেখানেই থাকিনা কেন তুমিত আমার ইতস্তির হ'বার নয়; তুমি যে আমার সতী প্রকৃতি সহচরী।

ব্রাহ্মণী। আঃ আবার কি কথা থেকে কি কথা এনে ফেল্লে, আমি তোমার ভালবাসার কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলাম।

গৌতম। অনেক দেশ ফিরেছি ব্রাহ্মণি, অনেক দেশ ফিরেছি, কিন্তু তোমার মত সাধ্বী রমণী কোথাও দেখিনি। তোমার সঙ্গে আমার যে প্রেম এ রাধাকৃষ্ণের প্রেমের চেয়েও বেশী, ব্রাহ্মণি; তুমি আমার কুঞ্জরবরগমনা রাইকিশোরী, আর আমি তোমার রাসরাসেশ্বর নন্দকিশোর। প্রাণেশ্বরি, তোমায় কি ভালবা'স্‌তে বাকি রেখেছি। কেমন এবার আমার হৃদয়ের ভালবাসার কথটা বলা হ'ল ত।

(নেপথ্যে) মহাশয়, বাড়ীতে আছেন কি?

গৌতম। একি, আবার অকস্মাৎ ডাক প'ড়্‌ল কেন, কতদিন পরে বাড়ী এলেম, এসে দু'দণ্ড বিশ্রাব্ধালাপ ক'র্‌তে না ক'র্‌তেই আবার রাজ-উদ্বোধন।

ব্রাহ্মণী। ভাল, কে ডাকে একবার দেখই না।

গৌতম। দেখ্‌তে হবে না ও বলাহকের গলা আমি বেশ চিনি।

(নেপথ্যে) মহাশয়, শীঘ্র আসুন, মহারাজ আপনাকে আহ্বান ক'রেছেন।

গৌতম। কেও বলাহক, চল শীঘ্র যাচ্ছি। (ব্রাহ্মণীর প্রতি) ব্রাহ্মণি, এই তুমি বিদেশের ভয় কচ্ছিলে, এবার দেখ কোন-খানে যেতে হয়। আর দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ, এখন গৃহ কার্য্যে যাও, আমিও রাজার ঘরের সংবাদটা বুঝে আসি।

(কিয়দ্দূর গমন ও পুনঃ প্রত্যাগমন)

গৌতম। ব্রাহ্মণি, শুন শুন, আরও একটা কথা শুনে যাও।

ব্রাহ্মণী। কি বলই না।

গৌতম। দেখ, এবার বোধ হয় রাজপুত্রের সঙ্গে মন্ত্রীর ছেলের অভিসন্ধানে যেতে হবে। তা দেখ এ বুড়ো বয়েসটায় তোমাকে ছেড়ে আর বড় দূরে থাকতে পারি নি। যাতে না যেতে হয় তারই চেষ্টা ক'র্‌ব; আর যদিও যাই দেখ তুমি যেন ও বিষয়ে সাবধান থেক।

ব্রাহ্মণী। সাবধান আবার কিসের?

গৌতম। না এই, আমার নামটা গৌতম কি না তাই বল্‌ছিলেম।

ব্রাহ্মণী। কেন হ'লেই বা গৌতম তাতে আর কি?

গৌতম। (জিহ্বা বাহির করিয়া) য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—নামটী ধরে ফেল্‌লে। কি আর, কেবল ভয় যে, পাছে তুমি অহল্যা হ'য়ে পড়, তবে সুখের মধ্যে এই আমার ত আর ইন্দ্রের মত শিষ্য টিষ্য নেই।

ব্রাহ্মণী। আঃ কত রঙ্গই হ'চ্ছে! যাও এখন শিগ্‌গির যাও, দেরি ক'র না। [উভয়দিকে উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অচ্ছোদ-সরোবর-তীরস্থ বনভূমি।

(বৈশম্পায়ন আসীন)

বৈশম্পায়ন। সুন্দর সরসী, মনোহর তীর,
বিচিত্র বিটপি-রাজি,
রমণীয়লতা, মঞ্জুকুঞ্জবন
রয়েছে কেমন সাজি।
মলয় অনিল সুমন্দ হিল্লোলে
বহিছে পুলক ভরে,
সহকার শাখে বসিয়া সুস্বরে
কোকিলা কূজন করে।
ফুটেছে অশোক, চম্পক, বকুল,
কুন্দকুরুবক যত,
রসাল মুকুল বিলায় সৌরভ
ছয় ঋতু সমাগত।
সুনীল আকাশে সিত শশী হাসে
চন্দ্রিকা সলিলে ছুটে,
হেরি তারে সুখে সরসীর বুকে
সোহাগে কুমুদ ফুটে।

আহা! প্রকৃতির লীলাভূমি এই সুন্দর প্রদেশ দর্শন ক'রে মন আনন্দ-সাগরে মগ্ন হ'ল; মহীতলে এতাদৃশ রমণীয় দেশ আর নাই। মরি, মরি, কেমন সারি সারি

লতা-মণ্ডপগুলি সলিল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে র'য়েছে। সব-গুলিই কি সুন্দর? সবই কি মনোহর? না—ঐ একটী,—ওটী আবার সবার চেয়ে সুন্দর। আহা। ওর মাঝখানে কেমন একটী শিলাখণ্ড দেখা যাচ্ছে! যাই, ওর উপর এক-বার বসি। (তথাকরণ) মরি, মরি, কি সুন্দর স্থান! আহা! প্রাণ শীতল হ'ল! (ক্ষণেক পরে) কিন্তু কেন জানি না, এখানে ব'সে—এই সুন্দর সরসী, এই মনোহর লতাকুঞ্জ দর্শন ক'রে—কি যেন একটী পূর্ব্বের সুখ জেগে উঠ্‌ছে। কেমন যেন আমি ছিলাম, কি যেন হ'য়েছি,—কোথা যেন গিয়েছিলেম, হেথা পুনঃ এসেছি—কি যেন খুঁজি, তা যেন পাই না—সে যেন আছে আমারই কাছে!

(সেনাপতিদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম সেনাপতি। একি প্রভু, এখানে একাকী ব'সে কি ভাব্‌ছেন? আমরা উজ্জয়িনী নগরে যাবার জন্য সমস্ত সাজ-সজ্জা ক'রে কেবল আপনার নিমিত্ত অপেক্ষা ক'র্‌ছি।

২য় সেনাপতি। আর আপনি কাকেও কিছু না ব'লে চুপে চুপে এখানে এসে ব'সে আছেন। চলুন শীঘ্র ক'রে চলুন।

বৈশম্পায়ন। (অন্যমনস্কভাবে) যা ছিল—আর তা হয় না, যা যায়—তা বুঝি আর ফেরে না; এই খানের এই লতা-মণ্ডপে এমনি ক'রে—না, সে অনেক সুখে—অনেক তপস্যার ফলে,—কি যেন দেখেছিলেম; তাকে যেই পাব পাব হ'ল, অম্‌নি সে যেন জলে ডুবে গিয়ে কমল হ'য়ে ভাসতে লাগ্‌লে।

১ম সেনাপতি।—একি ভাই, অকস্মাৎ একি হ'ল! কেন এঁকে এরূপ দেখ্‌ছি! দেব, আপনি এ কি ব'ল্‌ছেন?

২য় সেনাপতি। থাম, চুপ ক'রে শোন উনি কি বলেন।

বৈশম্পায়ন। তা'কে কমল হ'তে দেখে, আমি অম্‌নি ভ্রমর হ'য়ে গুন্ গুন্ রবে যেন তার কাছে গেলুম, কিন্তু কে এক জন বীরপুরুষ তার—চেহারাটী ঠিক ঐ চাঁদের মত—সেই সুখের সময় ভোমরার ডানাটী কেটে দিলে; তারপর থেকে এম্‌নি ভাবে এই জলের ধারে লতাকুঞ্জে প'ড়ে আছি।

১ম সেনাপতি। প্রভু, সহসা আপনার এ কি হ'ল? আপনি কেন এরূপ ক'চ্ছেন?

২য় সেনাপতি। আপনি এ সকল কি কথা মুখে আন্‌ছেন? আমরা উজ্জয়িনীতে ফিরে যাবার সমস্ত আয়োজন ক'রেছি, কেবল আপনি গেলেই যাত্রা করি, চলুন সত্বর চলুন।

বৈশম্পায়ন। য়্যাঁ, তোমরা আমার প্রতীক্ষায় আছ? আর—প্রিয়সখা চন্দ্রাপীড়?

১ম সেনাপতি। আজ্ঞে—তিনি আপনাকে ল'য়ে যাবার জন্য রাজধানী হ'তে দূত প্রেরণ ক'রেছেন, আপনাকে তথায় যেতে হবে।

বৈশম্পায়ন। দেখ সৈন্যগণ, আমি—আমি চন্দ্রাপীড়কে না দেখে এক দণ্ডও বাঁচিতে পারি না, জানি—পিতামাতা অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী হ'য়ে আমার আগমন প্রতীক্ষায় পথপানে চেয়ে আছেন, জানি—স্বয়ং সেই প্রজারঞ্জক মহারাজ তারাপীড়ও পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত এই হতভাগ্যের অদর্শনে নিরন্তর দুঃখ প্রকাশ ক'র্‌ছেন, কিন্তু কেন, জানি না।

এই সরোবরতীরে এসে—এই সকল মনোহর লতা-মণ্ডপ ও স্বভাবের বিচিত্র শোভা সন্দর্শন ক'রে আমার মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হ'য়েছে—আমি এ জগতে সে আনন্দের তুলনা পাচ্ছি না। অধিক আর কি ব'লব এখানে এসে আমার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হ'য়েছে ও শরীর একেবারে অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে।

১ম সেনাপতি। পিতামাতার স্নেহ আর যুবরাজের অকৃত্রিম সোহার্দ্দ্য একবার মাত্র মনে করুন।

বৈশম্পায়ন। দেখ, যাবার আর আমার এক বিন্দুও সামর্থ্য নাই; এমন কি যদি তোমরা বলপূর্ব্বক আমাকে এস্থান হ'তে লয়ে যাও তা হ'লে বোধ হয় এই অরণ্যের বহির্ভাগে না যেতে যেতেই আমার প্রাণবিয়োগ হবে।

(দ্রুতপদে গৌতমের প্রবেশ)

গৌতম। কি হে তোমরা এখন কি ক'র্‌ছ? এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন? বাবাজী যেতে চায়না না কি?

২য় সেনাপতি। আজ্ঞা হাঁ, ওঁর ফিরে যেতে আদৌ ইচ্ছা নাই।

গৌতম। আমি না এলে কি আর কাজ হয়? বাবাজী একটা বেশ পাকা চাল চেলে ব'সেছেন দেখ্‌ছি।

(বৈশম্পায়নের নিকট গিয়া) ও বাবা, ব্যাপার যে ভারি গুরুভার

চেলেছে চাল চমৎকার

এখন করি কি এর প্রতিকার?

বাবা, কথা কওনা একবার।

বৈশম্পায়ন। (অন্যমনস্কভাবে) কেন ডাক্‌ছ, কি হ'য়েছে?

গৌতম। দেশ বাবা, বনের ভিতর শিলাতলকে সিংহাসন ক'রে ব'সে আছ, বলি আরও ছ'দশ বছর এখানে থেকে কি একটা রাজত্ব ফেঁদে ব'সবে না কি ?

বৈশম্পায়ন। এরূপ সুন্দর প্রদেশ পরিত্যাগ ক'রে নগরের কোলাহল কি আর ভাল লাগে ? ঐ দেখ না সুন্দর লতা-গুলি কেমন পাতায় পাতায় জড়াজড়ি ক'রে মাথার উপর চাঁদোয়ার মত বিরাজ ক'চ্ছে। আবার তার মাঝে মাঝে প্রকৃতি সুন্দরী শিল্পকরের মত কেমন ফুলগুলি বসিয়ে দিয়েছে। অরি অরি পার্শ্বে নির্ঝরিণী রাজধানীর বৈতালিক-দের মত কেমন সুমধুর ঝর্ ঝর্ রবে গান গাইতে গাইতে সাগরের পানে ছুটে পালাচ্ছে। আর অদূরে ঐ স্বচ্ছতোয়া অচ্ছোদসরসী কেমন দর্পণের মত বিস্তৃত র'য়েছে। বল দেখি, এ সব কি তোমার ভাল লাগে না ?

গৌতম। ভাল লাগে গো সবই ভাল লাগে—তবে ও সব হ'চ্ছে অসম্পূর্ণ শোভা; ওর ওপর আরও কিছু না দিলে আর মানিয়ে যায় না।

বৈশম্পায়ন। হায়, এমন সুন্দর শোভার উপর মানুষে আবার কি চায় ?

গৌতম। বাবা, এখনও ত' বিয়ে করনি, তা সে শোভার মর্ম্ম কি বুঝ্‌বে ? এ জগতে সকল শোভার সারাৎসারা পরাৎপরা হ'চ্ছেন শ্রীমতী স্ত্রীরূপিনী নারীদেবী। সে না থাক্‌লে লতাই বল, ফুলই বল, আর জলই বল ও সব কিছুই নয় বাবা, কিছুই নয়।

বৈশম্পায়ন। আহা ! দেখ দেখ কেমন শীতল শিলাতল !

কেমন সুন্দর সরসী! ঐ চাঁদ হাস্‌ছে, ঐ কুমুদ ভাস্‌ছে, ঐ কমল-কোরক বায়ুভরে দুল্‌ছে, ঐ তারার মালা জলের নীচে জল্‌ছে, ঐ মন্দ মন্দ সমীরণ পরিমল বহন কর্‌ছে! আহা! এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে কি আর কোথাও যেতে ইচ্ছা হয়?

গৌতম। সকলই ত বুঝ্‌লেম, ফুল, পাতা, চাঁদ, লতা, আকাশ, বাতাস—সবই ত শুন্‌লেম, কিন্তু একটী কথা আছে এ বনের ভিতর যে সে আসল জিনিসটীই নেই; সে মেয়ে-মানুষ পাবে কোথা?

বৈশম্পায়ন। যাও, আর আমায় বিরক্ত ক'র না; আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি যে অনন্তকাল স্বভাবের এই বিচিত্র সৌন্দর্য্যে বিভোর হ'য়ে থাক্‌ব। তুমি সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে ল'য়ে রাজধানীতে গমন কর, কেন অকারণ কষ্ট পাচ্ছ।

গৌতম। নেই বা গেলে হে বাপু, এমন স্থান ত্যাগ ক'রে আমারই কি যেতে ইচ্ছা হয়; তবে নাকি এমন তোফা জায়গাটীতে একটী মেয়েমানুষ থাক্‌লেই ভাল হ'ত; তাতে আবার তোমরা যুবা পুরুষ, আমাদের মত বুড়ো মানুষ হ'লেও বা এক রকম ক'রে কেটে যেত। আর আমারই কি ছাই থাক্‌বার যো আছে, ঘরে যে মহিষমর্দ্দিনী ব্রাহ্মণী সম্বৎসর ধ'রে আমার নামে পিণ্ড দান ক'র্‌ছেন।

বৈশম্পায়ন। সেনাপতি, তোমরা সকলে এঁর সঙ্গে বাটী যাও; বিদূষক, কেন আর আমার সঙ্গে অরণ্যে বাস ক'রে বৃথা ক্লেশ ভোগ ক'র্‌বে; যাও সেনাগণকে সঙ্গে ল'য়ে উজ্জয়িনীতে প্রতিগমন কর। এই অচ্ছোদসরোবরের প্রস্ফুটিত কুসুম, স্বচ্ছ সলিল, মনোহর তীরভূমি, কুসুমিত লতাকুঞ্জ,

এ সকল ত্যাগ ক'রে আমি আর উজ্জয়িনীতে যেতে পারব না। বিচিত্র লীলাময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে শয়ন ক'রে, স্বভাবের সুমধুর বীণার সঙ্গীত শ্রবণ ক'রতে ক'রতে, আমার জীবনের অবশিষ্ট অংশ এইখানেই অতিবাহিত হবে। পিতামাতাকে ব'ল যে তাঁদের হতভাগ্য তনয় বনমধ্যে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ ক'রেছে।

গৌতম। (সেনাপতিদ্বয়ের প্রতি) কি হে, আর বৃথা কালক্ষেপ ক'রে কি ক'রবে? বাবাজীর যেরূপ মনের অবস্থা দেখ্‌ছি এখন ওঁকে নিয়ে যাওয়াই সুকঠিন; কেবল ওঁর জন্য কয়েকজন সৈন্য ও কয়েকটী শিবির এখানে রেখে চল আমরা সবাই রাজধানী যাত্রা করি।

১ম সেনাপতি। যে আজ্ঞা, তাই চলুন; সেখান থেকে যুবরাজ না এলে ওঁর যাওয়া ঘটবে না।

গৌতম। হাঁ, ঠিক ব'লেছ, তাঁর সঙ্গেই ওঁর বেশী ভালবাসা, কি জানি গেলেও যেতে পারেন; এখন চল; এখানে শুধু ব'সে ব'সে ভেরেণ্ডা ভাজা রইত নয়।

(গৌতম ও সেনাপতিদ্বয়ের প্রস্থান।

বৈশম্পায়ন। আহা! এই লতামণ্ডপটী যেন আমার বহুদিনের পরম মিত্র, তাই আজ এসে ভিতর ব'সে সেইরূপ মিত্রলাভের আনন্দ উপভোগ ক'চ্ছি। কিন্তু যাকে খুঁজি সে কি আর আছে? না—(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) না ঐ গগনচাঁদের সঙ্গে আমার সেই চাঁদ মিশে গেছে। সারি সারি লতামণ্ডপ আছে—সারি সারি কুঞ্জবন আছে—সারি সারি পুষ্পতরু আছে—সরোবরে সারি সারি কুমুদ হাস্‌ছে, কিন্তু

কোন্ ফুলে—কোন্ কুঞ্জবনে কোন্ লতামণ্ডপে আমার হারামিধি ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে আছে; যাই একবার অন্বেষণ করি। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মহাশ্বেতার আশ্রম।

গিরিগুহাসম্মুখস্থ তমাল-বৃক্ষতলে শিলোপরি মহাশ্বেতা ও তরলিকা উপবিষ্টা।

মহাশ্বেতা। গীত।

নীলগগনে নীরদের সনে
নীরবে চাঁদিমা ডুবিয়া যায়।
হের কুমুদিনি! প্রাণের সজনী
তোমার পানেতো ফিরে না চায়।
তারা সনে ফুটি উঠি গগনে,
কেমন ব'সে কাঁদি আপন মনে,
(হেথা) নয়নের ধারা বল কে মুছাবে
কেঁদে কেঁদে আমার যামিনী যায়।
হর হর হর নাথ হে চরণে,
কে আছে দাসীর তোমার বিহনে
তব নাম গেয়ে—তব রূপ ধেয়ে
তোমারি চরণে সঁপেছি কায়।

(কিয়ৎপরে) তরলিকে, আমি এরূপ হতভাগিনী যে আমার কপালে দেববাক্যও নিশার স্বপনের মত মিথ্যা হ'ল। হায়, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হবার আর কোন উপায় দেখ্‌ছি না। পতিবিয়োগের সেই ভয়ঙ্করী রজনীতে ভগবান কপিঞ্জল যে গমন ক'র্‌লেন অদ্যাপি প্রত্যাগত হ'লেন না।

তরলিকা। দেবি, আমি যতদূর জানি আকাশবাণী কখনও মিথ্যা হবার নয়। যখন এতদিন ধৈর্য্য ধ'রে আছেন তখন আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, দৈব প্রভাবে অবশ্য আপনার পতিসমাগম হবে।

মহাশ্বেতা। সখি, কতদিনই বা এই অসার দুর্ব্বিষহ জীবনের ভার বহন করি। কৃতান্ত আমার ন্যায় পাপিনীকে স্পর্শ ক'র্‌তেও ঘৃণা বোধ করেন। প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে পাপ-কর্ম্মের একশেষ ক'রেছি, প্রাণেশ্বর পুণ্ডরীককে হারিয়েছি, অধিক কি ব্রহ্মহত্যারও ভয় করিনি। তরলিকে, ত্রিভুবনে আমার মত পাপিনী আর কে আছে?

তরলিকা। দেবি, কেন আর এমন ক'রে আপন অদৃষ্টের দোষ দিচ্ছেন? সকলই বিধির ইচ্ছা, তা না হ'লে ত্রেতাযুগে স্বয়ং লক্ষ্মী সীতাদেবী রাম বিয়োগে অধীরা হ'য়ে করুণস্বরে কাননের পশু পক্ষীকেও কাঁদাবেন কেন। (চকিতভাবে) একি, এ নিশীথ সময়ে কার পদধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছি।

অদূরে বৈশম্পায়নের প্রবেশ।

মহাশ্বেতা। দেখ সখি, ঐ কে এক ব্যক্তি দ্রুতপদে এইদিকে আস্‌ছে। তরলিকা, সাবধান হও, সাবধান হও, ওর ভয়ানক আকার প্রকার দেখে আমার বড়ই ভয় হ'চ্ছে।

তরলিকা। ভয় কি॥ জ্যোৎস্নার আলোকে শুভ্র উপবীত দেখ্‌তে পাচ্ছেন না? ও সেদিনকার সেই পাগল ব্রাহ্মণ।

মহাশ্বেতা। দেখ, দেখ, পাগলের মত আপনা আপনি কি ব'ক্‌তে ব'ক্‌তে আস্‌ছে॥

বৈশম্পায়ন॥ (অগ্রসর হইয়া) এই বীণায় গান গায় না? (করতালি দিয়া) হাঁ হাঁ চিনেছি, চিনেছি—সেই? নানা এ যে তাপসী, সে ছিল রূপসী, গানে এর প্রাণের কথা বুঝা যায়, আর তার চোখে বুঝা যায়; সে দু' চোখে প্রাণের হাসি হাসে, দু' চোখে প্রাণের কথা কয়, এ গানে হাসে, গানে কথা কয়! তার রূপ চাঁদের মত, এর রূপ প্রখর রবির মত, পুড়ে যাব! তার ছিল দুকূল-বাস, এর শুধু বাকল-বাস; তার মাথায় চাঁচর কেশ, এর জটাভার যোগিনীবেশ; সে ছিল ফুলধনুর সহচরী, ফুলের মালা প'রত, এ মহাদেবের পার্ব্বতী, রুদ্রাক্ষহার প'রেছে॥ কিন্তু সুন্দরী—নিরুপমা সুন্দরী॥ ঠিক তেমন নয়—তবু চেনা চেনা, যাই নিকটে যাই, রূপে পুড়ে ম'র্‌ব সেও ভাল, সেও ভাল॥ (দ্রুতপদে মহাশ্বেতার দিকে গমন করিতে করিতে) আহা॥

কেমন সুন্দর রূপ ভুবনমোহন।
অঞ্জন নয়ন তাহে কিবা মনোহর॥
ভুরু দু'টী মদনের ফুল-শরাসন।
কিন্তু, কেন তাপসীর বেশ?
মরি মরি সাজিয়াছে তবুও কেমন।
গৈরিক বসন, তবু মনোহর তনু॥
স্বভাবের সৌন্দর্য্যেতে ভূষিতা যে নারী

হৈম অলঙ্কারে তার কিবা প্রয়োজন ?
কমল যদ্যপি রহে শৈবাল-জড়িত—
সুধাংশুর অংশুরাশি কলঙ্ক-মিশ্রিত
সমধিক শোভা তবু হয় উভয়ের।
(মহাশ্বেতার প্রতি) বল, বল গো সুন্দরি,
কেন তুমি হেনভাবে বল্কল পরিয়া
মধুর যৌবন-কালে তপস্যায় রত ?
এ সাজ কি সাজে তোমা ইন্দুনিভাননে ?
কহ গো তাপসি,
শুভ্রতারা-সুধাংশুর সহ বিভাবরী
সুমধুর আবাহনে রক্তিম উষার
তরুণ অরুণ পাশে বিরাজে যদ্যপি
জ্ঞানিজন কেনা বল নিন্দিবে তাহারে ?

মহাশ্বেতা। দেখ সখি, ঐ উন্মত্তটা নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী ক'রে ক্রমশঃ আমাদের দিকেই অগ্রসর হ'চ্ছে। সহসা এসে আমাদের গাত্রস্পর্শ ক'র্‌তে পারে, চল গুহামধ্যে লুকায়িত হই।

তরলিকা। দেবি, আপনি এত ভীত হ'চ্ছেন কেন ? ওর তেমন দুষ্ট স্বভাব নয় ; সে দিন আপনার সন্ধ্যা-আহ্নিকের জন্য সরোবরে জল আন্‌তে গেলুম, ও অমনি আমার কাছে ছুটে গিয়ে কত কি কিজ্ঞাসা ক'র্‌তে লাগ্‌ল, বল্লে "তোমরা কি আমার কোন জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছ" ? "কি জিনিস" জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে বল্‌লে "কি যেন খুঁজি, তা যেন পাই না"। সখি, ওটা একবারে বদ্ধ পাগল, বদ্ধ পাগল।

বৈশম্পায়ন। সুন্দরি, তোমরা, আমায় পরিহাস ক'র্‌ছ? (মহাশ্বেতার প্রতি) কে আমায় পাগল ক'রেছে? তুমি;—কার জন্যে বনে বনে ভ্রমণ ক'র্‌ছি? তোমার জন্যে;—দেখ দেখ যদি তোমার মত সুন্দরীরা অবিরত তপস্যায় রত থাক্‌বে, তবে মদন কার উপর ফুলশর নিক্ষেপ ক'র্‌বে?—তবে সুমন্দ মলয় কার কেশপাশের সুগন্ধ আঘ্রাণ ক'রে ছুটে পলাবে?—তবে কোকিল কুহুরব ক'রে কার কাছে প্রাণের কথা কইবে?—তবে চন্দ্র শীতল কিরণ দিয়ে কার হৃদয়ে বিরহ জাগাবে? সুন্দরি, প্রসন্ন হও, এ তরুণ বয়সে' কি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা সাজে?

তরলিকা। ব্রাহ্মণকুমার, সাবধান! সন্ন্যাসিনীর প্রতি কেন ওরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ক'র্‌ছ?

মহাশ্বেতা। সখি, আকারে ইঙ্গিতে আমি পূর্ব্বেই ওর দুরভি-সন্ধি বুঝ্‌তে পেরেছি।

বৈশম্পায়ন। বিধুমুখি, তোমার কথায় আমার শ্রবণে যেন অমৃত বর্ষণ হ'চ্ছে। তাপসীর বেশ ত্যাগ ক'রে ঐ বীণা-কণ্ঠে আমায় প্রেম-সম্ভাষণ কর। ঐ দেখ, তুমি কতক্ষণে তাপসীর বেশ ত্যাগ ক'র্‌বে সেই আশায় শশাঙ্ক সারানিশি জেগে আছে;—ঐ দেখ মদন তোমার প্রতি কুসুমশর নিক্ষেপ ক'র্‌বে ব'লে বনের অন্তরালে অতি সন্তর্পণে বীরা-সনে ব'সে আছে;—তোমার কুসুম-বাসরে ফুল যোগাবে ব'লে পুষ্পের পসরা মাথায় ক'রে ঐ দেখ—বসন্ত দাঁড়িয়ে আছে;—কিন্তু সবাই নীরব—মন্মথ নীরব, বসন্ত নীরব, চাঁদ নীরব—তাপসীর বেশ, কাছে যাবে না, পুড়ে ম'র্‌বে!

মহাশ্বেতা। দুষ্ট, যদি মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে সত্বর এস্থান হ'তে পলায়ন কর, নচেৎ কেন ব্রহ্মহত্যা পাপে আপনাকে কলঙ্কিত ক'র্‌বে।

বৈশম্পায়ন। হত হবে তুমি? না—

বীরেন্দ্র অনঙ্গ মোরে
একবারে ক'রেছে নিহত;
তব চারু মূরতি হেরিয়া
পঞ্চেন্দ্রিয় হ'য়েছে বিকল;
চক্ষু চাহে নেহারিতে ও বিধুবদন,
কর্ণ চাহে শুনিতে ও অমিয়বচন,
নাসিকা চাহিছে অঙ্গ-সুরভি-আঘ্রাণ,
রসনা বাসনা করে রসনাস্বাদনে
অধরোষ্ঠে অধরোষ্ঠ ব্যাকুল মিলনে;
বল, বল বরাননে,
পূরাবে কি মানসের কামনা আমার?

তরলিকা। দেখ ব্রাহ্মণকুমার, অসহায়া রমণীর প্রতি এরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ক'রনা; সতী রমণীর প্রতি যাঁদের বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, এ আশ্রম কেবল সেই মহাত্মাদের জন্য, তোমার মত নারকীর পাদস্পর্শে কলুষিত হবার জন্য নয়। শীঘ্র আশ্রম ত্যাগ ক'রে অন্যত্র গমন কর।

বৈশম্পায়ন। কোথা যাব?
আছে কিগো এ জগতে স্থান?
তোমার সখীর ওই চন্দ্রানন হেরি
আমিত্বও গিয়াছে আমার; (মহাশ্বেতার প্রতি)

প্রিয়তমে, তব ওই চোখে দেখা যায়—
তপস্বিনী তুমি কভু নও ;
তপস্বিনী হ'লে
আজন্ম-বিশুদ্ধ এই হৃদয় আমার
কেন বা ছুটিত বল তোমার পশ্চাতে ।
দেখ দেখ তব ওই নয়নরঞ্জন
রূপ শুধু দেখাবার নহে প্রিয়তমে,
রূপসৃষ্টি বিধাতার মোহের কারণ,
মুগ্ধ আমি, তবে কেন করিছ বঞ্চনা ?
রূপসুধা-পিপাসুরে কেন এ লাঞ্ছনা ?

মহাশ্বেতা। দেখ ব্রাহ্মণ-তনয়! দেবপূজা, যাগযজ্ঞ, তপস্যা, ইন্দ্রিয়দমন প্রভৃতিই ব্রাহ্মণের কার্য্য। এই সকল সৎকার্য্যের জন্যই ব্রাহ্মণ মানব-সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের আদর্শ-চরিত্র লক্ষ্য ক'রেই অন্যান্য জাতি ধর্ম্মাচরণ ক'রে থাকে। তুমি এ হেন পবিত্র ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে নিজে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হ'য়ে পবিত্রকুলে কালি দিচ্ছ ? এই দুষ্ট অভি-সন্ধি ত্যাগ কর।

বৈশম্পায়ন। প্রাণেশ্বরি, প্রাণসমা তুমি বরাননে,
ঐ দু'টী লোচনের পাশে
ঐ চারু বদন-কমলে
যদি প্রিয়ে হাসি দেখা দেয়,
স্বর্গ-সুখ বলি তাহে গণি।
সুচারুহাসিনি, আজি তোমার নিকটে
প্রেমের প্রার্থনা করে প্রেমের অতিথি।

চন্দ্রমুখি, অস্বীকার কর যদি তাহে,
ত্যজিব আপন প্রাণ তোমার সম্মুখে ;
ব্রহ্মহত্যাপাপে তুমি হইবে পাতকী।
কিন্তু যদি কর প্রিয়ে প্রেম অঙ্গীকার
আজীবন রব বাঁধা চরণে তোমার।

মহাশ্বেতা। দেখ, ও পাপ কথা মুখে এন না, সত্বর এ স্থান হ'তে প্রস্থান কর।

বৈশম্পায়ন। যেতে কি চাহিনে আমি ?—কিন্তু কোথা যাই ?
দেহ যদি ছুটিয়া পলায়
মন তবু ফিরে ফিরে আসে তব পাশে।
(সচকিতে) শশিমুখি,
দেখ দেখ মদনের প্রধান সহায়
চন্দ্রমা বধিতে মোরে হ'য়েছে উদ্যত,
ফুলধনু ফুলশরে জ্বেলেছে অনল,
রক্ষা কর কালানলে হই ভস্মীভূত,
তাই প্রিয়ে তব পাশে লইনু শরণ।
(মহাশ্বেতার হস্তধারণ)
যতদিন রহিবে জীবন,
চিরদাস রব তব পদে,
রাখ প্রাণ সুলোচনে এই অধীনের।

মহাশ্বেতা। পাপাত্মন্! যদি ভাল চাস্, হস্ত ত্যাগ কর্ ; হায়, এখনও তোর পাপজিহ্বা ছিন্ন হ'ল না! এখনও তোর দেহ শতধা বিদীর্ণ হ'ল না! পাপিষ্ঠ, হস্ত ত্যাগ কর্, হস্ত ত্যাগ কর্। (হস্তমোচনের চেষ্টা)

বৈশম্পায়ন। (হস্ত ত্যাগ করিয়া) কেন বল করিছ প্রকাশ,
তুমি মোর সেই পুরাতন
আদরের হারান রতন—
ও যে মোর চেনা চেনা কর;
তুমি মোরে ভ্রূকুটী দেখাও
মমপাশে তাই তব চাঁদমুখে হাসি;
তুমি মোরে কর তিরস্কার
সে আমার প্রেম-আলাপন;
হৃদয়-রতন,
প্রেম-সুধাদানে রাখ অধীনের প্রাণ।
কেন কর কর আকর্ষণ?
কোথা যাবে?—আর কি এ দুদেহ রয়েছে?—
প্রাণে প্রাণে গেছে মিশে নিমেষের মাঝে।

মহাশ্বেতা। দুষ্ট, বোধ হয় সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষির স্বরূপ পঞ্চভূতে তোর দেহ গঠিত হয় নাই, তা হ'লে সতী রমণীর গাত্রস্পর্শ-পাপে এতক্ষণ অনলে ভস্মীভূত, অনিলে শতধা বিভক্ত ও রসাতলে পরিক্ষিপ্ত হ'ত। যদিও মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রেছিস্ কিন্তু তুই তুচ্ছ তির্য্যগ্‌জাতির মত হিতাহিতজ্ঞানশূন্য।

বৈশম্পায়ন। কেন প্রিয়ে কর তিরস্কার?
তব ওই সুন্দর আননে
কুটিল ভ্রূকুটী কভু সাজে কি ললনে?
ঐ দেখ সন্নিকটে দাঁড়ায়ে মদন
ইঙ্গিতে আদেশ মোরে করিছে কেমন;
এস প্রিয়ে, সুকোমল কুসুম-শয়নে

সুমধুর প্রেমালাপে যাপিব যামিনী,
সারানিশি ফুলধনু জাগিবে নিকটে।

মহাশ্বেতা। হে ভগবান্, আপনি অন্তর্য্যামী, অন্তরের কথা ত সকলই জানেন, দেব পুণ্ডরীকের দর্শনাবধি আমি যদি অন্য কোন পুরুষের চিন্তা না ক'রে থাকি—যদি আমি একমনে তাঁর শ্রীচরণ হৃদয়-মধ্যে দিবানিশি ধ্যান ক'রে থাকি—তবে আমার এই বাক্য যেন মিথ্যা না হয়—এই পাপিষ্ঠ যেন এই দণ্ডেই তির্য্যগ্‌জাতিতে পরিণত হয়।

বৈশম্পায়ন। (চকিতভাবে) উহুহু! মৃণালে কণ্টক আছে! কুসুমে ভুজঙ্গ আছে! এমন সুন্দর হৃদয়েও হলাহল আছে! চন্দ্রাপীড়, কোথা আছ! একবার এস, পুড়ে ম'লেম্! পুড়ে ম'লেম্! (পতন ও মৃত্যু)

তরলিকা। ঐ ঐ, একি! একি!

মহাশ্বেতা। তরলিকে, ব্রাহ্মণকুমার যে অকস্মাৎ সংজ্ঞারহিত হ'ল! (নিকটে গিয়া) সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! কালমুখের কালবাক্যে ব্রহ্মহত্যা হ'ল।

রঙ্গমঞ্চের অপর পার্শ্বে কতিপয় সৈন্যসহ
অশ্বারোহণে চন্দ্রাপীড়ের প্রবেশ।

চন্দ্রাপীড়। সৈন্যগণ,
কোথা মোর প্রিয়সখা দেখারে সত্বর।

১ম সৈনিক। যুবরাজ, মন্ত্রিপুত্র শিবিরের কোলাহল ত্যাগ ক'রে এই সরোবরতীরে কুঞ্জবনের মধ্যে কোথাও না কোথাও ব'সে থাকেন; কিন্তু কৈ আজ তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

চন্দ্রাপীড়। দেখ সবে চারিদিকে করি অন্বেষণ
কোথা আছে প্রিয়সখা বৈশম্পায়ন।
(অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া)
পুরোভাগে মহাশ্বেতা দেবীর আশ্রম
শোভিতেছে,—চল যাই নিকট উঁহার
দেখি যদি পাই কোন সখার সন্ধান।

২য় সৈনিক। যুবরাজের যেরূপ অভিরুচি।

চন্দ্রাপীড়। (আশ্রমের দিকে গমন করিতে করিতে)
একি! কেন আজি শিলাতলে বসি মহাশ্বেতা
লোচন হইতে অশ্রু করিছে মোচন!
পার্শ্বে বসি তরলিকা বিষণ্ণবদনে
কেন বা এরূপে তাঁরে দিতেছে সান্ত্বনা!
তবে কি সহসা কোন বিপদ ঘটিল?
প্রাণসখী কাদম্বরী আছেত কুশলে?
আপন বৈধব্য-দশা করিয়া স্মরণ
কাঁদেন কি মৃতপতি পুণ্ডরীক লাগি?
ঘ'টেছে কি অমঙ্গল প্রেয়সীর মোর?
তাহা না হইলে—
না পেয়ে সমান ব্যথা হৃদয় আমার
অশ্রুরাশি হেরি শুধু কেন বা কাঁদিবে?
সুনিশ্চয় কাদম্বরী নাহিক জীবিত,
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে তিমিরে।
কেন জ্বল? কেন জ্বল? শান্ত হও হৃদি,
দেবীরে শুধাই আগে সকল বারতা।

(মহাশ্বেতার সমীপস্থ হইয়া) দেবি, কেন আজি এমনভাবে অধোমুখে রোদন ক'র্‌ছেন? আপনার সখী কাদম্বরী ত কুশলে আছেন? কোন আপ্তজনের ত বিয়োগ ঘটে নাই?

মহাশ্বেতা। যুবরাজ, এ অভাগিনীর কোন অমঙ্গল ঘটে নাই, কিন্তু জান্‌বেন যে ত্রিভুবনে আমার মত পাপিনী আর নাই। এই পিশাচী নরহত্যা—ব্রহ্মহত্যা ক'রেছে।

চন্দ্রাপীড়। ভগবতি, কি হ'য়েছে সত্বর বলুন।

মহাশ্বেতা। যুবরাজ, ব্রহ্মহত্যাকারিণী পিশাচীকে এরূপ সম্বোধন ক'রবেন না।

চন্দ্রাপীড়। দেবি, আমার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে—কি ঘ'টেছে শীঘ্র বলুন।

মহাশ্বেতা। মহাভাগ, নিশাকালে এক ব্রাহ্মণকুমার আমার আশ্রমে এসে আমার নিকট প্রেম ভিক্ষা চায়। পতিবিয়োগ অবধি আমি সকল বিষয়েই অনাসক্ত ছিলেম, সেইজন্য ব্রাহ্মণের কটুবাক্যগুলি অগ্নিশিখার মত আমার মর্ম্মে মর্ম্মে প্র'বেশ ক'র্‌ল। আমি তাকে অভিশাপ দিলেম "দুরাত্মন, তুই যেমন তির্য্যগ্‌জাতির ন্যায় হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, তেমনি তুই তির্য্যগ্‌জাতিতেই পরিণত হ'বি।" এই অভাগিনীর অভিশাপে—কিম্বা মদনানলে দগ্ধ হ'য়ে—অথবা আপন পূর্ব্বজন্মের দুষ্কর্ম্মবশতঃ ব্রাহ্মণ তদ্দণ্ডেই ছিন্নমূল তরুর মত ভূতলে পতিত হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'র্‌লে।

হের রাজা, তুমি প্রজা-শাসক-পালক,
নরহত্যা-ব্রহ্মহত্যাকারিণী পিশাচী—

মহাশ্বেতা এই তব দাঁড়া'য়ে সম্মুখে,
যথা দণ্ড করহ বিধান।
আর—চিরকীর্ত্তিস্তম্ভ মোর নেহার অদূরে
আশ্রম-তরুর তলে ধূলাতে লুটায়।

১ম সৈনিক। (বৈশম্পায়নের মৃতদেহ দেখিয়া) যুবরাজ, দেখুন দেখুন, এ যে আমাদের প্রভু বৈশম্পায়ন!

২য় সৈনিক। এঁ্যা এঁ্যা, ইনি কেন এরূপ ধূলায় প'ড়ে আছেন!

৩য় সৈনিক। একি! দেহ যে একবারে শীতল হ'য়ে গেছে!
সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! মন্ত্রিপুত্র জীবিত নাই।

চন্দ্রাপীড়। (বৈশম্পায়নকে দেখিয়া)
সব গেছে,—ছিঁড়ে গেছে একটী ঝঙ্কারে
হৃদয়ের সুমধুর বীণা;
মৃত্যু!—বন্ধুর আমার! একটী কথায়
গেছে ফিরে জীবনের স্রোত;
এক রাগিণীর গানে—
বাঁশরীর এক তানে—
বাঁধা ছিল দুইটী হৃদয়,
প্রণয়ের একটী পিঞ্জরে—
হৃদয়ের একটী শৃঙ্খলে—
সাথে সাথে ছিল বাঁধা যুগল বিহগ,
এক পাখী গেছে উড়ে,—আছে শুধু স্মৃতি;
যদি এই প্রাণসম সুহৃদের পাশে
নাহি দিই বিসর্জ্জন নশ্বর জীবন
অতি বিভীষিকাময় অতীতের স্মৃতি

বন্ধুশোকে নিরন্তর দহিবে আমায় ;
সখা সনে আত্মা চ'লে গেছে,
আছে শুধু—মাটীর শরীর।
আর—সেই কাদম্বরী নয়নের মণি—
না হইল এ জীবনে তার সমাগম ;
ভগবতি মহাশ্বেতা, রহিল আক্ষেপ,
জন্মান্তরে হেরি যেন সে চারু আনন।
(সৈন্যগণের প্রতি) সৈন্যগণ,
পিতামাতা দুইজনে বলিও আমার
পিতৃসম মন্ত্রিবরে কহিও সকলে,
বন্ধুসনে চন্দ্রাপীড় ত্যজিয়াছে ধরা।
অপেক্ষা করহ সখা, আরও কিছুক্ষণ
তোমা সনে চন্দ্রাপীড় করিবে গমন।

(পতনোন্মুখ হওন)

মহাশ্বেতা। তরলিকা, দেখ দেখ, যুবরাজ কেন অকস্মাৎ কম্পিত-শরীরে ভূতলে পতিত হ'চ্ছেন, শীঘ্র ওঁকে ধর ধর।

(সকলের চন্দ্রাপীড়কে ধারণ)

তরলিকা। দেবি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! যুবরাজ একবারে চেতনাহীন!

সৈন্যগণ। একি! একি! প্রভুর যে একবারে নিশ্বাস নাই! এ যে মৃতদেহ!

মহাশ্বেতা। (শিরে করাঘাত করিয়া) হা পাপিয়সি, একি ক'র্‌লি, জগতের চন্দ্র হরণ ক'র্‌লি! মহারাজ তারাপীড় ও মহিষী বিলাসবতীর সর্ব্বস্বধন নয়নের মণি চন্দ্রাপীড়কে

জন্মের মত বিসর্জ্জন দিলি। হায়, উজ্জয়িনী শূন্য হ'ল। ধরণী অনাথা হ'ল! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল। হায় সখী কাদম্বরি, তুমি কি এ কথা শুন্‌লে জীবিত থাক্‌বে?

(পত্রলেখার প্রবেশ)

পত্রলেখা। এই যে চন্দ্রদেব মানবলীলা সম্বরণ ক'রেছেন; আর কেন, আমাকেও চন্দ্রলোকে যেতে হ'ল। আহা! কাদম্বরীর যেরূপ অকৃত্রিম অনুরাগ, এ দৃশ্য দর্শন ক'র্‌লে সে কখনই জীবিত থাক্‌বে না। যাই হোক্, আমি আর কেন অকারণ মর্ত্ত্যধামে অবস্থান করি; পতি স্বর্গে গেছেন আমিও স্বর্গে যাই। (অশ্ব ইন্দ্রায়ুধের প্রতি) ইন্দ্রায়ুধ, ঐ দেখ তোমার প্রভু প্রাণত্যাগ ক'রেছেন, চল আমরাও অচ্ছোদসরোবরে জীবন বিসর্জ্জন দিই গে।

(ইন্দ্রায়ুধের মুখরজ্জু ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান)

১ম সৈন্য। ভাই, আর চুপ ক'রে কি ভাব্‌ছ, সকলই বিধির ইচ্ছা। এখন চল সকলে মিলে এঁদের পুত্রের কার্য্য করি। বনমধ্যে চিতা প্রজ্বলিত ক'রে অকপট বন্ধুত্বের আদর্শস্বরূপ এই দুই মহাত্মার মৃতদেহের সৎকার করিগে।

২য় সৈন্য। এস ভাই, তাই করা যাক্।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আরণ্য-প্রদেশ।

কাদম্বরী, মহাশ্বেতা, তরলিকা, তমালিকা, মদলেখা কেয়ূরক ও সৈন্যগণ এবং কাদম্বরীর ক্রোড়দেশে চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ ; সম্মুখে চিতানল প্রজ্জ্বলিত।

কাদম্বরী। ভবলীলা হ'ল অবসান,
নিবিল নয়ন-আলো নিমেষের মাঝে ;
চন্দ্রাপীড় ! প্রিয়তম চন্দ্রাপীড় !
আহা, গেছ চ'লে জনমের মত,
কাঁদিতে রহিল পিছে এই অভাগিনী।
পিছে কেন ?—আছে ওই দূরে পরলোক,
প্রজ্বলিত চিতানলে হ'য়ে ভস্মীভূত,
সতী রমণীর মত ত্যজিয়া জীবন
মিলিব তথায় গিয়া প্রাণপতি সনে।

(চন্দ্রাপীড়কে সস্পৃহলোচনে নিরীক্ষণ করিয়া)

প্রাণেশ্বর! আহা! পলক পড়ে না চোখে!
হইয়াছে পুষ্পশূন্য কুসুম-উদ্যান,
হইয়াছে বারিশূন্য চারু সরোবর,
পত্রহীন সোহাগের তরু পারিজাত
প্রাণহীন প্রাণকান্ত চন্দ্রাপীড় মম
আহা, ঘুমায়েছ অনন্ত শয্যায়!
পাষাণে নির্ম্মিত হৃদি ভাঙ্গেনি এখনো;
হায়, যার তরে—
ধৈরয লজ্জায় কুলে করিয়াছি ত্যাগ,
যার তরে জলাঞ্জলি দিয়াছি বিনয়ে,
করিয়াছি গুরু-আজ্ঞা তুচ্ছ যার তরে
সখীগণে কতবার দিয়াছি যাতনা,
যার তরে করিয়াছি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন
জীবনসর্ব্বস্বধন সেই প্রাণেশ্বর
চন্দ্রাপীড় ছেড়ে গেছে জনমের মত।
মহাশ্বেতা, প্রিয়সখী মহাশ্বেতা,
আশামরীচিকাবলে হইয়া মোহিত
এখনো করিছ তুমি জীবন ধারণ,
কাদম্বরী অভাগীর সে আশাও নাই।
দয়াময় বিভুপাশে করি নিবেদন
জন্ম-জন্মান্তরে যেন সখি, চিরকাল
সখীভাবে বারম্বার তব দেখা পাই।

মহাশ্বেতা। কাদম্বরি, কাদম্বরি, একি হ'ল!

একি হ'ল সর্ব্বনাশ নয়নের মাঝে !
ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, প্রাণের সজনি,
তোমা বিনা কেবা আছে আর আমাদের।
চিতা,—চিতা,—চিরসাথী প্রিয়সখী তরে
বক্ষে তব রেখেছ কি সকলি অনল ?
একবিন্দু নাহি কিরে জুড়াতে আমায় ?

কাদম্বরী। কাঁদিবার কাল নয়, কেঁদনা সজনি,
কি সৌভাগ্য ! মরিবার আজি শুভদিন !
মরণান্তে প্রাণকান্তে পাইব আবার !
কি কায বিলম্বে আর প্রিয়সখীগণ,
হেসে হেসে সবে মোরে দাওগো বিদায় ;
সম্মুখেতে আঁখি ভরি হের একবার
জ্বলন্ত বাসর মোর ওই বহ্নিরাশি,
ধূ ধূ শব্দ এ অনন্ত বাসর-সঙ্গীত,
লাজাঞ্জলি এ বিবাহে শুভ্র ধূমচয়।
এস সখি, অন্তিমের পবিত্র শ্মশানে
আলোকিত প্রজ্বলিত বাসর-শয্যায়
সাজাইয়া ফুলহারে আমা দুই জনে
জনমের মত এবে দাওগো বিদায়।

সখীগণ। সখি, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও,
একি কর, সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ !

কাদম্বরী। মহাশ্বেতা, সখীগণ, স্নেহ যদি থাকে,
পুণ্যময় এ পবিত্র শ্মশানে আমার
প্রিয়কার্য্য সাধিবার ইচ্ছা যদি থাকে,

দাওগো বিদায় তবে হেসে হেসে সবে ;
দেখ দেখ ওই নীল আকাশের পাশে
বিলম্ব আমার হেরি প্রাণেশ্বর হাসে ;
মন দিয়া শুন ওই পবন-স্বননে
"কাদম্বরি" বলি নাথ ডাকিছে সুস্বনে।
কিবা কায কালক্ষেপে ? সখী মহাশ্বেতে,
যেই ধর্ম্ম-আচরণ করিতেছ তুমি
সে পুণ্যে হইবে তব পতি-সমাগম,
রোদন করিয়া আর দিওনাকো বাধা।

মহাশ্বেতা। প্রাণসখী কাদম্বরি, সঙ্গে লও মোরে ;
তোমা সনে এ জীবন দিই বিসর্জ্জন,
ক্ষান্ত হও—ক্ষণেক দাঁড়াও।

কাদম্বরী। থাম সখি, আছে এক কথা,—
এ জগতে পিতামাতা রহিল আমার,
কাঁদিলে তাঁহারা সবে দিওগো সান্ত্বনা,
কন্যাসম থাকি সদা নিকটে তাঁদের
দেখিও তাঁহারা যেন নাহি পান ক্লেশ ;
(সখীগণের প্রতি) আর তোমরা সকলে
চিরদিন থেকো মম আবাস ভবনে।
(মদলেখার প্রতি) মদলেখে,
তনয়ের মত মোর তরু সহকার,
দিওগো মাধবীসনে বিবাহ তাহার ;
যতনে রোপিত মম অশোকতরুর
কোমল পল্লব কেহ না করে ছেদন ;

মদনের চিত্র আছে শয্যাশিরোপরে
ত্বরা করি তাহা যেন ক'র উৎপাটিত।
(তমালিকার প্রতি) তমালিকে,
কালিন্দী শারিকা আর পরিহাস শুকে
বন্ধন-বিমুক্ত যেন করিও সত্বর ;
আর দেখ সহচরি,
বড় আদরের ধন মৃগশিশু মোর,
রাখিয়া আসিও তারে কোন তপোবনে।
(তরলিকার প্রতি) তরলিকে,
ক্রীড়াশৈলখানি মোর যতনে নির্ম্মিত,
কোন তপস্বীরে তাহা করিও প্রদান ;
এই লও অঙ্গের ভূষণ
দরিদ্র ব্রাহ্মণে ইহা করিও প্রদান।

(তরলিকার হস্তে অলঙ্কার সমর্পণ)।

এই ত যাবার কাল—
মরণের এই ত সময়—
শোকে দুঃখে জ্বলে গেছে হৃদি
উঃ বড় জ্বালা ! বড় জ্বালা !
প্রাণেশের কণ্ঠ হৃদে করিয়া ধারণ
চিতানলে এই জ্বালা করি নির্ব্বাপিত।
(করযোড়ে) অন্তরীক্ষে দেবগণ, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা,
হও সাক্ষী কাদম্বরী করিছে প্রার্থনা,
"পতি চন্দ্রাপীড়ে যেন পাই পরলোকে।"

দ্বিগুণ অনলে চিতা হও প্রজ্জ্বলিত
পতিসনে আরোহিছে জনম-দুখিনী।
(ঝম্প প্রদানে উদ্যত)

অন্তরীক্ষে দৈববাণী।

বৎসে মহাশ্বেতে, তুমি আমার আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস ক'রে এখনও জীবনধারণ ক'র্‌ছ!

মহাশ্বেতা। থাম সখি, ক্ষণেক দাঁড়াও,
অন্তরীক্ষে করিছে কি আজ্ঞা দেবগণ।

পুনরায় দৈববাণী।

বৎসে মহাশ্বেতে, আমার তেজঃস্পর্শে পুণ্ডরীকের দেহ অবিকৃত অবস্থায় মদীয় চন্দ্রলোকে আছে। কাদম্বরি, চন্দ্রাপীড়ের শরীরেরও বিনাশ নাই, বিশেষতঃ তুমি স্পর্শ করাতে উহা একবারে অক্ষয় ও অবিনশ্বর; যদিও শাপের প্রভাবে এক্ষণে জীবনশূন্য, কিন্তু শাপান্তে যোগিশরীরের মত পুনর্ব্বার উহাতে জীবাত্মা সংযুক্ত হবে। অগ্নি-সংলগ্ন ক'র না; যাবৎ না পুনর্জ্জীবিত হয়, তাবৎ যতনে রক্ষা কর।

সকলে। জয় ভগবান্, জয়, ভগবান্।

কাদম্বরী। দৈববাণী! অন্তরীক্ষে দৈববাণী!
একি প্রহেলিকা বিধির ভাষার
বুঝিতে নারিনু কিছু।

মহাশ্বেতা। কাদম্বরি, কি ভাবিছ? সুপ্রসন্ন বিধি; চল এবে
রৌদ্রবৃষ্টিহীন ওই গিরিগুহামাঝে
শিলাতলে এই দেহ করি সংস্থাপন
দৈববাণী অনুসারে মিলিয়া দুজনে

যাবৎ না প্রাপ্ত হই নিজ নিজ পতি
তাবৎ রহিগে চল তপস্যায় রত।

(দ্রুতবেগে মেঘনাদের প্রবেশ)

মেঘনাদ। দেবি, অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! নবলোকে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। অতি অদ্ভুত! অতি অলৌকিক!

মহাশ্বেতা। মেঘনাদ, শীঘ্র বল কি হ'য়েছে।

মেঘনাদ। আপনারা শীঘ্র আসুন, আমি মুখে সে কথা প্রকাশ ক'র্‌তে পার্‌ছি না। অতি আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য!

মহাশ্বেতা। চল সকলে মিলে ঐ গিরিগুহার মধ্যে কুমারের দেহ রক্ষা ক'রে কি ঘ'টেছে দেখিগে।

কেয়ূরক। যে আজ্ঞা, তাই চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্যের অন্য প্রান্ত।

কিন্নর ও কিন্নরীর প্রবেশ।

কিন্নব। কিন্নবি—কিঙ্কবি।

কিন্নবী। কি কিন্নর—কিঙ্কর।

কিন্নর। কেমন ব্যাপার দেখ্‌লি ত?

কিন্নরী। কই কিছু ত বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

কিন্নর। কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লি নি? এই মনে কব্ আমি যদি
মরি তা'হলেত তুই বিধবা হ'বি? না হ'বিনি?

কিন্নরী। বালাই, বালাই, ও কথা কেন গো? তুমি ম'ব্‌লে
বিধবা হব না ত কে ম'বলে বিধবা হব? তবে তুমি ম'ব্‌বে
কেন? তুমি যে অমর, তোমার কি মবণ আছে?

কিন্নব। নেই বলেই ত এত কষ্ট।

কিন্নবী। কেন, কষ্ট কিসের?

কিন্নব। কষ্ট নয়? অমর হওয়াই দোষ। অমর হ'লে আব
ভাল ক'বে পিরীত জমে না।

কিন্নরী। কেন, তোমার সঙ্গে ত আমার বেশ ভালবাসা
আছে?

কিন্নব। ঐ ত—বুঝ্‌তি না?

কিন্নরী। সে কি গো। তুমি কি আমায় ভালবাস না?

কিন্নর। বাসি, তবে ততটা নয়।

কিন্নবী। কেন, কেন?

কিন্নর। এই ছাখ্, তোর সঙ্গে আমার একে কত কালই পিরীত হ'য়েছে, তাতে আবার দেবতারা অমর ক'রে দিলেন, এখন কত যুগযুগান্তর আর এই একটানা প্রেম সইব বল দেখি?

কিন্নরী। তাতে কি? প্রেম যত পুরাণো হবে ততই ত ভাল। তাতে আবার আমার যৌবন চিরদিন থাক্‌বে।

কিন্নর। তা থাক্‌বে বটে; তবে কি জান্‌লি, তোর সঙ্গে যে প্রথম পিরীত হ'য়েছিল তার টানটুকু আর থাক্‌ছে না।

কিন্নরী। কেন এমন হচ্ছে? আমি ত তোমাকে তেমনিই ভালবাসি।

কিন্নর। মুখে ত "ভালবাসি" বলা যায়, কিন্তু সেই প্রথম ভালবাসার টানটুকু থাকে কৈ?

কিন্নরী। মনে ক'র্‌লেই রাখ্‌তে পারা যায়।

কিন্নর। না কিন্নরি, তুই বুঝ্‌তে পার্‌লি নি; এই ছাখ্ না কেন, চন্দ্রাপীড় ম'রে গেল; এখন কাদম্বরী কতদিন ধ'রে ঐ মৃতদেহের পূজা ক'র্‌বে, তারপর যখন একদিন চন্দ্রাপীড়ের দেহে চন্দ্র ফিরে আস্‌বেন, অমনি চন্দ্রাপীড় বেঁচে উঠ্‌বে, আবার দুজনে নূতন প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে কত সুখে থাক্‌বে বল্ দেখি!

কিন্নরী। তা ত থাক্‌বে; কিন্তু কাদম্বরীর কত কষ্ট তা দেখ্‌ছ ত।

কিন্নর। দুঃখ না ক'র্‌লে আর সুখ কে পায়; ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আর পাঁচটা পেঁচামুখী আছে ব'লেই ত তোকে সুন্দরী ব'লে মানি; অন্ধকারের জন্যেই ত আলোর এত আদর।

কিন্নরী। তবে এখন কি ক'র্‌তে চাও?

কিন্নর। আমার ইচ্ছা যে আমি ম'রে গেলে তুই কি করিস্ তাই একবার লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি।

কিন্নরী। তুমি যে অমর, ম'র্‌বে কেমন করে?

কিন্নর। আমি ম'র্‌লে ম'র্‌তে পারি, কিন্তু ম'র্‌লে তুই কি ক'র্‌বি বল্ দেখি।

কিন্নরী। আর দেবসভায় নাচ্‌তে যাব না, চুপ্‌টি চুপ্‌টি কোথাও একটা গুহার ভেতর পড়ে পড়ে ঘুমুব।

কিন্নর। তা ক'র্‌লে চল্‌বে না। আমি ম'র্‌লে তুই আমার দেহটা রেখে দিবি, আর "প্রাণেশ্বর, কোথা আছ? প্রাণেশ্বর কোথা আছ?—দেখা দাও, তুমি বিনে আমি আধমরা হ'য়ে আছি" এই বলে কিছুকাল চেঁচাবি।

কিন্নরী। কেন পুরোপুরি মরার কথাটাই বা বল্লুম।

কিন্নর। পুরোপুরি কি! আমি ম'র্‌লে তুই অর্দ্ধেক মরণও মর্‌বি নি।

কিন্নরী। তুমি ম'র্‌লে আমি কতকগুলো চন্দনকাঠ ব'য়ে আন্‌ব, তারপর এক চিতাতে যদি দুজনে পুড়ে মরি—তা হ'লে কেমন হয়?

কিন্নর। তাহ'লেও এক রকম হয়, তবে—একজন বেঁচে থাক্‌লেই কিছু ভাল হয়। তা না হ'লে কষ্ট আর হ'ল কি ক'রে।

কিন্নরী। আমি এখানে প'ড়ে প'ড়ে কষ্ট পাই, আর তুমি পুনরায় জ'ন্মে আর একটী সুন্দরী নিয়ে বেশ মজা কর, কেমন?

কিন্নর। তাত ক'র্‌বই—কিন্তু সে ক দিনের জন্যে, আবার দু দিন বাদে তোর কাছেই ফিরে আস্‌ব। ঐ কটা দিন, আর একা থাকতে পার্‌বি নি?

কিন্নরী। হ্যাঁ গা, তুমি যদি এখুনি ম'রে যাও, তবে চন্দ্রাপীড় আর বৈশম্পায়নের শেষ কি হয় আমাকে দেখাবে না?

কিন্নর। কিন্নরি, তোকে সব দেখাব—দেখিয়ে তবে ম'র্‌ব।

কিন্নরী। আমাদেরও কিন্তু ওদের মিলনের সময় দেখ্‌তে যাওয়া চাই। আর দেখ, আমরাই ত চন্দ্রাপীড়কে বনের ভিতর ফিরিয়ে ফিরিয়ে মহাশ্বেতার আশ্রমে এনেছিলেম। আমরা এদের মিলন দেখ্‌ব না?

কিন্নর। হাঁ, গোড়া থেকে যখন দেখে আস্‌ছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত কি হয় দেখ্‌ব বৈকি। সে কথা যাক্, এখন বুঝ্‌লি ত অমর হওয়া মিছে। যত ম'র্‌ব আর জন্মাব, ততই সুখ।

গীত।

কিন্নর। (ওলো) ম'র্‌ব আমি এইবার।
বিধবা হ'য়ে থাকিস্ তুই যত কাল পারিস্ আর।

কিন্নরী। আমি হাতের শাঁখা গলার দানা সব খুলে দেব,
পরিপাটী শাটী ফেলে গেরুয়া নেব,
(গুণপুরুষ) গেরুয়া নেব।

কিন্নর। প্রাণনাথ ব'লে ডাকা চাই,

কিন্নরী। ম'র্‌বে যখন ডাক্‌ব তখন, ভাব্‌না কিছুই নাই,
(প্রাণধন) ভাব্‌না কিছুই নাই।

কিন্নর। আবার বাঁচ্‌লে পরে সোহাগ ভরে—

কিন্নরী। গলাটী ধ'র্‌ব হে তোমার,

কিন্নর। বইবে প্রাণে প্রেমের পারাবার,

উভয়ে। ছুট্‌বে অনিল, ডাক্‌বে কোকিল,
মরি কি সই চমৎকার! [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অচ্ছোদসরোবরের অভ্যন্তর।

পদ্মপত্রোপরি কপিঞ্জল উপবিষ্ট ও শূন্যপথে
রোহিণীবেশে পত্রলেখা।

কাদম্বরী, মহাশ্বেতা, তরলিকা, তমালিকা,
মদলেখা, মেঘনাদ, কেয়ূরক ও
কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ।

মেঘনাদ। ঐ দেখুন, আমার কথা সত্য কি না স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

সকলে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! অতি বিস্ময়কর ব্যাপার!

কাদম্বরী। একি! সশরীরে স্বর্গে গমন করে, এমন অদ্ভুত ঘটনা কখনো দর্শন করিনি! অথবা দেবতার মায়া বুঝি, আমাদের সাধ্য কি! সখী মহাশ্বেতে, দেখ দেখ—পত্রলেখার মত কে ঐ শূন্যমার্গে গমন ক'র্‌ছে নয়?

মহাশ্বেতা। ও পত্রলেখাই ত বটে; সখি এ যে সকলই মায়া! সকলই ইন্দ্রজাল!

কাদম্বরী। (উচ্চৈঃস্বরে) পত্রলেখা, পত্রলেখা, এ বিপদের সময় আমাদের পরিত্যাগ ক'রে কোথা যাও? প্রাণেশ্বর! চন্দ্রাপীড় অভাগীরে ত্যাগ ক'রে গেলেন, আবার তুমিও চ'ল্‌লে।

পত্রলেখা। গীত।

এ ভবে কি সাধে থাকিনি—(আমি—),
পতি ছিল, আমি ছিলাম, পতিপ্রেমপাগলিনী।
ছিলাম দুদিন ধরা'পরে
পতিপদ পূজার তরে
(এখন) সে যে আমার গেছে দূরে
তাইতে রইতে পারি নি।
ঐ গগনের চাঁদ আমার,
ডাক্‌ছে আমায় বারে বার
(এবার) চাঁদের পাশে হেসে হেসে
যায় গো চাঁদের রোহিণী। (অন্তর্ধান)

কাদম্বরী ও মহাশ্বেতা। একি! একি! পত্রলেখা অকস্মাৎ কোথায় গেল!

তরলিকা। (কাদম্বরীর প্রতি) রাজপুত্রি, এদিকে দেখুন—সরোবরের মধ্যস্থলে পদ্মপত্রের উপর মনুষ্যের মত কে একজন ব'সে আছেন।

তমালিকা। কি আশ্চর্য্য! কমলপত্র একজন মানবের ভারেও কেমন ভেসে আছে!

মদলেখা। (মহাশ্বেতার প্রতি) দেবি, দেখ্‌ছেন না ওঁর মাথায় জটা র'য়েছে, বোধ হয় কোন তপস্বী হবেন।

মহাশ্বেতা। সখি, সত্য অনুমান ক'রেছ, তবে শৈবালে মস্তক আবৃত থাকায়, এঁকে চিন্‌তে পারা যাচ্ছে না।

কাদম্বরী। ইনি যথার্থই তপস্বী বটেন, কিন্তু এ জলমধ্যে কোথা হ'তে এলেন?

মেঘনাদ। দেবি, রাজকুমারের অশ্বটী দ্রুতবেগে জলমধ্যে প্রবেশ কর্‌বামাত্র এই তপস্বী জল হ'তে উত্থিত হ'লেন। আমি তাই দেখে, আপনাদিগকে সংবাদ দিতে গিয়েছিলেম।

কাদম্বরী। কি আশ্চর্য্য! অশ্ব ইন্দ্রায়ুধই বা কোথায় গেল! সবই কি ইন্দ্রজাল!

মহাশ্বেতা। (স্বগত) জলমধ্য হ'তে উত্থিত এ তাপসকুমার কে? এঁকে যেন পূর্ব্ব-পরিচিত ব'লে বোধ হ'চ্ছে। যাই হোক্, জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। (প্রকাশ্যে তপস্বীর প্রতি) মহাত্মন্, আপনি কে? যদি কোন বাধা না থাকে তবে দয়া ক'রে পরিচয়প্রদানে দাসীকে চরিতার্থ করুন।

কপিঞ্জল। গীত।

(আমার)বাসনা পূরেছে, এ মায়া কেটেছে, আমিত কিছুই নই হে।
শুধু কেঁদে হেসে নাহি যাই ভেসে, ভবের মমতা নেই হে।
জাগি কি ঘুমাই, কোথা চলে যাই,
ভুবনে আছে কি দাঁড়াবার ঠাঁই?
আলোকে—আঁধারে, সদা হেরি যারে,
আমার সে জন কই হে!
আমি ত জগতে চির-পরবাসী
কতবার যাই, কতবার আসি,
সবে কাঁদে হাসে, তাহে কিবা আসে,
সে যাতনা নাহি সই হে।

(সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া) গন্ধর্ব্বরাজপুত্রি, আমাকে কি চিন্‌তে পার্‌ছ না?

মহাশ্বেতা। ভগবন্, চিনেছি; শ্রীচরণে প্রণাম করি। অধি-

নীর অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। আমাকে সেই বিষম বিপদে পরিত্যাগ ক'রে, আপনি জটাধারী তাপসের সহিত কোথায় গমন ক'রেছিলেন এবং এত দিনই বা কোথায় ছিলেন? প্রাণেশ্বরকেই বা কোথায় রেখে এলেন? দেব, সত্বর সমুদায় বৃত্তান্ত বিবৃত ক'রে দাসীর কৌতূহল নিবৃত্ত করুন।

কপিঞ্জল। রাজপুত্রি, সেই ভয়ঙ্করী রজনীতে তোমাকে সেইরূপ অবস্থায় পরিত্যাগ ক'রে, সখা পুণ্ডরীকের দেহ-অপহরণকারী পুরুষের সহিত শূন্যমার্গে বহুদূর গমন ক'র্‌লেম। তিনি একেবারে চন্দ্রলোকে উপস্থিত হ'য়ে মণিময় পর্য্যঙ্কে সখার দেহ রক্ষা ক'রে আমায় বল্লেন;—"বৎস কপিঞ্জল, আমি চন্দ্র, জগতের হিতের নিমিত্ত ভগবানের আদেশানুসারে গগনমণ্ডলে উদিত হ'য়ে, স্বকার্য্য-সাধনে রত ছিলেম; তোমার সখা পুণ্ডরীক, বিরহবেদনায় অধীর হ'য়ে বিনা অপরাধে আমায় অভিশাপ দেয়, তাই আমিও তাকে ভূতলে বারম্বার বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হবে ব'লে অভিশাপ দিয়েছি।"

মহাশ্বেতা। ভগবন্, তবে বলুন এই হতভাগিনীই সকল অনর্থের মূল। দেখুন, প্রাণেশ্বর আমারই জন্য প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌লেন, কিন্তু নিদারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ ক'রেও অভাগিনী জীবন বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হ'ল না। তারপর কি ঘ'টেছিল অনুগ্রহ ক'রে প্রকাশ করুন।

কপিঞ্জল। গন্ধর্ব্বকুমারি, সখা কিরূপে পুনর্জ্জীবিত হবে একথা জিজ্ঞাসা করায় চন্দ্রদেব আমায় বল্লেন, "যখন আমরা

উভয়েই উভয়কে অভিশাপ দিয়েছি, তখন দুইজনকেই দুই-বার মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে হবে। যাবৎ শাপের অবসান না হয়, তাবৎ তোমার বন্ধুর মৃতদেহ এই স্থানেই থাকুক্।"

কাদম্বরী। দেব, তবে এখন তাঁরা কোথায় জন্মগ্রহণ ক'রেছেন?

কপিঞ্জল। চন্দ্রদেব উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ তারাপীড়ের ঔরসে ও মহিষী বিলাসবতীর গর্ভে চন্দ্রাপীড় নামে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন,—আর তাঁর মন্ত্রী শুকনাসের পুত্র বৈশম্পায়নই আমার প্রিয়সখা পুণ্ডরীক।

মহাশ্বেতা। হা প্রাণেশ্বর! জন্মজন্মান্তরেও তুমি আমার প্রণয় বিস্মৃত হও নাই! সেই জন্মান্তরীণ প্রণয়ানুরাগের বশবর্ত্তী হ'য়ে, আমাকেই অন্বেষণ ক'রে আশ্রমে এসেছিলে! আমি তোমাকে চিন্‌তে সক্ষম হ'লেম না! আমি পতিঘাতিনী রাক্ষসী—পাপিষ্ঠা—পিশাচী! (রোদন)

কপিঞ্জল। গন্ধর্ব্বরাজপুত্রি, এ সব শাপ-প্রভাবেই ঘ'টেছে; তোমার তাতে দোষ কি? জীবগণ আপন আপন কর্ম্মফলেরই অনুসরণ করে, সুতরাং তোমার এতে কোনও দোষ নাই।

কাদম্বরী। (মহাশ্বেতার প্রতি) সখি, রোদন ক'র না। (কপিঞ্জলের প্রতি) দেব, তারপর আপনি কিরূপে এই সরোবরমধ্যে আগমন ক'র্‌লেন?

কপিঞ্জল। তৎপরে এ বিষয়ের প্রতিকারের জন্য চন্দ্রদেব আমায় মহর্ষি শ্বেতকেতুর নিকট গমন ক'র্‌তে আজ্ঞা ক'র্‌-

লেন। আমিও তাঁর আদেশ অনুসারে গগনপথ দিয়ে গমন ক'র্‌ছিলেম, এমন সময় পথিমধ্যে এক বিমানবিহারী ঋষিকে অজ্ঞাতসারে উল্লঙ্ঘন করায়, সেই ঋষি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে এই অভিশাপ দিলেন—"রে দুরাত্মন্, তুই যেমন তপোবলে গর্ব্বিত হ'য়ে অশ্বের ন্যায় আমাকে উল্লঙ্ঘন ক'র্‌লি, তেম্‌নি তোকে এই অভিশাপ দিলেম যে, তুই তুরঙ্গমরূপে ভূতলে জন্মগ্রহণ ক'র্‌বি।

কাদম্বরী। (স্বগতঃ) আহা! বিপদ কখন ত একা আসে না; একে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সখার বিয়োগ,—তা'তে আবার এই নিদারুণ অভিশাপ।

মহাশ্বেতা। দেব, তারপর তিনি আপনার অভিশাপ-খণ্ডনের কি উপায় ক'র্‌লেন?

কপিঞ্জল। রাজপুত্রি, ঋষিগণের ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী; প্রথমতঃ তিনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে আমাকে অভিশাপ দিলেন বটে, কিন্তু আমি যখন তাঁ'র চরণ ধ'রে কাতরকণ্ঠে আমার শাপ-মোচনের উপায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, তখন তিনি আমাকে ব'ল্লেন:—"কপিঞ্জল, যখন তোমাকে অভিশাপ দিয়েছি, তখন অবশ্যই অশ্বদেহ ধারণ ক'রে ভূতলে জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে হবে; তবে তোমার এই শাপান্ত ক'র্‌ছি—তুমি যাঁহার বাহন হবে, তাঁহার মরণান্তে স্নান ক'রে পুনশ্চ আপন দেহ প্রাপ্ত হবে।"

কাদম্বরী। ভগবন্, তারপর কি হ'ল?

কপিঞ্জল। তা' শুনে আমি তাঁকে ব'ল্লেম:—ঋষিবর, চন্দ্র-দেবের মুখে শুন্‌লেম যে, তিনি শাপপ্রভাবে ভূতলে অবতীর্ণ

হইবেন, অতএব আমি যেন তাঁরই বাহন হই। ঋষি "তথাস্তু" ব'লে আমায় বিদায় দিলেন। তারপর আমিই অশ্ব ইন্দ্রায়ুধের রূপ ধারণ ক'রে ভূতলে এসেছিলেম। এক্ষণে চন্দ্রাপীড়ের মরণান্তে চন্দ্রদেব চন্দ্রলোকে গমন ক'রেছেন, আমিও স্ব-শরীর প্রাপ্ত হ'য়েছি।

কাদম্বরী। ভগবন্, দেব পুণ্ডরীকের মরণাবধি সমস্ত ঘটনাই আমাদের অতি আশ্চর্য্য ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

মহাশ্বেতা। দেব, দগ্ধবিধি স্বীয় অভীষ্ট-সাধনের নিমিত্ত আমাকে দীর্ঘজীবিনী ক'রেছেন। ভগবন্, কৃপা ক'রে বলুন দেখি, কিরূপে আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে?

কপিঞ্জল। গন্ধর্ব্বরাজপুত্রি, যে ব্রত অবলম্বন ক'রেছ, কায়মনোবাক্যে তাহা পালন কর। তপস্যার প্রভাবে সিদ্ধ না হয় এ জগতে এমন কি আছে? পার্ব্বতী যেরূপ তপশ্চরণ ক'রে দেবদেব মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন, তুমিও সেইরূপ তপঃপ্রভাবে সখা পুণ্ডরীককে প্রাপ্ত হবে, তার কোনও সন্দেহ নাই।

কাদম্বরী। ভগবন্! প্রাণেশ্বর যে পথে গেছেন, আমিও এই-মাত্র অগ্নিকুণ্ডে পতিত হ'য়ে সেই পথের পথিক হ'চ্ছিলেম; কিন্তু দৈববাণীর আশ্বাসে এখনও জীবন ধারণ ক'রে আছি। দেব, দয়া ক'রে বলুন, এ অভাগিনী কেমন ক'রে প্রাণেশ্বরকে পুনর্বায় প্রাপ্ত হবে।

কপিঞ্জল। রাজপুত্রি, দৈববাণী কখনও মিথ্যা হবার নয়, দৈববলে শাপান্তে অবশ্য তোমাদের পতিসমাগম হবে। এক্ষণে তুমিও তোমার সখী মহাশ্বেতার মত তপশ্চরণে রত থেকে

দৈববাণীর আদেশ অনুসারে কার্য্য কর, নিশ্চয়ই তোমাদের উভয়ের মনোরথ পূর্ণ হবে। অতঃপর, আমিও ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি শ্বেতকেতুর নিকট গিয়ে চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন কোথায়—কি ভাবে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, সেই বৃত্তান্ত অবগত হইগে এবং তাঁদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিগে।

কাদম্বরী ও মহাশ্বেতা। } ভগবন্, প্রণাম করি। (তথাকরণ) এ বিপদ-কালে আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।

[কপিঞ্জলের প্রস্থান।

মহাশ্বেতা। সখী কাদম্বরি, এক্ষণে দেব কপিঞ্জলের মুখে ও দৈববাণীতে ত সকল কথাই জ্ঞাত হ'লে। চল, যতদিন না নিজ নিজ পতিধনে প্রাপ্ত হই, ততদিন কায়মনে তপস্যা করিগে।

কাদম্বরী। চল সখি।

[সকলের প্রস্থান।

কিন্নর-কিন্নরীর প্রবেশ।

কিন্নর। (ওলো) দেখ্‌লি ত ধরায় ?
মধুর প্রেমের মধুর খেলা দেখ্‌লি ত ধরায়,
(ওলো) দেখ্‌লি ত ধরায় ?
অমরতা—বিষম ব্যথা একটানা প্রেম সওয়া দায়।

কিন্নরী। (ওগো,) প্রেম ত কারুর মানা না মানে,
জনম মরণ আবার জনম
বাঁধে সবে একতানে ;

কিন্নর। সতীর পতি মিলায় শ্মশানে।

(ওলো) দেখ্‌বি ত আয় মধুর মিলন
বিরহের পর পুনরায়।

কিন্নরী। চল চল যাই, চল দেখি ভাই,
প্রেমিক-যুগল কোথায় যায়;

উভয়ে। ফির্‌ব ভুবন, দেখ্‌ব ছুজন
প্রেমের তুফান বয় কোথায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মহর্ষি শ্বেতকেতুর আশ্রম।

শ্বেতকেতু। বিধাতার কি আশ্চর্য্য ঘটনা! চিত্ত-চাঞ্চল্যের কি ভীষণ পরিণাম! তা না হ'লে আমার পুত্র পুণ্ডরীক আজ কি না তির্য্যগ্‌জাতিতে পরিণত হ'য়ে শুকপক্ষীরূপে মহর্ষি জাবালির আশ্রমে অবস্থান ক'র্‌ছে। বৈশম্পায়ন নাম ধারণ ক'রে একবার ভূতলে জন্মগ্রহণ ক'র্‌লে, তাতেও কু-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হ'ল না। হায়! এই জন্যই কি পুণ্ডরীককে এতকাল বেদ, পুরাণ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়েছিলেম,—এই জন্যই কি যোগধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রেছিলেম? এক্ষণে কি করা উচিত? বহুকালের ক্লেশ-সঞ্চিত তপোবল ও যুগযুগান্তরের উপার্জ্জিত পুণ্যফল সকলি বিসর্জ্জন দিয়ে, মায়ামমতাকেই কি এ জন্মের সারভূত ক'র্‌ব? না,—তা কখন হবে না। কিন্তু আমি যে পুণ্ডরীকের গর্ভধারিণী প্রিয়তমা কমলার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হ'য়েছি যে, জীবন থাক্‌তে থাক্‌তে পুণ্ডরীকের পুনরুদ্ধারের

জন্য যথাসাধ্য উপায় উদ্ভাবন ক'র্‌তে কোনরূপে কুণ্ঠিত হব না। বিশেষতঃ, যখন প্রিয়তমা কমলা, পুণ্ডরীকের উদ্ধারের জন্য এমন কি হীনজাতি চণ্ডালের গৃহেও জন্মগ্রহণ ক'রেছে, তখন আর আমি কেমন ক'রে এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকি। অপিচ, পুণ্ডরীক আমার পুত্র, এতকাল তপস্যা ক'র্‌লেম, কিন্তু তবুও হৃদয়ে পুত্রস্নেহের বেগ সম্বরণ ক'র্‌তে পার্‌লেম না; মায়াতেই চিরকাল অভিভূত র'ইলেম। যাই হ'ক্, কপিঞ্জল যে অশ্ব-শরীর ত্যাগ ক'রে স্বদেহ প্রাপ্ত হ'য়েছে, তাহা জ্ঞাত হ'য়ে মনের অনেকটা সান্ত্বনা হ'ল; কিন্তু কই সে ত এখনও আমার নিকট উপস্থিত হ'ল না?

কপিঞ্জলের প্রবেশ।

কপিঞ্জল। তাতঃ, প্রণাম করি। (প্রণাম)।

শ্বেতকেতু। এস বৎস, তুরঙ্গ-দেহ ত্যাগ ক'রে তুমি যে স্ব-শরীর প্রাপ্ত হ'য়েছ, তাহাতে আমার আনন্দের সীমা নাই।

কপিঞ্জল। পিতঃ, আপনারই অনুকম্পায় এ দাস ত শাপমুক্ত হ'ল, কিন্তু সখা পুণ্ডরীকের কি হ'বে?

শ্বেতকেতু। বৎস, যাহার যেরূপ কর্ম্ম সে সেইরূপই ফলভোগ ক'র্‌বে, তাহাতে আমার ক্ষমতা কি! তথাপি দেবতার সন্তুষ্টি-সাধনের নিমিত্ত যে সুবৃহৎ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ক'রে-ছিলেম, চিত্ত নির্ম্মল রাখ্‌লে তাহারই প্রভাবে পুণ্ডরীকও তোমার মত স্ব-শরীর প্রাপ্ত হ'ত। কিন্তু যাহার কুপ্রবৃত্তি এতদূর প্রবল, তাহার এরূপ অধঃপতনও অবশ্যম্ভাবী।

কপিঞ্জল। কেন পিতঃ,—কেন পিতঃ,—সখা এক্ষণে কোথায়? সখার কি হ'য়েছে?

শ্বেতকেতু। যোগবলে অবগত হ'লেম, পুণ্ডরীক এক্ষণে তির্য্যগ্-জাতিতে পরিণত হ'য়ে—শুকপক্ষিরূপে মহর্ষি জাবালির আশ্রমে অবস্থান ক'র্‌ছে, এবং মহর্ষির কৃপাবলে জন্মান্তরীণ সমুদায় বৃত্তান্ত তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হ'য়েছে।

কপিঞ্জল। পিতঃ, তবে মহর্ষির আশ্রমে গিয়ে সখাকে ল'য়ে আসি।

শ্বেতকেতু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কপিঞ্জল, পুণ্ডরীকের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহবশতঃ তুমি একবারে হতবুদ্ধি হ'য়েছ। সে যখন শাপভ্রষ্ট হ'য়ে অবনীতে পক্ষিরূপে অবস্থান ক'র্‌ছে, তখন যতদিন না শাপের অবসান হয়, ততদিন তাহাকে দিব্যলোকে আনয়নের আবশ্যকতা নাই। তুমি কি জান না, স্বর্গলোক পৃথিবীর সামান্য দেহধারিদের জন্য নয়?

কপিঞ্জল। প্রভো, ক্ষমা করুন, এক্ষণে কৃপা ক'রে বলুন, কি ক'র্‌লে সখার পুনরুদ্ধার হবে।

শ্বেতকেতু। বৎস, পুণ্ডরীকের পুনরুদ্ধারের উপায় পুণ্ডরীকের আপনারই নিকটে। সে যদ্যপি স্থিরচিত্তে কিছুদিন অবস্থান করে, তাহ'লে তাহার উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যদি পুনর্ব্বার উন্মার্গপ্রস্থিত হয়, তা হ'লে তাহার উদ্ধার যোগবলেরও অসাধ্য।

কপিঞ্জল। পিতঃ, দয়া ক'রে বলুন, এখনও কি উপায় আছে; যতদূর সাধ্য চেষ্টা করা যাক্।

শ্বেতকেতু। বৎস, তুমি একবার মহর্ষি জাবালির আশ্রমে গমন

কর। গিয়ে পুণ্ডরীককে ব'ল যেন সে আরও কিছুদিন সুস্থিরচিত্তে তথায় কালযাপন করে,—কোনও মতে উন্মনা না হয়, তাহ'লে তাহার ভাগ্যে আরও অবনতি আছে। কপিঞ্জল, যাও তাহাকে একবার সাবধান ক'রে এস,—কি জানি চিত্তের চাঞ্চল্যবশতঃ পুনর্ব্বার পাপাচরণ ক'র্‌তে পারে।

কপিঞ্জল। পিতঃ, সখাকে অনেকদিন দেখিনি—যাই সত্বর যাই।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

শ্বেতকেতু। ভগবন্, আর কতদিন আমাকে এ মায়ায় আবদ্ধ রাখ্‌বেন? কতদিনে পুণ্ডরীকের উদ্ধার হবে?

(নেপথ্যে) অঞ্জনশোভনখঞ্জনলোচনপীতবসনবনচারী।

শ্বেতকেতু। ঐ যে আশ্রমমধ্যে বালকদের হরিগুণগান শুনা যাচ্ছে; যাই উপাসনার সময় হ'ল।

[প্রস্থান।

ঋষিকুমারগণের প্রবেশ।

গীত।

অঞ্জনশোভনখঞ্জনলোচনপীতবসনবনচারী।
কমলবিনিন্দিত, চরণসুশোভিত, সুরতরুকুসুমবিহারী॥
নীলগগনসমহৃদিকমলোপম শশধরকৌস্তুভধারী।
বিম্ববিনিন্দিতঅধরবিরাজিতরাধাহৃদয়বিকারী।
নরকবিনাশনবিষধরগঞ্জনমধুমুরজীবনহারী।
অমলকমলদললোচনসুবিমল ভূতল রক্ষ মুরারি॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পক্কণ-প্রদেশ—চণ্ডালরাজ্য।

মধু, যদু ও বাঁশীর প্রবেশ।

মধু। ছাথ্ শ্যালারা, তীর কাঁড়্টা লিয়ে গটা বন্টা ফির্লু, কুথাও গটাক্ ছু'টা পাখ্ও পাইলু নারে, ঘর্টা যে কিতে চল্বেক তা'ত বুঝ্তি পার্লু না রে।

বাঁশী। মোধা, একটা বাক্ শুন্তি পাচ্ছুস্?—মোদের রাজার মায়াছাটা যে একটা ভারি ঘুষ্তিছে রে,—একটা ভারি ঘুষ্তিছে।

যদু। কিরে, সেই কেল্যা পাখ্টার কথা বলছুস্ ত, সেটা কুথা তুই জানু?

বাঁশী। মুই জান্লি কি রাজার মায়াটা ঘুষ্তি থাকে? পাখ্টা ধর্তি পার্লে খুব মিলাই যাবেক্ রে,—খুব মিলাই যাবেক্।

যদু। শুনছি সে পাখ্টা যে আজগুবি, শ্যালারা বলে সেটা মানুষের মতন কথা কয়,—মানুষের মতন গান পাড়ে। পাখ্ মেরে মেরে চুল্টা পাক্ল রে, কুথাও ত এমন একটা পাখ্ দেখ্লু না রে।

মধু। ডাক্টা, ঘুঘুটা, হোরাল্টা ই কটা পাখ্ ত খুবই পাই, তা আজকাল সব শ্যালা তীর কাঁড় ধ'রে সে গুলাও শেষ ক'রেছে! এখন মাগ ছাল্যার খাবার পাখ্টা বনে মিলা ভার, সে পাখের ত কথাটাই নাই রে।

বাঁশী। মোধা, বন্টা হাতাড়ে হাতাড়ে খুজ্না রে শ্যালা, যদি কুথাও পাউ ত মিলাই যাব্রেক্—কম ত নয়—দু'হাজার।

যদু। দু'হাজার পাখ্, না কিরে ?

বাঁশী। না রে না, দু' হাজার পাখ্ নয়, দু' হাজার সনার টুক্কা।

মধু। সেটা মনেও করিস্ নি, মানুষের মতন কথা কয় এমন পাখ্ তুই পাবি কুথা। উটা মিছা কথা।

সুরাপাত্র-হস্তে সুরাপানোন্মত্ত কাশী চণ্ডালের প্রবেশ।

কাশী। জয় জয় মা কালি।—মদ খেয়ে না আলি,
মাগ্কে বলি শ্যালী—সে দেই গালাগালি,
বিচার কর্ মা কালি।—তুই গো মুণ্ডমালী।
কিরে শ্যালারা, তরা কি সব মদ খেয়ে ডাঁড়িয়ে আছুস্ ?

মধু। স্থাখ্ দ্যাখ্ কেশ্যা শ্যালা কুথা থিকে ল্যাশা খেয়ে এস্ছে রে ?

কাশী। পাবি কি তুই ল্যাশা
ল্যাশা যে মোর প্যাসা ;
খেলে খাসা খুসি
(মার্) সব শ্যালাকেই ঘুসি।
(সকলকে মারিতে উদ্যত)।

বাঁশী। ওরে—কেশ্যা শ্যালা যে মার্তে আস্তিছে রে, স'রে ডাঁড়া—স'রে ডাঁড়া।

মধু। য়্যাঃ, বড় বাহাদুর ! হাতে কাঁড় আছে বিঁধাই দুঁব।

কাশী। (মধুকে ধরিয়া)
ওরে শ্যালা মধু,
শাদা চোকে শুধু ?

ল্যাশায় ভরা ভাঁড়
তার কাছে কি কাঁড় ?

মধু ও যদু! জয় মা বড়াম, জয় মা বড়াম।

(কাশীকে মারিতে উদ্যত)।

বাঁশী। দে শালাকে মায়ের কাছে ছেড়ং ডেড়ং ক'রে।

কাশী। ওরে শ্যালা বাঁশী,
হ' তুই অবিনাশী।

বাঁশী। শ্যালা, অবিনাশী! অবিনাশী ত তোর মেগের নাম রে শ্যালা, আমি কি তোর মাগ হ'ব রে শ্যালা ?

সকলে। জয় মা বড়াম, জয় মা বড়াম।
মায়ের কাছে ধড়াম, মায়ের কাছে ধড়াম।

দ্রুতবেগে ভোলাচণ্ডালের প্রবেশ।

ভোলা। ওরে থাম্‌রে,—থাম্‌রে,শ্যালাকে মারিস্ নি থাম্ থাম্।

সকলে। তোর কি রে শ্যালা—তোর কি ?
ওকে গেলে বল্ তোর কি ?

ভোলা। উ শ্যালাকে গেরে কি হবে, চ আজ সবাই মিলে মদ খাইগে। রামা চাঁড়াল সেই পাখ্‌টা ধ'রে দিয়ে রাজার মায়াছাটার ঠিঁয়ে যা মিলাই লিয়েচে, তোদিকে আর কি ব'ল্‌ব। রামা দেশের সবলোকগুলাকে খুব মদ খাওয়াচ্চে। রামা তোদিকে ডাকৃতিছে রে ডাকৃতিছে।

কাশীকে মুক্তি-দেওন।

সকলে। বলুকিরে,—রামা পাখ্‌টা ধরেছে ? শ্যালার কপাল খুব রে, শ্যালার কপাল খুব।

ভোলা। স্থাখ্, আজ মায়া মদ্দ কেউ ল্যাশা ক'ত্তে বাকি নাই, তরা যাবি ত চ।

সকলে। যাতি হবেক্, যাতি হবেক্, ল্যাশা ক'ত্তে যাবক্ নি কি রে, যাতি হবেক্।

কাশী। (ওরে) কাশীর অবিনাশি!
কাশী ল্যাশার দাসী,—
গলায় ল্যাশার ফাঁসী
তাতেই সদা হাসি।

(গান করিতে করিতে কয়েকজন চণ্ডাল ও চণ্ডালরমণীর প্রবেশ)

গীত।

ও ললিতে, স্থাথা হ'লে ব'লবি আসিতে।
উরুর্ দিদাং দিদাং দিদাং দাং,
উরুর্ দিদাং দিদাং দিদাং দাং।
হাতো বাঁকা—পাও বাঁকা, চলিতে চরণ বাঁকা,
(হায়—হায়লো)—মহন মুরলী তার হাতে।
উরুর দিদাং দিদাং দিদাং দাং ইত্যাদি।
কৈত ক'রে নিধু বনে মধু খেয়ে বঁধুসনে—
(হায়—হায় লো)—যাই ছিনু যমুনার ঘাটে।
সে বঁধুত হেরে না আঁখিতে—
(ওলো) শ্যামের সাথে দেখা নাই
লোকে কেনে হাসেলো, লোকে কেনে হাসে।
উরুর্ দিদাং দিদাং দিদাং দাং ইত্যাদি।

ভোলা। ওরে শ্যালারা! ল্যাশায় কি উল্মত্ত হ'য়েচু! দেখ্‌চুনি, রাজার মায়াটা তোদের পিছু পিছু আস্‌তিছে।

চণ্ডালগণ। হ্যাঁতরে, পালাই চ পালাই চ। রাজার মায়ার উসব গান টান ভাল লাগবেক্ নি, পালাই চ।

["ও ললিতে" ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

(সুবর্ণপিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষিহস্তে কমলার প্রবেশ)

কমলা। বহুকষ্টে বৎস পুণ্ডরীককে প্রাপ্ত হ'য়েছি, কিন্তু এখনও তা'র স্বরূপে প্রাপ্ত হইনি। এখনও সে পক্ষী—তির্য্যগ্‌জাতি। তবে সে এখন পূর্ব্বজন্মের ঘটনা স্মরণ ক'র্‌তে পারে। আর চন্দ্রও জন্মগ্রহণ ক'রে, শূদ্রক নাম ধারণপূর্ব্বক বিদিশানগরে রাজা হ'য়েছেন। এক্ষণে দু'জনের পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়া উচিত, তা হ'লে শুকের নিকট পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হ'য়ে চন্দ্রের অবতার শূদ্রকের হৃদয়েও কাদম্বরীর বিরহ জেগে উঠ্‌বে। তিনিও শুকরূপী বৈশম্পায়নের মত আপন পূর্ব্ব-দেহ প্রাপ্ত হবেন। আর এইরূপে উভয়ে নিজ নিজ পূর্ব্ব-শরীর প্রাপ্ত হ'লেই, আমারও কার্য্য শেষ হয়। হায়, নিদারুণ পুত্রস্নেহ! তোর জন্য স্বর্গলোক ত্যাগ ক'রে ভূতলে এসে, এমন কি হীনজাতি চণ্ডালের গৃহেও বাস ক'র্‌ছি; না জানি ভাগ্যে আরও কি আছে!

(চণ্ডালরাজ ও চণ্ডালরাজমন্ত্রীর প্রবেশ)

চণ্ডালরাজ। মা কম্‌লি, তুই কি পাগ্‌লী, একটা পাখের লেগে দুহাজার সণা কুচা দিলি?

কমলা। বাবা, এ কি কম পাখী, এ মুখে মুখে বেদ মহাভারত সকলই ব'ল্‌তে পারে।

চণ্ডালরাজ। তা ব'লে একটা পাখের লেগে যদি দুহাজার সণা খুয়াবি, তাহ'লে মোর রাজ্যি থাকে কৈ?

চণ্ডালরাজমন্ত্রী। হ্যাঁরে রাজা, তোর মায়াটার দায় রাজ্যিটা থাক্‌বেক্‌নি রে থাক্‌বেক্‌নি।

চণ্ডালরাজ। ধনা, তুই ঠিক ব'লেচু, তা স্থাখ্‌, তার লেগে মুই কম্‌লিকে বক্‌তি এলু, কম্‌লির মিঠা বাক্‌ শুনে বক্‌তি পার্‌লু না।

কমলা। বাবা, সোণা খরচ হ'লে আপনার কি আর সোণার জন্যে আটক খাবে?

চণ্ডালরাজ। আঃ পাগলি, বলুস্‌ কি? সণা কি আর গাছে ফলে? কত পাখ্‌ মেরে—কত শূয়ার চরিয়ে সণা কটা ক'র্‌লু, আর তুই একটা পাখে সব বিলাই দিলু; এমন ক'র্‌লি কি রাজ্যি থাকবেক্‌?

কমলা। বাবা, আপনার কি সোণার এতই দরকার? আমি মনে ক'র্‌লে এই দণ্ডে আপনার সমস্ত রাজ্য সোণা ক'রে দিতে পারি।

চণ্ডালরাজমন্ত্রী। আঃ পাগ্‌লি, সণা কি অম্‌নি হয়, কত চামড়া বিচে, কত মাস বিচে, কালায় কত মাথা জ্বালিয়ে মোরা সণা করি, আর তুই একলা গটা রাজ্যিটা সণা ক'র্‌বি! আমি উ বাক্‌ শুন্‌বক্‌নি, তুই পাগ্‌লী।

চণ্ডালরাজমন্ত্রী। উ পাগ্‌লী রে রাজা উ পাগ্‌লী।

কমলা। আচ্ছা এই পাগ্‌লীই যদি আপনার রাজ্য সোণা

ক'বে দিতে পারে তাহ'লে আপনি কি দিবেন তাই বলুন না।

চণ্ডালরাজ। আর কি হুব, আর কি সোণা আছে, এখন তীর আছে, কাঁড় আছে, হু'টা হোর্য্যাল্ পাখ্ মেরে হুব।

কমলা। তাই দিবেন, তাই আমার ঢের; আচ্ছা দেখুন, এখনি সব সোণা হ'য়ে যাবে।

চণ্ডালরাজ। ধনা, পাগলী বলে কি রে?

পট পরিবর্ত্তন।

সুবর্ণময় চণ্ডালরাজ্য।

চণ্ডালরাজ। ইকি! ইকি! সব সণা হ'ল, সব সণা হ'ল; আর পাখ্ মার্তে হবে না!

চণ্ডালরাজমন্ত্রী। সে কি রে রাজা, পাখ্ মারা ছাড়্বি কিরে! এই সণার রাস্তা দিয়ে, এই সণার সাতললাটা লিয়ে তুই মুই পাখ মার্তে যাব।

চণ্ডালরাজ। ঠিক বলেচু ধনা, সণার গাছে পাখ্ত সে পাখ্ মার্ব না, সণার মাঠে শূয়ার চরাব না, আমি তা ছাড়্বক্নি রে ছাড়্বক্নি।

চণ্ডালরাজমন্ত্রী। তোর মায়াছাটা বুঝি কেটা হবেক্!

চণ্ডালরাজ। হাঁরে উটা কি মনে ক'র্লে আর অমনি গটা পাকেণ দেশটা সোণা হ'য়ে গেল। উটার কাছে কি মন্তর আছে না কি?

চণ্ডালরাজমন্ত্রী। আছে বৈকি রে, তুই উটার কাছে শিখেলে শিখেলে, তীর কাঁড়্টা সণা ক'র্বি।

চণ্ডালরাজ। মা কম্‌লি, তুই কেবং আটা হ'বি যে মনে মনে সণা গড়্‌।

(নেপথ্যে গীত) সণার মাঠে সণার বাটে সণার গাছে পাখ্‌টা।

কমলা। (স্বগত) এইবার আমার কার্য্য সফল হবার সুযোগ হ'য়েছে; এক্ষণে ইহারা এই আনন্দে মত্ত থাকুক, এই অবসরে আমি কোন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সঙ্গে ল'য়ে বিদিশায় গমন করি।

(পিঞ্জরস্থ শুকের প্রতি) বৎস, তোমার আর উদ্ধারের বিলম্ব নাই। চল মাতাপুত্রে তোমার প্রিয়সুহৃদ্ শূদ্রককপী চন্দ্রাপীড়ের নিকট যাই। [প্রস্থান।

(চণ্ডালগণ ও চণ্ডালরমণীগণের পুনঃপ্রবেশ)

গীত।

চণ্ডালব্যাধগণ। সণার মাঠে সণার বাটে সণার গাছে পাখ্‌টা।
তীর কাঁড়্‌টা লিয়েরে ভাই আয়না দিয়ে লাফটা।
উরুব্ দিদাং দিদাং দিদাং দাং ইত্যাদি।

চণ্ডালরমণীগণ। ঘরে আছে বঁধুলাগর্ কুড়্‌চি আটাং সণার টগর,
আয়না তুলে সবাই মেলে বেঁধে ফেলি খোঁপাটা।
উরুর্ দিদাং দিদাং দিদাং দাং ইত্যাদি।

চণ্ডালকৃষক। ধান ভরা মোর্ পুড়ো খুলে সবত সণা দেখি খুলে,
সণার মাঠে বুলে বুলে ক'র্‌ব না আর চাষটা।
উরুব্ দিদাং দিদাং দিদাং দাং ইত্যাদি।

কাশীচণ্ডাল। সব ত সণা সব ত দানা, কাশী উ সব কিছু চায় না,
মোউল মৌরি সব ত সণা বল্ কুথা পাই মদ্‌টা।
উরুব্ দিদাং দিদাং দিদাং দাং ইত্যাদি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরসীতীরস্থ লতাকুটীর।

তপস্বিবেশে তারাপীড় ও শুকনাস।

তারাপীড়। দেখ শুকনাস, বধূমাতারা উভয়েই আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বহুকাল ধ'রে কঠোর তপস্যা ক'র্‌ছে; মহিষী বিলাসবতী এবং মনোরমাও কাতরকণ্ঠে সর্ব্বদা ভগবান্‌কে ডাক্‌ছে; কিন্তু কৈ, ভগবান্ ত এখনও সদয় হ'লেন না!

শুকনাস। মহারাজ, যোগিঋষিগণ বহুকাল ধ'রে ধ্যান ক'রে যাঁদের তুষ্ট ক'র্‌তে পারেন না, আমরা তুচ্ছ কীটাণুকীট হ'য়ে, কেমন ক'রে সেই দেবতাদের সন্তোষ সাধন ক'র্‌ব। বিশেষতঃ, যতদিন না আমাদের সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, ততদিন কিরূপে সেই চন্দ্রমার অবতার চন্দ্রাপীড় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋষিবংশাবতংস পুণ্ডরীককে পুনর্ব্বার পুত্ররূপে প্রাপ্ত হব!

তারাপীড়। সে কথা যথার্থ বটে, আমরা পাপী ব'লেই এই বৃদ্ধ-বয়সে পুত্রলাভ ক'রে অবশেষে সে পুত্রকেও কালের করাল-কবলে পতিত দেখ্‌তে হ'ল। এক্ষণে মৃতপুত্রের জীবনের আশা বৃথা। মৃতব্যক্তি কি পুনর্জ্জীবিত হয়? দেখ মন্ত্রী, আমার ত সকলই আকাশ-কুসুমের মত বোধ হ'চ্ছে।

শুকনাস। মহারাজ, এ সংসারে বিবিধ কারণে বিবিধ কার্য্যের উৎপত্তি হয়; শাস্ত্রে এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে,

যাহা তর্কের প্রভাবে আপাততঃ মিথ্যা ব'লে বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত সত্য তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে। পুরাণেও নানাপ্রকার শাপ-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। নহুষ, অগস্ত্যঋষির শাপে সর্পরূপ ধারণ ক'রেছিলেন, শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে যযাতি যৌবনে জরাগ্রস্ত হ'য়েছিলেন; অধিক কি, যখন জন্ম-মৃত্যুরহিত ভগবানও কখন জমদগ্নির পুত্ররূপে, কখন রঘুকুলে, কখন বা যদুকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন, তখন যে চন্দ্রমা দেবতা হ'য়েও আপনার ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'র্‌বেন তার আর আশ্চর্য্য কি।

তারাপীড়। চন্দ্রাপীড় যদি যথার্থই চন্দ্রের অবতার, তবে আকাশবাণীর পূর্ব্বে কেন আমরা এ কথা জান্‌তে পারিনি?

শুকনাস। মহারাজ, আপনার কি সেই আশ্চর্য্য স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে নেই? মহিষীর গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে আপনি একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, মহিষীর মুখমধ্যে স্বয়ং চন্দ্রদেব প্রবেশ ক'র্‌ছেন, আমিও স্বপ্নে পুণ্ডরীককে দেখেছিলাম। ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, পরিশেষে শাপও আমাদের বররূপে পরিণত হবে। শাপান্তে চন্দ্রাপীড়রূপী চন্দ্রকে বধূসহ দর্শন ক'রে জীবন সার্থক ক'র্‌ব।

(ত্বরিতগমনে ত্বরিতকের প্রবেশ)

ত্বরিতক। মহারাজ, গন্ধর্ব্বরাজ্য হেমকূট হ'তে গন্ধর্ব্বপতি চিত্ররথ আপনার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছেন। তিনি অদূরে দণ্ডায়মান আছেন, অনুমতি হ'লে এখানে আনয়ন করি।

তারাপীড়। শুকনাস, চল উভয়ে মিলে গন্ধর্ব্বপতির অভ্যর্থনা ক'রে এখানে আনি গে।

শুকনাস। চলুন মহারাজ, সত্বর চলুন।

(কিয়দ্দূর গমন ও চিত্ররথের সহিত পুনঃপ্রবেশ)

তারাপীড়। গন্ধর্ব্বরাজ, আপনার পদার্পণে আজ আমাদের আশ্রম পবিত্র হ'ল। এই বৃক্ষবেদিকায় উপবেশন ক'রে চরিতার্থ ক'রুন।

(সকলের উপবেশন)

চিত্ররথ। রাজন্, আজ আমি স্বর্গপুরে একটী শুভ সংবাদ শুনে এলেম। দেবসভায় শুন্‌লেম যে, অবিলম্বেই চন্দ্রাপীড় ও পুণ্ডরীক শাপের অবসানে পুনর্জ্জীবন লাভ ক'র্‌বে। তাই আপনাদের এ সংবাদ দিতে এসেছি।

তারাপীড়। আপনার কথা শুনে আজ যেন আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হ'ল। দেবগণকে নমস্কার করি, যেন তাঁদের বাক্যই সত্য হয়।

শুকনাস। মহারাজ, দেববাক্য কখনই মিথ্যা হবার নয়; এখন চলুন বধূমাতাদের এ শুভসংবাদ দিইগে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মহাশ্বেতার আশ্রম।

কাদম্বরী উপবিষ্টা—ক্রোড়ে চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ।

কাদম্বরী। সব আছে, সেই মনোহর কান্তি আছে—শরীরের ভুবনমোহন মাধুরী সেইরূপই আছে—আঁখি দু'টী যেন তেমনি ভাবেই আমার পানে চেয়ে চেয়ে প্রণয়-সম্ভাষণ ক'র্‌ছে—মস্তকের কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশগুলি তেমনি ভাবেই শিরোদেশে বিন্যস্ত আছে—আমার প্রণয়-চিহ্ন-স্বরূপ প্রদত্ত শেষহারটী সেইভাবেই প্রাণেশ্বরের গলদেশে লম্বিত র'য়েছে, কিন্তু যে চন্দ্রাপীড় সেই নাই। মায়ামমতাহীন চন্দ্রাপীড় নির্দ্দয়ভাবে আমার হৃদয় চুরি ক'রে, জন্মের মত পালিয়ে গেছে। আমি নিতান্তই হতভাগিনী, তাই প্রাণেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে ছার প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌লেম না। মায়াবিনী আশার আশ্বাসে ও দৈববাণীর অনিশ্চিত অনুরোধে চিতানলে এই দুর্ব্বিসহ জীবন বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হ'লেম না। (চন্দ্রাপীড়কে নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! নয়নে পলক নাই, নাসিকায় নিশ্বাস নাই, তবু ঠিক তেমনি আছে। নয়ন ভ'রে ঐ অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করি, আর হৃদয় ভ'রে ঐ রাতুল চরণযুগলের পূজা করি। (চকিতভাবে) একি! সহসা যেন প্রাণেশ্বরের দেহখানি পূর্ব্বাপেক্ষা লাবণ্যময় ব'লে বোধ হ'চ্ছে! যেন জীবিত

প্রাণেশ্বর আমার কোলে শয়ন ক'রে আছেন। আহা! ঐ যে প্রফুল্ল বদন, ঐ যে আকর্ণবিলম্বী লোচনযুগল, চন্দনচর্চ্চিত প্রশস্ত ললাট, সকলি যেন আজ হাস্‌ছে। ঐ আজানুলম্বিত বাহুযুগল যেন আমায় আলিঙ্গন দিতে আস্‌ছে। একি স্পন্দহীন মৃতদেহ!—না না, এ যে আমার জীবিতেশ্বর চন্দ্রাপীড়। আহা! একবার আলিঙ্গন করি, ঐ বিশ্ববিমোহন কলেবরকে একবার স্বীয় ভুজপাশে আবদ্ধ ক'রে জীবন সার্থক করি। (তথাকরণ)

(চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার ও গাত্রোত্থান।)

কাদম্বরী। (ত্রস্তভাবে কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মানা)

চন্দ্রাপীড়। (কাদম্বরীর হস্ত ধারণ করিয়া) প্রিয়তমে! কেন ভয় ক'র্‌ছ? এই দেখ শাপের অবসানে আমি পুনর্জ্জীবিত হ'য়েছি। এতদিন বিদিশানগরে শূদ্রক নামে রাজা ছিলাম, অদ্য সে দেহ পরিত্যাগ ক'রেছি। আজ সখা পুণ্ডরীকেরও শাপের অবসান হ'য়েছে; মহাশ্বেতা দেবীরও মনোরথ সফল হবে।

কাদম্বরী। আবার প্রাণেশ্বর ব'লে যে আপনাকে সম্বোধন ক'র্‌তে পাব, সে আশা আদৌ ছিল না; এতদিনে বিধাতা আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হ'লেন। নাথ, আজ আপনাকে হৃদয়-সিংহাসনে উপবেশন করিয়ে, নয়ন ভ'রে ঐ মুখশশী দর্শন ক'রে ও হৃদয় ভ'রে আপনার চরণ পূজা ক'রে নারী-জন্ম সফল করি।

চন্দ্রাপীড়। প্রিয়ে, আর ভয় নাই, এবার যত দিন এ দেহে জীবন থাক্‌বে ততদিন আমি—তোমারই। এইরূপ অনন্ত-কাল যেন তোমার প্রেমে আত্মহারা হ'য়ে থাকি। যাই হোক্, দেখ কাদম্বরি, দেবী মহাশ্বেতা সাতিশয় মনঃকষ্টে কাল যাপন ক'চ্ছেন, যাও অগ্রে তাঁ'কে সংবাদ দিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠা দুর কর গে।

কাদম্বরী। না আর একটীবারও না,—একটীবারও আপনার কাছ থেকে যাব না,—একটীবারও আপনাকে নয়নের অন্ত-রাল ক'র্‌ব না। বহু যাতনা ভোগ ক'রে, অশেষবিধ দুঃখের অবসানে, আজ আবার আপনাকে পেয়েছি, বহু দিনের উন্মুক্ত এই হৃদয়পিঞ্জর-মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌ব। যতদিন জীবন থাক্‌বে, ততদিন যেন আপনার শ্রীচরণ পূজা ক'র্‌তে পাই, আর একতিলও কোথাও যাব না।

চন্দ্রাপীড়। (সহাস্যে) সুলোচনে, আচ্ছা মহাশ্বেতার নিকট তোমার একাকী গিয়ে কায নাই, চল দু'জনেই তাঁর নিকট গমন করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মহাশ্বেতার প্রবেশ)

মহাশ্বেতা। গীত।

নিমেষের তরে দিয়ে দরশন
পুনঃ কোথা গিয়ে রহিল।
(ওগো) তা'রে মনে ধেয়ে আশা-পথ চেয়ে
সারাটী জীবন দহিল।
স্বরগে কোথা সে র'য়েছে—

পারিজাত-বনে কুসুম-শয়নে
সুরবালা-মালা প'রেছে—
(হায় !) আর সে মনে কি রেখেছে !
নয়ন-আসারে গেঁথেছি যে হারে
তা'রে কেহ নাহি পরিল।

(পশ্চাদ্দিকে পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ডরীক। গীত।

আমি সেই পুরাতন,
শয়নে স্বপনে যা'রে কর আরাধন।
তোমারি পাশেতে নিয়ত ফিরেছি,
জনমে জনমে কভু না ভুলেছি,
শাপ অবসানে আবার এসেছি
মুছাইতে দুনয়ন
মহাশ্বেতে—

মহাশ্বেতা। সেই পুরাতন স্বর !—"মহাশ্বেতা" বলি
সেই স্বর স্বর্গ হ'তে ডাকিছে আমায় !
এই যে হেথায় আমি—কোথা তুমি নাথ ?
মহাশ্বেতা অভাগিনী এই যে দাঁড়ায়ে
গহন-কানন-মাঝে আপন আশ্রমে,
কোথা তুমি বল বল বিলম্ব না সয় ?

পুণ্ডরীক। (নিকটে গিয়া) মহাশ্বেতে !—
সতীত্বের গৌরবেতে প্রেয়সি তোমার,—
বিপুল তপস্যালব্ধ সুকৃতির ফলে
তব পাশে চারু-নেত্রে এসেছি আবার।

মহাশ্বেতা। এ কি স্বপ্ন!—
স্বপনে কি প্রাণেশ্বর অদূরে চিত্রিত!—
স্বপনে কি পাইলাম পুনঃ প্রাণনাথে!
স্বপ্ন যদি হয় ইহা—অনন্ত-নিদ্রায়
সুপ্ত যেন থাকি হেন স্বপন-আবেশে।
বল—বল প্রাণেশ্বর,
স্বপ্ন ইহা কভু নহে মোর,
সত্য তুমি সম্মুখেতে রয়েছ দাঁড়ায়ে।

পুণ্ডরীক। (মহাশ্বেতার হস্ত ধারণ করিয়া)
মহাশ্বেতে!
স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়—স্বশরীরে আমি
সত্য আসিয়াছি প্রিয়ে নিকটে তোমার
রহিতে অনন্ত কাল তব প্রেমে বাঁধা।

মহাশ্বেতা। এস নাথ, এস নাথ—বাঁধি ভুজপাশে
চিরদিন রাখি তোমা হৃদয়-মাঝারে
পূজিব চরণ দু'টী প্রেম-অশ্রু দিয়া।
বিমানে তপন, তারা—সুর সুরলোকে—
কৃপা করি শুনি মোর করুণ রোদন
পাঠায়ে দেছেন তোমা হৃদয়-ঈশ্বর।
শান্ত হও, শান্ত হও হৃদয় আমার,
যাঁরে খুঁজ হের তিনি সম্মুখে তোমার।

পুণ্ডরীক। মহাশ্বেতে, হইয়াছে শাপ অবসান
তুষ্ট এবে দেবকুল মোদের উপর,
তাই পুনঃ প্রিয়তমে পাইনু তোমারে।

মহাশ্বেতে, মনে পড়ে পূর্ব্বের কাহিনী ?
এই বাল্যলীলা-ভূমি অচ্ছোদ-সরসে,
এইখানে প্রিয়তমে প্রথম দর্শনে
নিজ গলদেশ হ'তে করি উন্মোচন
দিয়েছিলে একাবলী প্রেম-উপহার—
হের এই সেই মালা গলেতে আমার ;
চিনিতে না পার যদি, তাই সুলোচনে,
দেখাইতে অভিজ্ঞান আনিয়াছি সাথে।

(মাল্য প্রদান করিতে উদ্যত)

মহাশ্বেতা। (বাধা দিয়া) চিনেছি, চিনেছি নাথ কহিতে হবে না,
দেখাতে হবে না আর প্রেম-নিদর্শন ;
দেখাইতে পারি আমি হৃদয় খুলিয়া
মানসের চিত্রপট,—আহা যেইখানে
অস্থিতে অস্থিতে আর মজ্জায় মজ্জায়
অঙ্কিত রয়েছে তব ও চারু মূরতি—
অভিজ্ঞান হৃদয়ের অনন্ত প্রণয় ;
অভিজ্ঞান আজীবন আত্মবলিদান।

(কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের প্রবেশ)

কাদম্বরী। (স্বগত) একি ! সখী মহাশ্বেতার নিকট এ পরম রূপবান্ তপস্বী কে ?

মহাশ্বেতা। এই যে যুবরাজ পুনর্জ্জীবিত হ'য়েছেন, প্রিয়সখীর মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েছে। সখী কাদম্বরি, আজ আমাদের

কি আনন্দের দিন, এস এস একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি। (তথাকরণ)

(দ্রুতবেগে চিত্ররথ, তারাপীড়, কপিঞ্জল ও শুকনাসের প্রবেশ)

চন্দ্রাপীড়। এই যে পিতা ও মন্ত্রিবর গন্ধর্ব্বপতির সহিত এই দিকেই আস্‌ছেন।

কাদম্বরী ও মহাশ্বেতা। (সলজ্জভাবে দণ্ডায়মানা)

চন্দ্রাপীড়। (পিতার নিকটে গিয়া) পিতঃ, শ্রীচরণে প্রণাম করি।

(প্রণাম)

তারাপীড়। (চন্দ্রাপীড়কে ধরিয়া) বৎস চন্দ্রাপীড়, পূর্ব্বজন্মে কতই পুণ্য ক'রেছিলেম তাই তোমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হ'য়েছি। তুমি সাক্ষাৎ চন্দ্রমার অবতার, তুমি নিজেই সকলের নমস্য; তোমাকে প্রাপ্ত হ'য়ে শুধু আমি কেন সসাগরা ধরিত্রীও পবিত্রিতা হ'ল; আমি আজ দেবগণ অপেক্ষাও ভাগ্যবান্। এস এস, একবার তোমায় আলিঙ্গন করি। (তথাকরণ)

(অগ্রে অগ্রে বলাহক ও পশ্চাতে দ্রুতবেগে বিলাসবতী ও মনোরমার প্রবেশ)

বিলাসবতী। কোথা নয়নের মণি চন্দ্রাপীড় মোর
সপ্তরাজন্বের এক মাণিক্য-স্বরূপ,
কোথা মোর প্রাণ-পুত্র দেখারে সত্বর ?

চন্দ্রাপীড়। এই যে মা এই যে মা তনয় তোমার,
তব আশীর্ব্বাদে পুনঃ পেয়েছে জীবন,
এই যে মা চন্দ্রাপীড় পদতলে তব।

(প্রণামকরণ)

বিলাসবতী। কে বাপ, এলি কি তুই চন্দ্রাপীড় মোর ?—
মায়েরে কি এত দিনে পড়িল রে মনে ?
আহা! করুণ রোদন-ধ্বনি শুনি দুঃখিনীর
শঙ্কর আবার ফিবে দিয়েছে রে তোরে
অভাগী মায়ের কোল করিতে শীতল ;
আয় বাপ, আয় বুকে জুড়াই জীবন।

(শিরোঘ্রাণ)

মনোরমা। দুঃখিনীর অঞ্চলের একমাত্র নিধি
বৈশম্পায়ন মোর রয়েছে কোথায় ?

কপিঞ্জল। মন্ত্রিবর, এই পুণ্ডরীকই আপনার পুত্র বৈশম্পায়ন। মহর্ষি শ্বেতকেতু আপনাকে পুত্রশোকে কাতর দেখে স্বীয় পুত্র পুণ্ডরীককে আপনার নিকট প্রেরণ ক'রেছেন ; ইনিই প্রকৃত বৈশম্পায়ন ; এঁকে বৈশম্পায়ন ব'লেই জ্ঞান ক'র্‌বেন।

শুকনাস। মহর্ষির আদেশ শিরোধার্য্য।

পুণ্ডরীক। (শুকনাসের সম্মুখে গিয়া)
তাতঃ প্রণাম করি। (তথাকরণ)

শুকনাস। এস বৎস, চিরসুখী হও।

মনোরমা। (অগ্রসর হইয়া)
এই মোর প্রাণপুত্র বৈশম্পায়ন

দুঃখিনীর যতনের হারান রতন,
আয় বাপ, পুণ্ডরীক—অঞ্চলের নিধি।

পুণ্ডরীক। এই যে মা আসিয়াছি তোমারি পাশেতে
দাও পদধূলি হ'ক্ জীবন সফল।

(প্রণাম ও পদধূলি-গ্রহণ)

চন্দ্রাপীড়। (পুণ্ডরীকের প্রতি) ভাই, তুমি কি আমার সেই প্রিয়সখা বৈশম্পায়ন! আমি এ জীবনে তোমার সৌহার্দ্দ্য কখন বিস্মৃত হ'ব না; যতদিন এ দেহে জীবনী-শক্তি থাক্‌বে, ততদিন তুমি আমার সেই প্রাণের ভাই বৈশম্পায়ন। এস এস, একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি। (তথাকরণ)

পুণ্ডরীক।—আর যদি পরলোকেও বন্ধুত্বের আদর থাকে,—যদি স্বর্গবাসী দেবগণও পরস্পর সখ্যভাবে আবদ্ধ হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে সেই অনন্ত-ধাম পরলোকেও আমি যেন তোমার প্রিয় সহচর হ'য়ে থাক্‌তে পাই।

চিত্ররথ। (তারাপীড়ের প্রতি) রাজন্, এখানে আর অধিকক্ষণ বিলম্ব ক'রে কি হ'বে? এক্ষণে মনোরথ সফল হ'য়েছে; একবার এ অধীনের ভবনে পদার্পণ ক'রে চরিতার্থ করুন।

তারাপীড়। গন্ধর্ব্বরাজ, যেখানে সুখ সেই গৃহ। এই আশ্রমকেই আমার সুখের আলয় ব'লে স্থির ক'রেছি, আর এইখানেই জীবন অতিবাহিত ক'র্‌ব ব'লে সঙ্কল্প ক'রেছি। আপনি বধূসহ চন্দ্রাপীড়কে গন্ধর্ব্বপুরে ল'য়ে গিয়ে আনন্দ উৎসব করুন; এ আশ্রম হ'তে আমি আর কোথাও যাব না।

[সকলের প্রস্থান

(কিন্নর-কিন্নরীর প্রবেশ)

গীত।

কিন্নর। (ওলো) দেখ্‌লি দেখ্‌লি কিবা মনোহর
মধুর মিলন সই।
কিন্নরী। সোহাগে ছানিয়ে প্রেমেতে বাঁধিয়ে
নাগরী নাগরে রেখেছে ওই।
কিন্নর। এবে চাঁদ ধরা প'ড়েছে,
সুধাপানে মাতোয়ারা চকোরী
চাঁদে ফাঁদে ফেলেছে।
কিন্নরী। গিয়েছে বিরহ এবার দু'জন
নূতন জীবন পেয়েছে।
উভয়ে। হেরি গিয়ে চল—প্রেমিক যুগল
এমন মিলন কোথাও নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গন্ধর্ব্বলোক।

চন্দ্রাপীড়, কাদম্বরী, পুণ্ডরীক, মহাশ্বেতা, সখী-
গণ, চিত্ররথ, হংস ও কপিঞ্জল প্রভৃতি।

কপিঞ্জল। ধন্য হ'ল আঁখি হেরি যুগলমিলন!
মহাশ্বেতে, কাদম্বরি,—তপস্যার বলে
লভিলে আপন পতি পার্ব্বতীর মত;
এইবার পুণ্ডরীক সুহৃদ্ আমার,
এইবার চন্দ্রাপীড় ধরণীর পতি,
দূরে গেছে বিরহের ভীষণ আঁধার—
দূরে গেছে পুনর্জ্জন্ম বিষম যাতনা—
দূরে গেছে অভিশাপ,—এবে দুইজনে
যাপ সুখে চিরকাল নব অনুরাগে।
কোথা তুমি অন্তর্য্যামী উপাস্য-দেবতা,
ভক্তিভরে কপিঞ্জল করিছে প্রার্থনা
দম্পতীযুগলে যেন রেখ চিরসুখে
তব ঐ সুশীতল চরণ-ছায়ায়।

চিত্ররথ। মদলেখে, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, তোমরা এবার আনন্দ-উৎসবে প্রবৃত্ত হও।

গীত।

সখীগণ। মনোলোভা কিবা শোভা হের রে নয়ন!
নবজলধর পাশে, হরষে বিজলী হাসে,
ফুল্ল কুমুদী সনে শশীর মিলন,
কিবা রূপ নয়নমোহন!

(কিন্নর-কিন্নরীর প্রবেশ)

উভয়ে। প্রেমিকা চতুরা প্রেমে মাতোয়ারা
নধর অধরে সুধা পিইছে কেমন।

সকলে। বিহগ বিহগী অই তুলেছে সুতান
বহে মধুমাসে তায়, মধুর মলয় বায়,
বঁধুর মধুর মুখে হাসিটী কি শোভা পায়!
গাঁথিয়ে যতনে, কুসুম-রতনে,
যুগল-গলেতে দে লো মালা সুচিকণ।

(মাল্যপ্রদান)

(যবনিকা পতন)

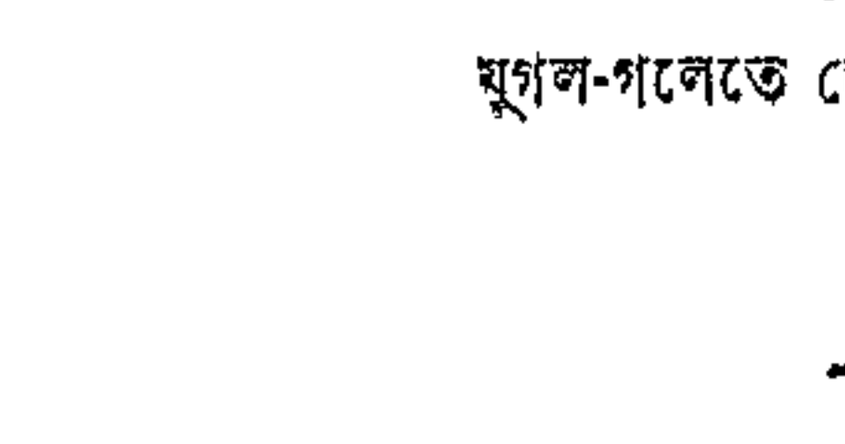

ল-বাবু।

(THE INDIAN SANCHO PANZA.)

বড় দিনের নূতন পঞ্চরং।

১৮৯৭ সাল ২৫ ডিসেম্বর

মিনার্ভা-থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

মজলিস সম্পাদক, পয়জাবে পাজি, গণিনাপ্তিনী, রাঙাঠান্‌দি, কালোবউ, চাঁদামামা, জুবিলী যজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা, ছবি শ্রী, শ্রীমতী প্রণেতা

শ্রীদুর্গাদাস দে প্রণীত।

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩১০।

All rights reserved.

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

কলিকাতা।

২ নং গোয়াবান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"

শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

পঞ্চরৎয়ের মালমসলা।

রত্নগণ

টুনে—ওরফে ল-বাবু।
শিবে—টুনের ভৃত্য।
টেলিফোঁ কুমার,—টুনের শালা (বিজ্ঞান-বাবু)
নরহরি—টুনেব পেট্রণ (Patron)
জ্যাটা যেদো—টুনের বন্ধু (Season friend)
নূতন বাবু ঐ (Old friend)
দধিচূড়া কাব্য-কদলী—টুনের পুরোহিত।

অট্টালিকা চন্দ্র,
ট্রাম কুমার
মোরব্বা বল্লভ
চাট্‌নী চাঁদ
মূলোউল্লো মিঞা
আত্মারাম আচার
} আণ্ডার গ্রাজুয়েট (Under graduate)

Mr. কড়িজী দড়জী পার্শী
বাবু ছাতুরাম মরিচরাম জহুরী
ঘোস্‌পো বেগুনী ফুলুরী তলাপাত্র
পিলিং নেলিং তেলাপোকা।
} হবু-বৈজ্ঞানিক

নভেলী বকাটে ছেলের দল, উড়ে, মুদি, সাহেব চাপরাসী, চোবে, চোপরাসীদ্বয়, হবু-কমিশনার, পাহারাওয়ালা, পশুক্লেশ-নিবারিণী সভার ইনেস্পেক্টর, ফিরিওয়ালা ছোকরাগণ, পাড়ার ছেলের দল ইত্যাদি।

রত্নীগণ।

পাপ।

রেবতী—টুনের স্ত্রী (পাড়া কুন্দুলী)
দিগাম্বরী—টুনের বৃদ্ধমাতা।
মালঞ্চ—টুনের বড় মেয়ে।

মিস্ নক্স ভমিকা
„ আরণিকা
„ পলসেটিলা
„ কেমোমিলা
„ বেলেডোনা
„ চায়না
} ফুটবল প্লেয়ার

গুপ্তীপাড়া সুন্দরী—নরহরির স্ত্রী

তেলাকুচো বিলাসিনী
গাবভেরেণ্ডা বালা
এঁচোড় কামিনী
শাঁক আলু সুন্দরী
পুদিনা মালা
মোচা মালিনী
} রত্নীগণ

স্বাধীনা কুমারীগণ

চৌরঙ্গী চপলা
চেতলা চাতকিনী
হেদুয়া বিরহিণী
জোড়াসাঁকো জোছনা
রায়ট রমণী
} কচী রত্নীগণ

লভ্‌লী লিলী—বিদ্যে
চেরিলী—সুন্দর
মেরিলী—মালিনী
জেলাসী—গুরুদিদি
} বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

চপলা, বিমলা, সরলা, বিদ্যের সখীগণ।

তাঁতিনী, ময়রাণী, দিল্লীউলীদ্বয়, ঘোষ-গিন্নি, মিত্তির বউ, চাষা নাত্‌নী, বষ্টম বউ, বামন ঝিউড়ী ইত্যাদি।

ল-বাবু।

(বড়দিনের পঞ্চরং)

প্রস্তাবনা।

ইডেন গার্ডেনের পার্শ্বস্থ গড়ের মাঠ

(নানা জাতীয় লোক সমাগম)

টুনে ও শিবে গাছতলায় উপবিষ্ট।

মিস্ নক্সভমিকা, মিস্ আর্‌নিকা, মিস্ পলসেটিলা, মিস্ চায়না, মিস্ বেলেডোনা, মিস্ কেমোমিলা।

সকলে। গীত।

ঘুমুর পায়ে ঝুমুর ঝুমুর ফুটবল খেল্‌বো ব'লে।
মল খুলে এসেছি সবে গড়ের মাঠে চ'লে॥
গোলকিপারি ক'র্ব্বে মোদের আরনিকা রাণী,
ব্যাকে থেকে বেলেডোনা দেবে চোক রাঙ্গাণী;
সর্‌বেনাকো বাণী আর চ্যালেঞ্জ চাইতে ছেলের দলে।
বলের বলে গোল ক'রে সব হারিয়ে দেব চ'খের ছলে॥

শিবে। (দৌড়িয়া কাছে গিয়া) ল-বাবু! ল-বাবু! ল'ড়ে এসো, ল'ড়ে এসো—লবদ্বীপ থেকে একদল লইতুন বিবি-বাউল এসেছো গো! বিবি-বাউলের দল এসেছে!! কেমন মাঠে যাত্রা কচ্ছে দেখ। হোঃ! হোঃ!! এনকু! এনকু!! এন্‌কু!!! (হাততালি দেওন)।

আরনিকা। নক্সভমিকা! নক্সভমিকা!! পল্‌সেটিলা, কেমো-মিলা, (Pull his ears, Pull his ears,—পুল হিজ ইয়ার্স্) (কাণ ম'লে দেওন।)

টুনে। বলি ;ও হোমিওপ্যাথিক কুললক্ষ্মী বাছারা! বলি এতটা বাড়াবাড়ি কেন? কুলে কালি দিয়ে, বাপ মার নাক কাণ কেটে তো মাঠে এসেছ; আবার এই গরীবের ছেলের কাণমলা কেন? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! দড়ী জোটে না, কলসী জোটে না? মুণ ছিল না?

সকলে। গীত।

গুণ পুরুষ গঞ্জনা আর দিওনা করিহে মানা।
শাসনেতে রাখ্‌লে পরে সাধ্য কি দি মাঠে হানা॥
হ'য়ে ধান কাণা, ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা আর ত চলে না,
(তোমারা) চুণ কালী সব দিয়ে গালে, গলায় দড়ী দাওগে না;
আয়লো আয় বেলেডোনা, কাণটী ম'লে দিয়ে ঠোনা,
আনিগে আঁস্‌বঁটী খানা॥

[গালে ঠোনা মারিয়া প্রস্থান।

শিবে। এন্‌কু! এন্‌কু!! এন্‌কু!!! ভ্যালারে মোর লবদ্বীপের মাতলীরে।

টুনে। থাম্ ল্যাকা ব্যাটা থাম্। আর কুকুর ডাক্তে হবেনা। ও! মাগীগুলো গালে ঠোনা মেরে গেল। Oh! Oh! কত X' mas গেল! কত—New years গেল, দু দুবার এমন জুবিলীটা গেল; সাহেব ধ'র্ত্তে দারজিলিংয়ে গেলুম্, ভুটিয়াদের ভাত খেলুম্, কালীঘাটে জোড়া মোষ মান্লুম্, তারকেশ্বরে হত্যে দিলুম, কাশীতে বিশ্বেশ্বর প্রদক্ষিণ ক'র্লুম, বেণীমাধবের ধ্বজায় চ'ড়্লুম, ব্যাসকাশী গেলুম, দুগ্গোবাড়ীতে বাঁদর ভোজন করালুম, শ্মশানেশ্বরের মাথায় সগুষ্টিতে প'ড়ে গঙ্গাজল ঢাল্লুম, থোসামুদে ব্যাটাদের কত খিচুড়ী খাওয়ালুম, তবু টাইটেল পেলুম না, তবু টাইটেল পেলুম না!! তবু টাইটেল পেলুম না!!!

শিবে। ইস্, ল-বাবু! এন্কু! এন্কু!! এন্কু!!! তুমি হগ সাহেবের বাজারে চল, আমি তাল আর তেল কিনে দেব, বেশ ফুলুরী হবে।

টুনে। ওরে শালা শিবে! টাইটেল, টাইটেল। তাল তেল নয়; উপাধি,—মান। রায়বাহাদুর হব। সে কি হগ সাহেবের বাজারে পাওয়া যায় শালা? (লাথি মারন)।

শিবে। ইস্, ল-বাবু! তুমি যে কাণমলা খেয়ে লাথি ধ'রলে দেখ্ছি। আমি মেথরের লাথি খেতে পারি, কিন্তু তোমার মতন লাথখোরের লাথি খেতে পার্বো না। ল-বাবু! এই রইলো তোমার খাতা, আর এই রইলো তোমার চাক্রী। থাক তুমি মাঠে ব'সে, আমি বেজা ময়রার দোকানে চ'ল্লুম।

টুনে। থাম্, ল্যাকা ব্যাটা থাম। ব'স্। উঃ! কি পরিতাপ! উইলসনের হোটেলে ফাউল খেতে গেলুম, আউল আউল ক'রে তাড়িয়ে দিলে। বজবজের জাহাজে কাপতেন ধ'র্তে গেলুম,

একটা সারেঙ্গ এসে Boy, Boy ব'লে গালে চুমো খেলে, রাস্তার সাহেব পাহারাওলাকে টাইটেলের কথা ব'ল্লুম—Brute ব'লে বেশ দু চারটা রদ্দা দিলে। লাটসাহেবের বাড়ীতে ঢুক্‌তে গেলুম, কানম'লে লাল ক'রে ছেড়ে দিলে। তার ওপর আবার মাগী-গুলো গালে ঠোনা মেরে গেলো। যাই, ঝিলে ডুবে মরিগে, নর-হরির গা'ল আর খেতে পারি না, আর খোসামুদে-শালাদের খিচুড়ী ভোজন করাতে হইবে না—যাই।

(যাইতে উদ্যত)

(মূর্ত্তিমান পাপের আবির্ভাব)

পাপ।

শোন্ টুনে শোন্, করিয়া যতন,
দেখ ত্রিভুবন মম অধিকার ;
হবে একাকার, না রবে বিচার,
ঘরে ঘরে ঘরে হবে হাহা-কার।
মাহাত্ম্য আমার, দেখ এক বার,
লাল-দিঘি সেঁচ করিয়া যতন ;
জলধির গর্ব্ব, হয়ে যাবে খর্ব্ব,
মম বরে পাবে অমূল্য রতন।
নরনারী কত, টাইটেল যত,
উঠিবে নাচিবে হাসিবে গাইবে ;
মেয়ে গুলি মোর, প্রেমেতে বিভোর,
কারে ভারে সেই মজিবে মজাবে।

আমার ভগিনী, সাহেব-বিরহিণী,
তুলিবে উড়ায়ে মজার ধ্বজা ;
আফিঙ্ খাইবে, গলে দড়ি দিবে,
জাতি কুল খাবে হবে কত মজা।

(পাপের গীত)

মাম্‌টী আমার পাপ,
কলি আমার বাপ,
মজাই আমি যারে তারে।
আমি চোক ঠেরে ইসারা ক'রে,
ভোলাই খেলাই প্রেমের তারে ॥
পীন পয়োধরে দোলে ফুল-মালা,
কাল কেশ করে নিতম্বেতে খেলা,
স্বভাব আমার গরল ঢালা,
সুধা ব'লে খেয়ে মরে।
ভালবাসি পাপের হাসি,
পুণ্য নাশি যত্ন ক'রে ॥

[অন্তর্ধ্যান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিডনষ্ট্রীট।

মিনার্ভা থিয়েটারের সম্মুখ।

(অট্টালিকা-চন্দ্র, ট্র্যামকুমার, মোরব্বাবল্লভ, চাট্‌নি-চাঁদ, মূলোউল্লো, আত্মারাম আচার প্রভৃতি কতকগুলি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের সিঁড়ি কাঁদে বাল্‌তী ও পোঁচ্‌ড়া হস্তে প্রবেশ।)

সকলে গীত।

আমরা পাশ হয়েছি এবার এলে,
আফিসেতে গিয়েছিনু চাকরী ক'র্‌ব ব'লে।
সাহেব দিলে কাণটী ম'লে,
হাতে দিলে বাল্‌তী তুলে,
এখন পোঁচ্‌ড়া হাতে সিঁড়ি কাঁদে, কলি ফেরাই ছ্যালে ছ্যালে॥
হায়রে বিশ্ব বিদ্যালয়,
তুমি ছেলের যমালয়,
প'ড়ে শুনে গাধা হ'য়ে ঢুক্‌তে হ'লো মেতুয়া-দলে,
য়্যাপ্রেণ্টিস্ খাটিয়ে নিয়ে চুণকালী শেষ দিলে গালে॥

মূ-উ। Brother অট্টালিকাচন্দ্র, quick march, থিয়েটারের সাম্‌নে বেশীক্ষণ দাঁড়ান হবে না, বেটারা ভারী পাজী;

দেখ্‌বে আর এখুনি আমাদের বড়দিনের Pantomimeএ সং সাজিয়ে দেবে।

অট্টা। হে পরমেশ্বর! তোতাপাখী যা পারে না, ধোপার গাধা যা পারে না, আমি তা ক'রেছি। আমি মুখস্থ ক'রে পরিশ্রম ক'রে পাশ ক'রেছি। হয় আমাকে বড় লোকের শালা, না হয় জমীদারের শালীপতি ভাই, না হয় হাকিমের জামাই, না হয় কোম্পানীর পুষ্যিপুত্তুর, নিদেন কোনও ডিপ্লোমা-প্রাপ্তা মিড্‌ওয়াইফের হজ্‌ব্যাণ্ড্‌ ক'রে দাও। চাঁট্‌নীচাঁদ! আর বাল্‌তী সিঁড়ি বইতে পারিনি।

চাঁটনী। মূলোউল্লো! মূলোউল্লো! কেন কর ভয়,
হইয়াছি সৌখীন মেতুয়া,
ছাড়ি হেন আত্ম-অভিমান, ল'য়ে বালতী সিঁড়ি কাঁদে।

মূ-উ। Brother মোরব্বা-কুমার! চাট্‌নীচাঁদ ভায়া Act ক'ল্লে বেশ। তুমি একটু কংগ্রেসী ভাষায় বক্তৃতা দাও।

মোরব্বা। দাদা মূলোউল্লো! এই সিঁড়ি কাঁদে ক'রে, বাল্‌তী ব'য়ে, পোঁচ্‌ড়া টেনে টেনে দেহ দার্জিলিঙ্গের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে, আর বড় বক্তৃতা কর্‌বার সাধ নেই, কলেজের গরম এই বাল্‌তী ব'য়েই নরম হ'য়ে গেছে, চল।

মূ-উ। Brother, তবে কেন চাকরী স্বীকার ক'ল্লে?

মোরব্বা। পেটের দায়ে দাদা, পেটের দায়ে! পেটের দায়ে চাকরী স্বীকার ক'রেছি। এই দেখনা, পেটের দায়ে জুতোর ঠোক্কর খাচ্ছি, পেটের দায়ে আফিসে কাণমলা খাচ্ছি, পেটের দায়ে মিথ্যাবাদী জোচ্চোরের কাছে, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ব'লে জোড় করে দাঁড়াচ্ছি। পেটের দায়ে, মান অভিমান ত্যাগ

ক'রেছি, পেটের দায়ে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ত্যাগ ক'রেছি ; এমন কি, পেটের দায়ে, চাকরীর জন্যে নিজের পরিবারকে, সুপারিস করবার জন্যে, অম্লান বদনে যেথা সেথা পাঠাচ্ছি। দাদা, এখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছি,—সৎপথ। সৎপথে থাক্‌লে, অবশ্য পেটের দায়ের জন্যে ভাব্‌তে হবে না। এখন তোমার বক্তৃতা পত্ত গত্ত ঐ হাবড়ার পোলের নীচে পুতে রেখে এসোগে। চল, স্বাধীন ব্যবসা করা যা'ক—বেগুণী ফুলুরীর দোকান খুলিগে।

[সকলের প্রস্থান।

(কতকগুলি ছেলের প্রবেশ)

সকলে। গীত।

ফাই ফাই ফাই বার্ডসাই,
এখন টুক্ ক'রে যাই, চুক্ ক'রে খাই,
রাস্তাতে গড়াই (বুঝ্‌লে ত ?)।
বাক্স ভেঙ্গে গয়না নিয়ে,
বেশ্যা-বাড়ী বাঁধা দিয়ে,
পুলিস কোর্টে ফাইন দিয়ে,
বাবার মুখে জ্বালি দেশলাই ॥
বেলা গেলে ব'সে বাগানে,
চেয়ে থাকি ছাদের পানে,
Love scene play করে,
(Hero) হিরো হ'তে চাই ;
আবার পান্‌সী ক'রে পারে গিয়ে জেলাসী দেখাই ॥

[প্রস্থান।

(টুনের চাদরের এক দিকের এক খোঁটে আপনার কোমর বাঁধিয়া, অপর দিকে মুটের কোমর বাঁধিয়া অগ্রে অগ্রে গমন)

টুনে। সত্যযুগে যেমন মৎস্য অবতার ; ত্রেতাযুগে যেমন বামন অবতার ; দ্বাপরযুগে যেমন বুদ্ধ অবতার ; আর এই কুলিযুগে তেমনি কুলি অবতার। অবতার গুলি যেমন এক একটী পলিসিবাজ, মুটে ব্যাটাগুল তেমনি চোরের সর্দ্দার। এক এক ব্যাটা যেন হোসেন খাঁর নানা ; চোকটী যদি পাল্‌টেছ, অম্‌নি রাস্তা ভুলে গলি ঢোকবার চেষ্টা। দেখি চাঁদ, এইবার কেমন ফাঁকি দাও। আও, আও, চক্ষুদান মৎ দেও।

মুটে। (স্বগত) এ হালা হুম্মুন্দী, মুইট্যারে ল্যাজে বাঁধি খুব চ'ল্‌তিছে। হালা ত ছাবে দ্যাড়-পুইসা, লইতুন বাজার থেনে, লাচঘর অব্‌ধি লিয়ে আস্‌ছে, বলে আরও যাতি হবা। (প্রকাশ্যে) ওগো, ওগো বাবু মশই ! মোরে পদ্দার লায়ের মত গুণ্‌ টান্‌তিছ কেনে বল ত ?

টুনে। কুলিশ্রেষ্ঠ ! তুমি ভেবোনা। আমি তোমাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারি, পয়সা দিলেও দিতে পারি, না দিলেও দিতে পারি। কেননা তুমি জান না, তুমি জান না, আমি রায় বাহাদুর হব, পাড়ার লোকের মুখে চুণ কালী দেব। মুটে ভাই ! তুমি মুসলমান, আমার জন্যে তুমি রেকমেণ্ড ক'র্‌বে কিনা বল। তোমার পায়ে ধরি তুমি বল, তোমার পলাণ্ডু-নিঃসৃত রসুনামোদিত রসনাতে বল। (পায়ে ধরা)

মুটে। বাবু ! আপনি হ'চ্চেন হাঁদু, টাহার মানুষ মুইটার গোড় ধরেন কেনে ?

টুনে। মুটে চাচা ! আর হিঁদুয়ানীতে সক নেই, হিঁদুগিরি

ক'রে একটী পয়সা জমাবার যোটী নেই। হিঁদু-ধর্ম্মে পয়সা রাখা মহাপাপ। সেই জন্যে হিঁদুর বার মাসে তের পর্ব্ব, পনের তিথিতে পঁয়তাল্লিশ ব্রত, সাতপুরুষের শ্রাদ্ধ, চোদ্দ পুরুষের তর্পণ, সাত সাতে ঊনপঞ্চাশ পুরুষের গয়ায় পিণ্ডিদান ; ভিক্ষুককে ভিক্ষে না দিলে পাপ, জগন্নাথ ক্ষেত্রে আটকে না বাঁধ্‌লে মহাপাপ ; ওলাবিবি শেতলা দেবী, এঁরা ত ডেকে-খেগো দেবতা। আর এই অন্নপ্রাশন, নামকরণ, চূড়োকরণ, উপনয়ন, নৌকা গঠন, ঔষধ করণ, সীমন্তোন্নয়ন শান্তিস্বস্ত্যয়ন, ধান্য বপন, রাজ দর্শন প্রভৃতি নশ নিরনব্বুইটে খুটী নাটী আছে। তার ওপর নিজের পরিবারটীকে বেচে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। বেয়াইএর ছেলের নাক-ফোঁড়ন-মলমের জতুক চাই ; বেয়ানের সাধ ভক্ষণে পৃথিবীর জিনিষ চাই ; বেয়াইএর চাকরী আছে উপরি নেই, সেটী দিতে হবে ; বেয়াই আর বেয়ান যদি আশ্বিন মাসে, পাকা আম খেতে চান, আর এখানে যদি না পাওয়া যায়, তবে লঙ্কা থেকে এনে দিতে হবে। মুটে চাচা! এই রায় বাহাদুরটা হয়েই একটা মাঝামাঝি হিঁদু হব।

(জৈনিক উড়ের প্রবেশ)।

উড়ে। (স্বগত) মুটে শড়া বাবুকে বাগুড়া করুছি নাকি, ই—শড়ারা গাঁইটছড়া বাঁধি কি কোঁউটী যাউচি ?

টুনে। উড়ে খুড়! তুমি আমার Futherএর friend ছিলে। তুমি আমার ধর্ম্ম-বাপ্, আমি তোমার ধর্ম্ম-পুত্র। তুমি চেষ্টা ক'র্‌লেই আমি রায় বাহাদুর হব। এস, তোমায়ও চাদরে বাঁধি। (উড়েকে ধরিতে যাওন)

উড়ে। ই—শড়া বাউরা হউচি, বাউরা হউচি।

[প্রস্থান।

(তাঁতিনীর প্রবেশ)

তাঁতিনী। গীত।

কেন শীষ দিয়ে সব ডাকে আমায় তাঁতি বউ ব'লে।
আবার চোক ঠেরে ইসারা করে, রাস্তা দিয়ে চলে গেলে॥
আমি একলা মায়ের একলা মেয়ে
(এনে) কলুকাতাতে দিলে বিয়ে,
ভাতার ম'লো আফিং খেয়ে, স্বাধীন হলুম ব্যবসা খুলে॥

(শিবের প্রবেশ)

শিবে। একন্! একন্!! একন্!!!

তাঁতিনী। আ ম'লো, এ বেটা কোত্থেকে এলো বেটা যেন আস্ত ভূত।

শিবে। তাঁতি ঠান্‌দি! লাগাও, লাগাও, খুব লাগাও! আমি তোমায় পেরাণ দেব। আমার প্রাণে বহুত ফুর্ত্তি হুয়া, জয় মা কালী! (সুর করিয়া)

"কলঙ্কেতে ভয় করোনা বিধুমুখী।
যে যা বলে স'য়ে থেকো হয়ে আমার দুঃখে দুখী।"

এন্‌কোঁ! এন্‌কোঁ!!

টুনে। হে লজ্জা নিবারিনী তাঁতিনি! তোমার কাপড়ের তালিকা আছে।

তাঁতিনী। হ্যাঁ ক্যাটলগ্ আছে। এই নিন্; মুখেও শুনুন।—

আছে গাঁট্‌রি পোরা কাপড় সেরা বলব কত বল।
থদ্দের গুন কিন্‌তে এসে করে কত ছল॥
জলসাগু পাতিলেবু ডাক্তার বাবু পেড়ে।
হাবু ডুবু বাস্ত ঘুঘু মন নিয়ে যায় কেড়ে॥
কাদম্বিনী সৌদামিনী মহন্ত মানিনী।
কুসুম কলি কিস্‌মিকুইক্ বোস্‌জা বিনোদিনী॥
উকিল কোকিল পেড়ো আহা মরি মরি।
পচার পিসি হাসি খুসী নাগর নাগরী॥
সোনার চুড়ি মুড়কী মুড়ি এডিটর ধাক্কা॥
থেংড়া পেড়ে ডেক্‌রা পেড়ে আর পেড়ে অক্কা॥
হাইকোট জষ্টিস্ পাছা পাছা বেলচেম্বার।
উড্‌রোফ্ ইভান্স পাছা, পল পাছার বাহার।
ব্যান্যার্জী চ্যাটার্জী পেড়ে, পেড়ে চক্রবর্ত্তী।
কিন্‌তে আসে ঘুরে ফিরে অনেক যুবতি॥
মিউনিসিপালিটি, ইউনিভারসিটি, আর পুলীশ পেড়ে।
কিন্‌লে পরে এসব, কাপড় আছাড় খেয়ে পড়ে॥
আড়নয়ন ইসারা পেড়ে আর মুচ্‌কে হাসি।
কুৎসিতা রমণী হয় স্বর্গের রূপসী॥
আমার আলমারিতে অনেক কাপড় রেখেছি সাজিয়ে।
পর আমার কাপড় খানি কাঁটা খোঁচা দিয়ে॥

শিবে। বাঃ বাঃ গোলাপি গাওেরী বিবি। বাঃ বাঃ বহুত আচ্ছা হায়। ল-বাবু তাঁতিনীকে বাড়ী লিয়ে চল।

টুনে। তাঁতি রমণি! তুমি কবি, তুমি গায়িকা, তুমি নাইকা।

তোমার আখ্যায়িকা আমি সংবাদ পত্রে প্রকাশ ক'র্‌ব। আর কিছু কাপড় আছে?

তাঁতিনী। গীত

আমার নূতর তাঁতের কোরা কাপড় নূতন আমদানী।
নগদ দামে লাভ নেবনা ক'রব না কো বেইমানী॥
আমার সখের তাঁতের সখের কাপড় কিন্‌তে কেউ এলে।
বসিয়ে তারে 'বেচ্‌বো কাপড়, আল্‌মারী খুলে॥

শিবে। উঃ! ল-বাবু! মাইরী ব'ল্‌ছি ল-বাবু! আমি উদাস হইচি, তাঁতিনী ঠান্‌দি! তুমি লোকা ধোপা, তুমি সাঁতরা কোম্পানী।

টুনে। তন্তুবায় ঝিয়ারী, তুমি ভিন্ন আর কেউ আমায় রায় বাহাদুর ক'র্‌তে পারবে না। তুমি অনেক বাড়ী ভ্রমণ কর, অনেক বড় লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে, তুমি মনে ক'ল্লেই হবে। তাঁতি রমণী, আর একটী কথা তোমায় নিরিবিলি বলি, খুব চুপি চুপি বলি; শোন, তোমার যা কিছু আছে, আমার নামে উইল ক'রে দাও, আর তাঁতের আমমোক্তার নামটী আমায় দাও, তুমি দেখ্‌বে, আমি বই লিখে, বক্তৃতা দিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে, ম্যান্‌চেষ্টারের সব কল তুলে দেব। তোমার কাপড়ের প্রতি এই ভেতো বাঙ্গালীদের নজর প'ড়বেই প'ড়বে। তোমার সব কাপড় উঠে যাবে।

শিবে। ল-বাবু! তুমি তাঁতিনী ঠান্‌দিকে বিয়ে ক'রে ফেল। তাঁতিনী তোফা লোক! ঠিক যেন গোপালে উড়ের দলের মালিনী মাসী।

তাঁতিনী। দেখুন, যে বাঙ্গালীরা ছেলে মেয়ের অসুখ হ'লে, আর খই বাতাসা খাওয়ায় না, যে বাঙ্গালীরা আফিস্ থেকে আস্-বার সময়, এক পয়সার তামাক বাদে, পনের আনা তিন পয়সার বিলাতী জিনিষ কিনে আনে, যে বাঙ্গালীর মেয়েরা ফ্যান্সি পোষা-কের জন্য স্বামী বেচারিকে ঋণগ্রস্ত ক'র্‌তে ক্রটী করে না, যে বাঙ্গালীরা ছেলে মেয়েকে বিলাতী দাইএর দ্বারা লালন পালন করায়; সেই বাঙ্গালীরা কি আবার দেশী কাপড় কিনে প'র্‌বে, এ আশা করেন?

টুনে। (চাদর টানিয়া ইঁট বাঁধা দেখিয়া) অ্যাঁ! কুলি কোথা গেল? কুলি! কুলি! কুলি—অ্যাঁ! পালিয়েছে। শালা ভারি ফাঁকি দিয়েছে। শালা আবার ইঁট বেঁধে দিয়েছে। ওঃ! জোচ্চোর কখন সেয়ানা হয় না। শিবে! শিবে! আয় এই গলিটা দেখি।

[প্রস্থান।

শিবে। ল-বাবু! পাক্‌ড়ো শালাকো! হাম্ পিছু পিছু দৌড়্‌তা হ্যায়।

[প্রস্থান।

তাঁতিনী। গীত।

আমার নূতন্ তাঁতের কোরা কাপড় নূতন আমদানি।

(সজোরে দধিচূড়া কাব্য-কদলীর প্রবেশ।)

দ-চূ। ভোঃ! ভোঃ! তাঁতিনীং! ফেরোং, ফেরোং, টুনে মম শিষ্যং। এতদ্ধেতু এতক্ষণং আমিং প্রাইভেটং, থুড়িং থুড়িং, বিষ্ণুং বিষ্ণুং, আড়াল থেকেং তব মণ্ডানং গীতং শ্রোত্যাঃ, কর্ণ ছিদ্রং পরিতৃপ্তং প্রতিগৃহ্নতাং।

তাঁতিনী। ভট্টচায্যি মশাইং প্রণামং।

দ-চু। সাধুং! সাধুং!—সেবাদাসীং হবিষ্যামিং।—

তাঁতিনী। দাদাঠাকুর! বিধবাং যে আমিং।

দ-চু। ওই ভর্ত্তৃদারিকে! সাধুং সাধুং আবাভ্যাম্, বিদ্যা-সাগরভ্যাং, ছাত্রভ্যাং নাস্তিং ফল্টং ন দোষং।

তাঁতিনী। তোমার ফল্টং, ফল্টং বাথং। গানং জানং?

দ-চু। গানং? হুং! অহনি। চর্ব্বিশ ঘণ্টানি ধরাণী অলাবু বাদ্যং কার্য্যং কুরুং।

তাঁতিনী। কুরুং, কুরুং রাথং! সুরুং ধরং!

দ চু। গীত।

তাতিনীং তুমি মম শ্রীরাধাং আমিং তব শ্রীহরিং।
তোমার তরেং শিষ্য বাড়ীং করবং কলা চুরীং॥
(ক'রুবো ময়দা চুরীং ক'রুবো ঘৃত চুরীং)

তাঁতিনী। অহং চাল কলাতে, ঘি ময়দাতে পিরীতি কিং করীং।
মনের মতন মানুষ পেলেং উপোষ ক'রে মরিং॥

দ-চু। তাতিনীং নেওয়া পাতীং ভুড়িং নগং মাথায় লম্বা টিকিং॥
কাল বটেং রং টুকুং আলু চেরা আঁখিং।
ট্যাঁকে গোঁজা দেখনা চেয়ে দুয়ানী দুটীং।
প্রণমি শ্রীপাদপদ্মেং পদতলে লুটিং॥

তাঁতিনী। ওরে টুলং ফুলং পণ্ডিতেরে কেয়ারং কিং করিং।
আমার তরেং ছোঁড়াং বুড়াং বুকে মারে ভোঁতা ছুরীং॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

টুনিরামের আড্ডা বাড়ী।

শিবে ও টুনে।

শিবে। ল-বাবু! এক খানা গাড়ী আনি। চল, চুনোগলি চলো। একদল গোরার বাড্ডি চাই, একটা হল্লা ক'র্‌তে ক'র্‌তে বেরুতে হবে।

টুনে। ওরে শালা শিবে! গাড়ী-ভাড়া কে দেবে? নরহরি শালা ব'লেছে আর এক পয়সা দেবে না।

শিবে। গাড়ী চ'ড়্‌বে না কি ল-বাবু? কোন্ ল্যাকা ব্যাটা ব'লেছে পয়সা দেবে না? হাম্ দেঙ্গা।

টুনে। শিবে! শিবে! আর গাড়ী চড়বার সাধ নাই। হাতীতে চ'ড়েছি, ঘোড়াতে চ'ড়েছি, গাধাতে চ'ড়েছি, উটেতে চ'ড়েছি, গাজনের সময় সং দিতে এস্‌কাভেন্‌জারের গাড়ীতে চ'ড়েছি, রামলীলায় ফাঁকি দিয়ে নাগরদোলায় চ'ড়েছি; এস্তক ঠেলা গাড়ী থেকে সুরু ক'রে গরুর গাড়ী পর্য্যন্ত চ'ড়েছি। যৌবনে অনেকবার ঝোলায় চেপেছি, এখনও মাঝে মাঝে চাপি। পাঁজা কোলাতে যে কতবার চেপেছি তাহা আমার মনে নাই।

শিবে। হাঃ! হাঃ! ল-বাবু থ্যাঙ্ক ইউ। কুছ্ পরোয়া নেই, তোমার ইস্পিরিট নিয়ে চলেঙ্গা, হেঁটে পাড়ি মারেঙ্গা। ল-বাবু, তোমাকে রায় বাহাদুর ক'র্‌কে তবে হাম্ জলগ্রহণ করেঙ্গা।

(টেলিফোঁ কুমারের প্রবেশ)

টেঁ-কু। গ্রিফ! গ্রিফ! ইন্‌টেন্স গ্রিফ! টুফোল্ড গ্রিফ! দুঃখ! দুঃখ! অতি দুঃখ! ডবল দুঃখ! ভগ্নী-স্বামী! আমার প্রাণ ফেটে গেল।

শিবে। এন্‌কু! এন্‌কু!

টুনে। পত্নি-ভ্রাত! শ্বশুর-সন্তান! পুত্র-মাতুল! শাশুড়ী-নন্দন! তোমার আবার কি দুঃখ? একবার প্রকাশ ক'রে বল।

টে-কু। দেখ আমার প্রথম দুঃখ আমার প্রেয়সী ফুলরীওলীর সঙ্গে মিলন হ'লো না। দ্বিতীয় দুঃখ তুমি রায় বাহাদুর হ'লে না। তৃতীয় দুঃখ আমি বড় লোকের শালা হ'তে পাল্লুম না।

টুনে। তো শালার আবার প্রেয়সী কেরে?

টে-কু। আহা! সেই শান্তিপুরের চন্দ্রমুখী তাঁতী বউ যিনি ফেরি ক'রে কাপড় বেচেন, যিনি মোটা সুতো সরু করেন। সরু সুতো মোটা করেন; যিনি বিবাহের আগেও বিধবা ছিলেন, বিবাহের পরেও বিধবা হইয়াছেন। আহা সেই প্রেয়সীকে কত-ক্ষণে পাব।

টুনে। সে যে বুড়িরে শালা।

টে-কু। কি ব'ল্লে বোনাই? কি ব'ল্লে দিদি-নাথ? সে বুড়ী? সে বুড়ী? যাই তবে ফাদার সপেটাসোঁর কাছে যাই, বিজ্ঞানবলে বেটীকে যদি ছুঁড়ী ক'র্‌তে পারি?

[প্রস্থান

শিবে। ল-বাবু! এ শালা কে গা? এ শালা এলো আর ছুটে পালাল; এই শালা কি তোমার শালা? আমি থাক্‌তে এখানে কোন শালা কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না।

(মদন মুদীর প্রবেশ)

বাঃ। ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আর এক শালা হাজির।

মুদী। টুনি বাবু! টাকা দাও! মাথায় আগুন জ্ব'ল্‌ছে, দাঁড়াতে পারিনে।

শিবে। স'রে যা, ল্যাকা ব্যাটা স'রে যা! আগে ল-বাবুকে রায় বাহাদুর করি, তার পর আসিস্।

মুদী। তুই থাম্ শালা খোসামুদে, থাম্ শালা বেইমান।

শিবে। ল-বাবু! শালাকে তাড়াও। লইলে শালাকে এক ঘুসি মারেঙ্গা, হুঁ—

মুদী। ওরে শালা জোচ্চোর! আজ তিন বচ্ছর যে ক গণ্ডা পয়সা খেয়ে রেখিছিস্ তাই দেঙ্গা দেখি? শালার যে এখুনি কান-ম'লে দেঙ্গা।

শিবে। আচ্ছা দাঁড়া শালা! আগে মিত্তেকে ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

টুনে। মুদে দাদা! দেনা আমি দিতে পার্‌ব না। দেনা দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নয়।

মুদী। টুনি বাবু! তোমার উদ্দেশ্য ফুদ্দেশ্য তুলে রাখ, আগে টাকা দেও।

টুনে। হে মুদে! তুমি মিলের এসে পড় নাই। চীনের ইতিহাস পড় নাই, ইয়াকোবামার ড্রামা পড় নাই, কামস্‌কাট্‌কার ফার্স পড় নাই, নবাজেমলার প্যাণ্টমাইম পড় নাই, হাঙ্গেরির হিউমার পড় নাই, উত্তমাশা অন্তরীপের উইট পড় নাই, আমেরিকার সায়েন্স

পড় নাই, বেলজিয়নের বোটানি পড় নাই, মক্কার মেটিয়ামেডিকা পড় নাই। সিরাজউদ্দৌলা জগৎশেঠের কাছে দেনা ক'রেছিল। আমাদের রাজা, যার অন্নে প্রতিপালিত, তাঁরও দেনা আছে। দেনা আছে ব'লেই পৃথিবী চ'লছে। যার যত দেনা, তার তত লক্ষ্মী-শ্রী, তুমি আমাকে দেনা দিয়ে কি লক্ষ্মীছাড়া হ'তে বল। সংসারে যার দেনা নাই, সে ভোতা! ভোতা!! ভোতা!!!

মুদী। তবে আমি নালীশ করিগে।

" টুনে। মুদি ভাই! হে মুদিকুল রত্ন মদন মুদে! তুমি আমার কে ছিলে? তা না হ'লে আমার জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদ্‌বে কেন? মুদি ভাই! তবে তুমি শীতলা বাহনের মত কাণ খাড়া ক'রে শোন।—দেখ, আল্‌তা না প'র্‌লে যেমন যুবতীর পায়ের বাহার খোলে না, যেমন মস্ত চুলের মাঝে ছোট্টো টিকি না রাখলে হিন্দুয়ানী খোলে না, সম্পাদক জেলে না গেলে যেমন খবরের কাগজের বাহার খোলে না, যেমন পরিবার খোরাকির নালিশ না ক'র্‌লে স্বামীগিরি খোলে না, আফিসে কাণমলা না খেলে যেমন কেরাণীর বাহার খোলে না, কাঁকড়ার দাড়া না ভাঙ্গিলে যেমন জেলেনীর বাহার খোলে না, মুদি ভাই! সেইরূপ নালিশ না ক'র্‌লে দেনার বাহার খুল্‌বে না, অতএব মুদে! তুমি যাও! নালিশ করগে, আমারও বাহার খুলুক।

মুদী। খুব তো মতিরায়ের মতন একটু ক'র্‌লে! নালিশ ক'ল্লে যে ভদ্রতা বেরিয়ে প'ড়বে।

টুনে। হে মুদে! তুমি আমার একমেব দ্বিতীয়ম্। মুদি ভাই! এই ধরাধামে কার নামে না নালিশ হয়? সুইডেনের এক সন্ন্যাসীর নামে নালিশ হ'য়েছিল; সে সংসারী হ'লো।

ক্রিষ্টিয়ানার এক ধনী, এক কেরাণীর নামে নালিশ করে, ধনী ম'রে গেলে কেরাণী বিষয় পেলে। ফ্রান্সের বিংশতি বেলবোঁর ছেলে প্রথম বোঁ, পিতার দন্ত উঁচু ব'লে আদালতে বংশমর্য্যাদার নালিশ ক'রতে গিয়াছিল। তার বাবা তাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিলে। হাইকোর্টে গিয়ে দেখ, ছোট আদালতে গিয়ে দেখ, কত মহামান্ত মাননীয় ব্যক্তির নামে নালিশ চলিতেছে। ঘুঘু পাড়ায় গিয়ে দেখ, কত ব্যক্তির নামে নালিশের নান্দীমুখ হ'চ্ছে। কত মায়ের পেটের ভায়ের নামে নালিশ হ'য়ে মাকে বক্‌রা ক'রে নিচ্ছে। শালগ্রাম শিলার মাসহারা বন্দবস্ত ক'রে দিয়ে আদালতের হাতে দিচ্ছে। মুদী ভাই! তাতে আমার চন্দ্রবিন্দু মাত্র ক্ষতি হবে না, বরং মান বাড়বে।

মুদী। দেখ্ টুনে! বেশী বাড়াবাড়ী করিস্‌নে, রাস্তায় বেরো, তোর একটগিরি বা'র্ ক'চ্চি! শালা বেইমান। জোচ্চোর।

[প্রস্থান।

(জ্যাঠা যেদোর প্রবেশ)

জ্যা-যে। টুনি ভায়া! টুনি ভায়া! এসেচে! শিগ্‌গীর এস, শিগ্‌গীর এস। বাহাদুর পাঠিয়েছে।

টুনে। কে কে?

জ্যা-যে। তুমি এস না, এস না, খাতির ক'রে ভেতোরে আগে আন না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উড়ে চাপরাসী সাহেবকে লইয়া প্রবেশ)

উভয়ে। আইয়ে চাপ্‌রাসী সাহেব, আইয়ে, চেয়ার পব বৈঠিয়ে।

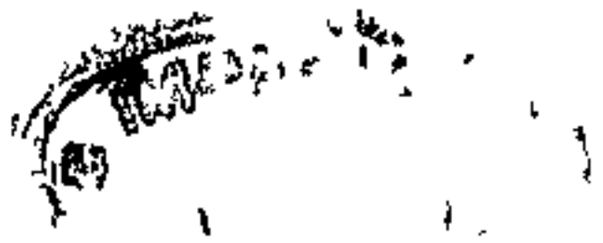

(চাপরাসী সাহেব চেয়ারে ও পদতলে টুনের উপবেশন।)

টুনে। শিবে শালা কোথা গেল? শিবে! শিবে! শিবে! তামাক নিয়ে আয়; আলবোলা নিয়ে আয়।

জ্যা-যে। বাঃ! বাঃ! টুনি ভায়া! তুমি একটা লোক বটে। খাতির ক'ত্তে জান। তোমার কপালে রায় বাহাদুর চিক্ চিক্ ক'চ্ছে।

(আলবোলা লইয়া শিবের প্রবেশ)

শিবে। (চাপরাসী দেখিয়া) বাঃ! বাঃ! হাড়গিলে আফিসের চাপরাসী সাহেব সেলাম! সেলাম! বহুৎ বহুৎ সেলাম।

জ্যা-যে। ওরে শালা শিবে! হাড়গিলে আফিস কি রে?

শিবে। হাড়গিলে আফিস চেন না? তা চিন্‌বে কি ক'রে? বাড়ী ঘর দোর ত নাই তা চিন্‌বে কি ক'রে? যারা বর্ষাকালে রাস্তায় তিনবার ক'রে জল দেয়—গ্রীষ্মকালে টু টু।

জ্যা-যে। টুনি বাবু! সাহেবকে বাতাস কর;—মাথায় বরফ জল দাও।

চাপ। নেহি নেহি, জাড় কবিবি, জাড় করিবি।

জ্যা-যে। টুনি দা! টুনি দা! সাহেব এসেছে, একটা মায়ফেল ক'ত্তে হবে; শিবে যা, একদল বাইজী ডেকে আন্।

[শিবের প্রস্থান।

টুনে। (আলবোলার নল চাপরাসীর মুখে ধরিয়া) সাহেব! আমি রায়বাহাদুর হবতো? হবতো?

চাপ।—তু তো রায় বাহাদুর হুছন্তি।

(শিবের দিল্লীউলী লইয়া প্রবেশ)

শিবে।—আইয়ে বিবি, আইয়ে! ইধার আইয়ে, সাহেব কা বগলমে আইয়ে।

জ্যা-যে।—বিবিজি! সাহেবকো, ভাল ভাল সঙ্গীত শুনাইয়ে।

দিল্লী উ। গীত।

হাম্‌লোক দিল্লীউলী, হাম্‌লোক দিল্লীউলী,
হাম্‌লোক দিল্লীউলী।
সরাপ্ পিকে টুঁড়ি গলি গলি॥
বদন ঝাঁপ্‌কে নয়না হান্‌কে, যব সরাপ পিতা,
হেল্‌কে দোল্‌কে লাথি দেতা।
(সেঁইয়া) পরদেশমে ভাগ্‌তা বোল্‌কে মিঠি বুলী॥

শিবে। এন্‌কু। এন্‌কু!! এন্‌কু!!!

জ্যা-যে। লাড্ডু বিবি! ফুরসি বিবি! সেলাম! সেলাম!! বহুৎ বহুৎ সেলাম!

শিবে। সাহেব! ল-বাবু! প্রেমসে কহ লাড্ডু বিবি কি জয়। ফুরসি বিবি কি জয়। চাপরাসী সাহেব কি জয়। ল-বাবু কি জয়।

জ্যা-যে। শিবে! বাইজীকো একঠো বাঙ্গালা তান ঝাড়নে বোলো।

শিবে। বাইজী! বাইজী! চাপরাসী সাহেব খুব খুসী হুয়া হ্যায়, এক আধটা বাঙ্গালা ছোড়।

ধাইজি। গীত।

আর আমি যাবনা সেথা তুল্‌তে কুসুম ফুল।
স্কুলের সব ছোক্‌রা গুলো, খেতে বলে টোপা কুল॥
নয়নেরি এমনি নেসা,
দেখলে আসে ভালবাসা,
ছোক্‌রা গুলো খাসা খাসা,
দেখ্‌লে হয় প্রাণ আকুল॥

শিবে। "পিরীতি সবাই করে, কেউ হাসে কেঁদে মরে।
কার ভাগ্যে দুশ মজা কেউবা দাঁড়িয়ে রাস্তার ধারে॥"

জ্যা·বে। বল হরি, হরি বোল।
"যশোদা নাচাত তোরে বোলে নীলমণি॥
সেরূপ লুকালি কোথা করাল বদনী শ্যামা॥"

(নরহরি, মক্কানাথ, ঘুঘু মিত্র ইত্যাদির প্রবেশ)

নরহরি। টুনি বাবু! তুমি একেবারে গেছ? এযে আমাদের হুদ্দর পাইখানার চাপরাসী। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! টুনিবাবু! ছুট্। চোবে! শালা লোক্‌কো নিকাল দেও।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(টুনের বাড়ীর অন্দর মহলের উঠান।)

(বেলতলা।)

রেবতী।

রেবতী। (বেলগাছে ঝাঁটা মারিতে মারিতে) উঁ হুঁ। উঁ হুঁ। আমার সঙ্গে, আমার সঙ্গে? আমার সাম্‌নে মুখ তুলে কথা কয় এমন কোন্ হারামজাদী আঁট্‌কুড়ীর ব্যাটা বেটী আছে? (আঙুল মট্‌কিয়া আকাশ পানে মুখ করিয়া) ওরে পাড়ার আটগতর খাগীর ব্যাটা বেটীরা। তোরা মর্ না, ছেলের মাথা খা না, (খ্যাংরা লইয়া তেড়ে যাইয়া) ওরে আটকুড়ির ছেলে মশা! আমার সাম্‌নে পোঁ পোঁ ক'রে ঝগড়া ক'র্‌তে এসেছ? (নিজের মুখে খ্যাংরা মারণ) ওরে আবেগের বেটী মাছী! গো ভাগাড়ে যা! ওরে ছার-পোকাখাগীর ছেলে ছারপোকা! তোর মুখে গুলের আগুন গুঁজে দি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—এখনও পাড়ার লোকের মুখে খ্যাংরা মারা হয় নাই। এই বোসগিন্নির মুখে খ্যাংরা, এই চাষা বউর মুখে খ্যাংরা, এই পাড়ার লোকের ছেলে পিলে যে যেখানে আছে, তাদের সকলের মুখে খ্যাংরা। ঐ—যাচ্চে, ঐ উড়ে যাচ্চে, ঐ পাখী-গুলো উড়ে যাচ্চে। আ—ম'ল। ঐ আটগতর খাগীর গাছের পাতাগুলো ন'ড়ে ন'ড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'ত্তে আসছে। ওরে ব্যাটা হাওয়া! র'স্ তোকে ঝাঁটা মারি।

(বষ্টমঝির প্রবেশ)

ঝি। এই নাওগো, বাবুর ছেরাদ্দর বাজার নাও।

রেবতী। (খ্যাংরা লইয়া তেড়ে যাইয়া) ওলো হারামজাদী, গতরখাগী পাড়াগেঁয়ে পেত্নী! তোর তেলোক কাটা ভাতারের মাথা খাই। ছেরাদ্দ কিরে হারামজাদী! পায়ে গোবর মেখে বেটীর মুখে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ ক'রে লাথী মারি।

ঝি। ওকিগো! ওকিগো! তোমার ছেলের মাথা খাই; গাল দিচ্ছ কেন? ওমা! কোথাকার সহরের ভূতনী মাগীগো যে, চাকর বাকরকে গাল দেয়।

রেবতী। বলি, ওরে ও এক পয়সার বাইশ ছুচ মুখী! দেরী হ'ল কেনরে হারামজাদী!

ঝি। তোর মুখপোড়া গিন্‌সে যে, মুদীর পায়ে ধ'রে কাঁদ-ছিলো, ধারে যে জিনিষ দেয় না, তাই ত দেরী হ'ল।

রেবতী। নিকাল যাও হারামজাদী! নিকাল যাও। তোর ছেলের কাঁচা মাথা আকের মতন চিবিয়ে চিবিয়ে খাই। তোর ভাতারের পাকা মাথা চা'ল কড়াই ভাজার মতন চিবিয়ে চিবিয়ে খাই। নেকাল যাও।

ঝি। আমার মাইনে চুকিয়ে দেনা পাতকো খাগীর বেটী! আমি এখুনি যাচ্ছি।

রেবতী। মাইনে কি লো এঁটুলি বেটী! তোর আবার মাইনে কি? তোর ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়ে তোকে যে পেট ভাতায় রেখেছি, সেই তোর চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি। নেকাল যাও বেটী. নেকাল যাও।

ঝি। নেক্‌লাব কিরে বেটী। নেক্‌লাব কি। আগে তোর ভাতার মিন্‌সের ছেরাদ্দ খাই, তোর ছেলের ছেরাদ্দ খাই, তবে ত নেক্‌লাব, অম্‌নি কি নেক্‌লাব।

(টুনের চিনের বাদাম খাইতে খাইতে প্রবেশ)

রেবতী। মার, আগে এই মুখ পোড়ার মুখে মার।

ঝি। বাবু মাইনে দাও। আর ঐ বেটীকে তাড়াও।

টুনে। আগে রায় বাহাদুর হই, ওঁকেও তাড়াব, তোকেও তাড়াব।

ঝি। তবে এখনি গাল্ ধরি!

টুনে। গাল্ না খেলে কি বড়লোক হওয়া যায় বেটী?

ঝি। তবে আদালত করিগে।

টুনে। সোজা রাস্তা আছে। নালিশ করগে। ট্রামভাড়া দরকার হয়, পাঁচ পয়সার চেক দিচ্ছি, বেঙ্গল-ব্যাঙ্কে ভাঙ্গিয়ে নগে যা।

(শিবের প্রবেশ)

শিবে। ল-বাবু! ল্যাকা বেটীকে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেও।

ঝি। কে ঝাটা মারবে! কে ঝাটা মারে! মেয়ে মানুষীতে তোর মুখ ভেঙ্গে দোব না এখুনি।

শিবে। এন্‌কু—এন্‌কু—এন্‌কু।

রেবতী। থ্যাংরা খাগীর ব্যাটী। শিবে! ডাক্‌তো হ্যাংটাকে, পেঁচোকে, বেঁটেকে, মাগীর মুখে ছাই পুরে বিদেয় ক'রে দিক্।

ঝি। (হাঁটুগেড়ে আঙ্গুল মট্‌কাইয়া) তোর শ্যাংটার মাথা খাই; তোর ভাতারের মাথা খাই; তোর ভিটেতে ঘুঘু চরাই; এই খ্যাংরা নিয়ে রাস্তায় চ'ল্লুম, বাড়ী থেকে বেরুবি কি, খেংরে বিষ ঝেড়ে দেব।

[প্রস্থান।

রেবতী। শিবে! মুখপোড়া মিনসের পা ভেঙ্গে ফেলে রেখে দে।

টুনে। আহা! আমরি সোণার সংসার। পরিবারটী যেমন স্থিরা, ঝিটী তেমনি ধীরা, চাকরটী তেমনি বর্ব্বরা, মুরুব্বীগুলি জোচ্চোরা, আর আমিও কজনের জ্বালায় জরজরা হ'য়ে, মদিরা পানে চুর চুরা।

শিবে। ল-বৌদি! লাও গে। ল-বাবু! শিগ্‌গির শিগ্‌গির খেয়ে লাও। আমিও দু পয়সার দই খেয়ে লি।

[টুনে ও রেবতীর প্রস্থান।

(ময়রাণীর প্রবেশ)

ময়। গীত।

বাগবাজারে বাড়ী আমার নামটী মণি ময়রাণী।
মুড়কী মেখে মিন্‌সে আমার কিনে দিলে চৌদানী॥
মিন্‌সে ফোকলা দাঁতে বলে হেসে ও আমার হাবী,
(তোরে) গড়িয়ে দেব চার গাছা মল নাকে দেব নাক ছাবী,
তোরে রাখবো ক'রে পটের ছবি টিপে দেব পাদুখানি॥

শিবে। ময়রা মাসী! মাইরি ব'লছি আমি উপোষী। কাল-কের বাসী টাসী কিছু আছে? ধার দিবি?

ময়। আমার যে সব টাট্‌কা খাবার ধন! বাসী কোথা পাব? কেবল কালকের বাসী চন্দ্রপুলী আছে, খাবি?

শিবে। শিঙ্গেড়া, ফিঙ্গেড়া, নোন্‌তা ফোন্‌তা কিছু নেই? কেবল মিষ্টি? বলি চ'ল্লি যে!

ময়। ইস্কুলের দিকে যাচ্চি।

গীত।

আমায় ময়রা মাসী বলে যত ইস্কুলের ছেলে।
(আমার) খাবার খেয়ে পয়সা দেয়গো বেঁধে আঁচলে॥
উঠ্‌নো চাইলে মেছের ছেলে
বলি, ধার দেবনা যাদুমণি॥
বাগবাজারে বাড়ী আমার নামটী মণি ময়রাণী।

(টুনের ছেলেগণের প্রবেশ)

ছেলে। গীত।

বলি ও ময়রা মাসী, বলি ও ময়রা মাসী।
(তুই) তেলক কেটে চেপ্‌টা নাকে, দাঁতে দিয়েচিস্ মিসী॥
নাবা না তোর খাবার চেঁড়া,
ঠোঙ্গা ভরে দে সিঙ্গাড়া,
আছে কি তোর মাখন মোড়া, আমরা বড় ভালবাসি॥

[সকলের প্রস্থান॥

পঞ্চম দৃশ্য।

চৌরঙ্গি রোড।

(টুনেকে বদ্দিনাথের এঁড়ে সাজাইয়া জ্যাঠা যেদো ও শিবের প্রবেশ)

গীত।

সাজিয়ে এনেছি আমি ছুপেয়ে বদ্দিনাথের এঁড়ে।
এর নাই একতা, কেবল বক্তৃতা, সকল কাজে ঘাড় নাড়ে॥
কথায় কথায় চাঁদা চায়, কথায় কথায় মিটিং লাগায়,
আজব গুজব হুজুকেতে আগে থেকে সিং নাড়ে।
টাইটেল নেবে ব'লে, গলাতে চাঁদার থ'লে,
ল্যাজ নাইকো ল্যাজের গুমোর, নাম রেখেছি তাই বেঁড়ে॥

ওগো বাবু মশাইরা! এই থলেতে কিছু দেবেন; ইনি আমাদের আত্মীয়, নাম টুনি বাবু—হবু রায়-বাহাদুর।

১ম, লোক। বদ্দিনাথের এঁড়ে বাবুটী কে?

শিবে। আমাদের ল-বাবু গো, ল-বাবু।

১ম লোক। টুনে—টুনে; ও! সেই ফাজিলটা। তা ওর এ বেশ কেন? গরীবের ছেলের এ রোগ কেন?'

টুনে। মশাই! মনে নাই? যেমন নাইতে গেলে গামছা চাই, বিবাহ ক'ত্তে গেলে ক'নে চাই, ছেলে হ'লে যেমন বাপন্ত খাওয়া চাই, মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে যেমন জামাইয়ের দরওয়ান হওয়া চাই, তেমনি সংসারে থাকতে গেলে মান চাই, টাইটেল চাই। বিলক্ষণ চাই, নিশ্চয় চাই—চাই।

১ম লোক। ভায়া! নিজের মান নিজের কাছে। আর এই কল্‌কাতা সহরে মানের ভাবনা কি? মান অতি সস্তা। একটু লম্বা কোঁচা, পাঁয়ে মোজা, গায়ে একটা ফরসা জামা, সঙ্গে একটা খানসামা থাকলেই বড় মান। মান তোমারও নয়—মান আমারও নয়। মান যায়ও না। মান মানীর। যাও, বাড়ী যাও, ভাত খেয়ে নিদ্রা দাও গে; যাও, যাও।

শিবে। ঠিক বাবু! ঠিক! তুমিই ঠিক্! তোমার পায়ের ধূলো দেও। যেদো। টুনি বাবু! বড় বেগতিক। একটা আধলাও ত থোলেতে প'ড়লোনা।

টুনে। শিবে, একটু মদ দে। গরু সেজে বড় কষ্ট হ'চ্ছে।

শিবে। (মদ দেওন ও টুনের মাতাল হওন)

(একজন পশুক্লেশ নিবারিণী সভার ইন্‌স্পেক্টরের প্রবেশ)

ইন্। ঐ! ঐ শালা ছোকরা! গো লেকে কাঁহা ভাগতা হ্যায়? কাঁহা ঘা হ্যায় দেখলাও।

শিবে। গরু কি গো! এ যে আমাদের ল-বাবু। কাকে গরু ব'লছো? আজ যে ল-বাবু রায়-বাহাদুর হবে। ল-বাবু, তোমার পায়ে পড়ি—ল-বাবু ওঠো। পশু সাহেব! পশু সাহেব! ল-বাবুর লাকে হাত দিয়ে দেখ দেখি লাস হ'লো না কি?

ইন্। (টুনের মুখ দেখিয়া) ও বাবা! (লম্ফ প্রদান)

টুনে। কেরে, নেংটে! অঞ্জনা-নন্দন হচ্চো কেন বাপ? দু পয়সার দই আনতে পারিস্?

যেদো। টুনি বাবু! ভাই, গরু সেজে আচ্ছা মাতলামী কচ্চো।

টুনে। আমার দোষ কি? তোমারইত সাজিয়েছ।

(ঝোলা লইয়া পাহারাওলার প্রবেশ)

যেদো। শিবে শালা! বাবুর পা ধর্, পা ধর্। বল হরি, হরিবোল।

পাহারা। ওঠ্ শালা! ঝোলায় ওঠ্। চল্ পুলিসে।

টুনে। বলিস এনেছ? হাম্ কিস্মে মাথা দেঙ্গা? হাম্ পুলিস্মে যাঙ্গা নেই, লাট সাহেবের হাউসে লে চলো, রায়-বাহাদুর হোঙ্গা।

(সকলে ঝোলায় তোলন)

যেদো। বল হরি, হরিবোল।

পাহা। রাম নাম সত্য হ্যায়, রাম নাম সত্য হ্যায়।

টুনে। একটু দোলাযকে দোলায়কে'লে যাও।

(স্বাধীন কুমারীগণের প্রবেশ)

স্বা-কু। গীত।

মাছিমারা কেরাণীর মাগ হবো না লো হবো না।
সাজিয়ে গুজিয়া তোয়াজেতে রাখ্‌তে পারবে না লো
পারবে না ॥
ফ্যাসান্ চাই ফার্ষ্ট ক্লাস বোর্ডিংতে ক'র্‌ব বাস,
রাখ্‌বো পেতে প্রেমের ফাঁস, প'ড়বে ফাঁদে কত জনা ॥
লভার থাকবে সাথে সাথে, ছেলাম দেবে হুকুমেতে,
থার্টিরূপিজ্ স্যালারিতে মাগ পোষা
আর চ'ল্‌বেনা লো চ'ল্‌বে না।
কাণ মলা খায় কেরাণীতে হেসে বাঁচি না লো বাঁচি না ॥

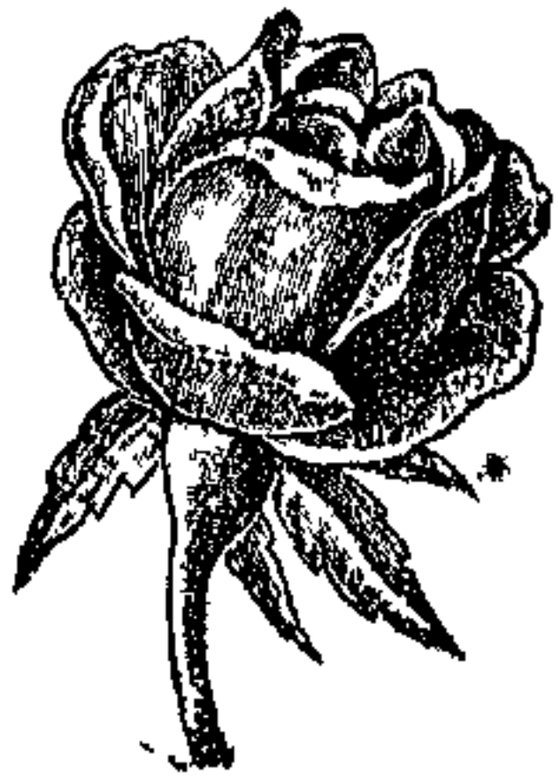

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লাল দিঘী।

ঋড়িজী দড়িজী পার্শী, ছাতুরাম মরিচরাম জহুরী, বেণ্ডনী ফুলরী তলাপাত্র ও পেলিং নেলিং তেলাপোকার চারি-কোণে দণ্ডায়মান।

(টেলিফোঁ-কুমার কর্ত্তৃক বিজ্ঞানবলে লালদিঘী মন্থন।)

টুনে ও শিবে।

টেঁ-কু। Mr. বোনাই, Mr. বোনাই, মাইণ্ডের ভেতর অবশ্য ফায়ার আছে, তা না হ'লে বাঙ্গলা ভাষায় মনাগুন ব'লে একটা কথা থাক্‌ত না। আর মনের মধ্যে আগুন না থাক্‌লে কখন দেহের মধ্যে মেসিন চ'ল্‌ত না। সেই মেসিনে পাইপ সেট্ ক'রে মুখে ফুৎকার দিয়ে লালদিঘীর জল উড়িয়ে দেব। যখন জল ক'মে আস্‌বে, তখন ব্লটিং পেপার, ছাতু, চিঁড়ে, পাঁউরুটি ফেলে দেব। দিদিনাথ! দিদিনাথ! তুমি ভেবোনা।

(কতকগুলি রত্নীর উত্থান)

১। তেলাকুচ বিলাসিনী ২। গাব্‌ভ্যারেণ্ডা বালা।
৩। এঁচোড় কামিনী। ৪। সাঁকআলু সুন্দরী।
৫। পুদিনা মালা। ৬। মোচা মালিনী।

শিবে। উঠেছে গো লবাবু। উঠেছে।

টুনে। তোমরা কারা?

রত্নী গ। গীত।

ওগো আমরা, ওগো আমরা, ওগো আমরা,
ওগো আমরা, আমরা আমরা ধরা দেখি যেন শরা।
আমরা কলমেরই চারা, আমরা ঘুরিয়ে নয়ন তারা,
আমরা করি আধ মারা॥
আমরা প্রেমিক পেলে যাইগো চ'লে ভাসিয়েদিয়ে বজ্‌রা।
আমরা সুখেহাসি সুখেভাসি আমরা হইগো সুখের পিয়ারা॥

টুনে। কই, এযে কেবল বাজে জিনিষ উঠ্‌ছে, ফের মন্থন করি।

(কতিপয় কচি কচি রত্নীর উত্থান)

১। চৌরঙ্গী চপলা। ২। ছেত্‌লা চাতকিনী।
৩। হেহুয়া বিরহিণী। ৪। জোড়াসাঁকো জোছনা।
৫। প্লেগ পাগলিনী। ৬। রায়ট রমণী।

টুনে। তোমরা আবার কারা?

ক-র। গীত।

আমরা সব ছানা ছানা জানানা।
বি এল্, এ ব্লে, সি এল্ এ ক্লে, পড়ে মোরা বাবা চিনি না॥
আমরা এই রত্নী কটী, যেন হলওয়ের বটী,
তালতলার চটীর চেয়ে উঁচু এক কাটী।
বিয়ে ক'রে ফুট্ ফুটে বর ক'রব কত কারখানা।
জল ব'লে খাই চিনির পানা সোজা পথে চলি না॥

টুনে। ছানা-ছানা বেটীদের পরিচয় নিতে হ'চ্ছে। বলি, ওগো শিশুশিক্ষা সুন্দরীরা! তোমাদের বাপ্ মা আছে ত? (এক-জনের প্রতি) তোমার নাম কি?

১ম-র। আমি? আমি সাহেব শিবুর মেয়ে, আমার নাম চৌরঙ্গী চপলা।

টুনে। বাঃ বাঃ! বেটী খুব ধড়িবাজ। (দ্বিতীয়ার প্রতি) আহা বাছা! তোমার পরিচয়?

২য়া-র। ওহো আমার পরিচয়? আমি প্রেমিকা লভ্লী লিলির ভাইঝি—চেত্লা চাতকিনী।

টুনে। বেশ, বেশ। বেটীরা সব এঁচোড়ে পাকা দেখ্ছি। (তৃতীয়ার প্রতি) বাছা তুমি?

৩য়া-র। আমি? আমি ঐ বরানগরের রেলীর গুদমের চাঁপা সর্দ্দারনীর বোনঝি—নাম ছেহুয়া বিরহিণী।

টুনে। বহৎ আচ্ছা, বহৎ আচ্ছা বর্ণপরিচয় সুন্দরী! (চতু-র্থের প্রতি) বাছা! তোমার পরিচয়?

৪র্থ-র। আমি বাগবাজার নেবুবাগানের বোঁদে গোবদ্ধির নাত্নী—নাম জোড়াসাঁকো জোছনা।

টুনে। এ বেটী মারবে দেখছি, (পঞ্চমের প্রতি) তোমার ?

৫ম-র। আমি—ওহো আমি—ওহো আমি ? আমি, আমি, আমি, শ্রীমতী পদী ধাত্রী পানওয়ালীর জুবিলী সইয়ের বোনঝি, মহেন্দ্র উকীলের হাবু শালী—নাম প্লেগ পাগলিনী।

টুনে। বাবা! শিশুশিক্ষা বেটীরা আমার জ্ঞান জন্ম দিলে। আর একটী বাকি থাকে কেন, দুর্গা নাম ক'রে এরও পরিচয়টা জেনে ফেলি। ওগো বাছা! তোমার ?

৬ষ্ঠ-র। আমি ? আমি পীতাম্বর পুরোহিতের পালিত কন্যা, হারড়া ব্রিজ সম্পাদকের পত্নী-ভগ্নী, শ্রীমতী ভূমিকম্প সুন্দরীর হবু বউ—নাম রায়ট-রমণী।

টুনে। শিবে! আয় ফের মন্থন করি।

(এক কাঁদি রম্ভা ও কতকগুলি লেজ সম্বলিত
টাইটেল বৃক্ষ উত্থান।)

শিবে! শিবে! এ যে লেজ রে। খালি লেজ রে! আবার পাকা রম্ভা যে রে! টাইটেল কই।

গাব-সু। টুনিবাবু! টাইটেল কি তোমার মত লোকে পায় ? ইংরেজ রাজ কি যাকে তাকে টাইটেল দেন ? যাঁদের দেন, তাঁরা কত মহৎ লোক। তুমি যেমন দরের লোক, তোমার তেমনি টাইটেল হয়েছে। নাও—টুনিবাবু লেজটী নাও। লেজ নিলে তোমার লাভ আছে।

শিবে। ল্যাও! ল্যাও বাবু, ল্যাজটী লাও, ল্যাজেতে তোমার ম্যাডেল ঝুলিয়ে দেব।

গাব-সু। যখন বাড়ীতে মাতাল হ'য়ে আড়ষ্ট হয়ে প'ড়ে থাকবে, নড়ন চড়ন থাকবে না, শিবনেত্র হয়ে থাকবে, মুখে

বাকি স'র্‌বে না, হাত পা নড়্‌বে না, মুখে মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ কর্'বে, তখন ল্যাজটী আপনার মহা উপকারে আস্‌বে। ল্যাজটী তখন এদিক ওদিক ন'ড়ে চ'ড়ে মুখের মাছি গুলিকে তাড়াবে।

শিবে। ল্যাজ নিলে আমাকে আর বাতাস ক'ত্তে হবে না ল-বাবু।

গাব-সু। ফাও হিসাবে ঐ কলার কাঁদিটী নাও, যারা তোমাকে টাইটেল দেব ব'লে চেষ্টা ক'চ্ছিল, সেই খুসামুদে বাবু-দের ঐ কাঁদিটা দিও। সমুদ্র-মন্থনে যেমন অমৃতের ভাগ দেবলোকে পেয়েছিলেন, তেমনি টাইটেল যা উঠেছে, তা মহাশয় ব্যক্তিরা পেয়েছেন। এ গাছে যে টাইটেল আছে, তা তোমার মত লোকে পাবে।

সকলে। গীত।

টুনে উঠেছে টাইটেল গাছ নয় পচা মাছ।
এ ক্ষীরের ছাঁচ যে লোক পায় না।
এ গাছের অনর আছে, নয়কো মিছে,
গেলে কাছে যারে তারে সয়না॥
হীরের পোকা হীরে খায়, মানী লোকে মান পায়,
বড় লোকে আপনি পায় চাইতে তাদের হয় না।
বামন হ'য়ে চাঁদ ধর্‌তে করিস নারে বায়না॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

টুনের বাড়ীর কক্ষ।

মেয়ে—মজলিস্।

(নিম্নে মাদুরে বোস্ গিন্নি, মিত্তির বউ, নেউগী পত্নী,
বামন ঝিউরী ইত্যাদি উপবিষ্ট।)

জেলাসী। তোমরা বোধোদয় প'ড়েছ?

সক। হাঁ প'ড়েছি।

জেলা। তাতে লেখা আছে জান, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ।"

সক। হাঁ, তিনি নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ।

জেলা। পুতুলের প্রাণ নাই জান?

সক। আগে জানতুম না, এখন তোমার উপদেশে জানি পুতুলের প্রাণ নাই।

জেলা। পুতুল পুজো আর ক'রবে?

সক। না, আর পুতুল পুজা ক'র্‌ব না।

জেলা। মাখন চোর নামে তোমাদের এক ঠাকুর আছে জান?

সক। হাঁ, জানি।

জেলা। সেই Stupid অশ্লীল চোর দেবতাটাকে ভুলে যাও। Fie fie! চুরি ক'রে খায়।

সকলে। হাঁ জানি।

রেবতী। আর তিনি যে ক'ড়ে আঙ্গুলে গোবর্দ্ধন ধারণ ক'রেছিলেন?

জেলা। ওটী স্কুল। রেবতী! তোমার এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মায় নাই। তুমি কেবল শুনে যাও।

রেবতী। গুরুদিদি! আমি খেংরা গাছটা আনি?

জেলা। খেংরা কি হবে? তোমার চোর দেবতাটাকে মারবে?

রেবতী। না, এত লোক আমি একদিনও সাম্‌নে পাই নাই, আজ মনের সাধে ঘা কতক খেংরা সকলকে ছপা ছপ্ লাগাব।

জেলা। রেবতী! বিভু তোমার ক্রোধকে শীঘ্রই বিষের আপেল খাওয়াবেন। তোমারা সকলে আর স্বামী পুত্র চাও, না কাকে চাও?

সক। গুরুদিদি! কেবল তোমাকে চাই, তোমাকে চাই।

জেলা। তোমরা ঠাকুর দেবতা চাও না, স্বামী পুত্র চাও না, আমাকে চাও কেন?

সকলে। আমাদের যে প'ড়ে শুনে জ্ঞান জন্মেছে।

জেলা। হিঁদুয়ানীটে তবে কিছুই নয়?

সকলে। কিছু নয়, কিছু নয়, কেবল ভক্তি কর, কেবল পূজো কর, আর টিপ্ টিপ্ মাটিতে প্রণাম কর।

জেলা। তোমরা তবে স্বেচ্ছায়, খোষ মেজাজে, বাহাল তবিয়তে, হিঁদুয়ানী ছাড়্‌লে? আমাকে ধ'র্‌লে?

সক। হ্যাঁ হ্যাঁ, উচ্চৈঃস্বরে বলছি—হ্যাঁ হ্যাঁ।

জেলা। তোমরা কিজন্য আজ মেল্ ড্রেসে এখানে এসেছ?

রেবতী। আমরা যে লেখা পড়া শিখ্‌লুম, আমরা দেশ বিদেশের এত ইতিহাস প'ড়পুম, মিঃ সেনের নূতন পুস্তক ভূ-প্রদক্ষিণ প'ড়লুম,

এত নভেল প'ড়লুম, তাতে আমাদেব সখ হয় না ? জানেন, সখের প্রাণ গড়ের মাঠ। আজ আমারা হিঁদুয়ানী ছেড়ে, স্বামীর মুখে ছাই দিয়ে, তোমার সঙ্গে জুবাগানে বেড়াতে যাব। তাই পুরুষ বেশে এসেছি।

জেলা। আচ্ছা বেশ, আমি দাঁড়ালেই তোমরা হাততালি দেবে।

(দণ্ডায়মান)

সকলে। (হাততালি দেওন।)

জেলা। আজ X' Mas দিন, বাঙ্গালায় বড় দিন বলে। এই দিনে সুন্দর বনের এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের গহ্বরে আমার জন্ম হয়, এ কথা হণ্টারের ষ্ট্যাটিষ্টিকেল রিপোর্টের টেন্‌থ্‌ ভলিউমের একশ এগার পেজের ফুট নোটে আছে। আমার জন্মদিনে তোমরা যে কুরুচিকব হিন্দুকুলে কালি দিয়ে, স্বামী পুত্র ত্যাগ ক'রে এখানে এসেছ, ও বাগানে রোইং ক'র্‌তে যাবে, সেইজন্য তোমাদেব নাম ও সুযশ আফ্রিকার মরুভূমের বালুকারাশিতে আট্‌লাণ্টিক ওসানের বীচিমালায়, চীনের অত্যুচ্চ দেয়ালে, তাতারের তালগাছে, বড় বড় উনপঞ্চাশ ইঞ্চ্‌ ইলেক্‌ট্রিক্‌ অক্ষরে দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জল্‌তে থাক্‌বে। দাও, দাও, করতালি দাও। আমার বলা শেষ হয়েছে, করতালি দাও। বল, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।

সক। (করতালি ও ধন্যবাদ প্রদান।)

রেবতী। আমার খেংরাও নামের উপর ছপাছপ্‌ প'ড়্‌বে।

(বেগে গুপ্তীপাড়া সুন্দরীর প্রবেশ)

গু-সু গুরুদিদি, গুরুদিদি! আর আমার ভয় নেই,

তোমার কৃপায়, তোমার উপদেশে, আজ আমরা স্বাধীন অপেক্ষা স্বাধীন হ'লেম। বাঙ্গালী কুলকলঙ্ক, বেয়াদব, স্বার্থপর, বাঁদর, মুখপোড়া পুরুষগুলো নিজের সুখের জন্য কাছা দিয়া কোঁচা করিয়া কাপড় পরিয়া থাকেন, আর আমাদিগকে অবলা সরলা পেয়ে, মান্ধাতার আমলের পূর্ব্ব প্রচলিত সাংঘাতিক অশ্লীল সাড়ী নামধারী প্রমাণ প্রকাণ্ড পাল্‌বৎ বস্ত্র করিতে অনুমতি দেন।—শুধু তাই নয়, আবার সেই বেপ্যাটেণ্ট বিভীষিকা বিট্‌কেল বস্ত্রে একটী দিগ্‌গজ ঘোম্‌টা নামক জন্তু ঝুলাইয়া দিতে বলেন। ধিক্ আমাদিগকে, আমরা ছোট ছোট কাপড়ে ফিট্‌ফাট হইয়া হাতে ছড়ি বুকে ঘড়ি, মাথে টেরি কাটিলে বেয়াদব ভূতেদের, বিট্‌কেল বাঁদরদের বুকে বাজ পড়ে। তাই বলি, হে বেয়াদব বাঁদরবৃন্দ! আমাদের যদি সুখে না রাখ্‌তে পারবে তবে আফিং আছে কিনে খাও, দড়ি আছে গলায় দাও, আগুন আছে পুড়ে মর, ছুরী আছে বুকে মার, পাত্‌কো আছে ডুবে মর। জানত, যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছ তখন অবশ্য মৃত্যু গ্রহণ করিতে হইবে; তবে তোমরা আগে মর। আমরা সুখের পায়রা হইয়া উড়ে বেড়াই।

(সকলের করতালি)

জেলা। তুমিই হিন্দু কুলের আদর্শ রমণী।

(টুনে ও শিবের প্রবেশ)

রেবতী। Hallo টুনী বাবু। Shake hand করি এস। How do Yoy do।

শিবে। ল-বাবু! এযে ল-বউদিদি গো, ল-বউদিদি! তুমি যে বেড়ে কলেজের বখাটে ছেলে সেজেছ, হাড়ু ডু ডু খেল্‌তে যাবেকি, ব'লছিলে?

টুনে। (স্বগত) লেখাপড়া শিখিয়েত মহা বিভ্রাট ক'রেছি, আমার বাড়ীতে ব'সে আমার কুলে কালি দিচ্ছে। (প্রাকশ্যে) বাঃ, বাঃ! এই যে বোস্‌গিন্নী, এই যে মক্কানাথের মেয়ে, এই যে ঘুঘু মিত্রের বউ। শিবে! শিবে! ঐ ঘর থেকে আঁস্‌বঁটী খানা আন্‌ত? সব নাক কাণ কেটে গঙ্গা পার করে দি—নিয়ে আয়।

রেবতী। টুনী বাবু! স্থিরোভব, আগে নিজের তাক কাণ কাট, তারপর আমাদের কেটো। গুরুদিদি! পৃথিবীর পত্তিকে ভজাও।

টুনে। শিবে! বলে কিরে শিবে? সব হামারা বাড়ীসে নিকাল দেও। আবি নিকাল দেও। হামারা বহুত রাগ হুয়া হ্যায়। দেও, দেও, আবি তাড়ায়কে দেও, তব্‌ হামারা রাগ মিট্‌ যাগা।

শিবে। জয় জগন্নাথ, জয় মা কালী, বাবা তারকেশ্বরের পায়ে সেবা লাগে।

রেবতী। বলি স্বামী মশাই! অত বেশী রাগারাগি কর্‌তা হ্যায় কাহে? না জেনে খেয়েছ কচু, এখন তেঁতুল কোথা পাবে? আমরা কি লেখাপড়া শিখ্‌তে চেয়েছিলুম—না তোমরা শিখিয়েছ? আমরা কি রান্না বান্না ছাড়্‌তে চেয়েছিলুম—না তোমার বামনী রেখে ছাড়িয়েছ? আমরা কি গড়ের মাঠে যাওয়া খেতে চেয়েছিলুম—না তোমরা জোর ক'রে নিয়ে গিয়েছিলে? আমরা কি বিদেশী পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইতে গিয়েছিলুম—না তোমারা সোহাগ. করে আলাপ ক'রে দিয়েছ? তোমরা গাধা অপেক্ষা হীন, তোমরা আরসলা অপেক্ষা দুর্ব্বল, তোমরা কেন্ন অপেক্ষা ঘৃণ্য। তোমাদের দেহে যদি কিছু মাত্র হিন্দুর রক্ত থাকৃত, তা

হ'লে কি আমরা এতটা ক'রতে পারি—না, আজ পুরুষ বেশে জুবাগানে রোইং পার্টিতে যেতে পারি? যাও, দালান ভাড়া দাওগে। সামান্য টাইটেল পাবার জন্যে কোথা না সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছ? যাও, তুমি টাইটেল আনগে, আমরা জুবাগানে বেড়িয়ে আসি।

শিব। ল-বাবু! ল-বাবু। ল-বৌদিদি ত ঠিক ব'ল্‌ছে। মাইরি ল-বাবু! ঐ দুঃখেই আমি বিয়ে ক'র্‌লুম্ না। এন্‌কু! এন্‌কু! এন্‌কু!! ল-বউ দিদি এন্‌কু!!

টুনে। (স্বগত) দোষ আমাদের সম্পূর্ণ, তার আর ভুল নেই, (প্রকাশ্যে) বলি ও পরিবার মহাশয়! ও স্ত্রীরত্ন বাহাদুর! বলি ও অর্দ্ধাঙ্গিনী খাঁ বাহাদুর। ঘাট হয়েছে, ফিরে চল।

রেবতী। তুমি টাইটেল আনগে, আমরা ফির্‌ছি না।

সকলে গীত।

আর কে মোদের পায় যখন বেরিয়েছি রাস্তায়।
আলোয় এসে হলো ভাল আঁধারেতে ছিল দায়॥
মিষ্টি কথায় ব'ল্লে মুখপুড়ী,
(তাকে) খুলে দি বুকের ঘড়ী, ক'র্‌ব ভালবাসার ছড়া ছড়ি,
মাত্‌ব মিষ্টি ভালবাসায়।
হয়েছি হিঁদুকুলের চখের বালাই, হিন্দুয়ানী ছেড়েছি তাই,
ক'সে ব'সে মিটিং লগাই, চোখরাঙ্গাই ত'ই ভাতার গাধায়;
এখন সখের হাটে, সখের মাঠে, সখ ক'রে সব বেড়াই আয়॥

তৃতীয় দৃশ্য।

টুনের বাটীর ঠাকুর দালান।

মেয়ে স্কুল।

লভ্‌লী লিলি, চেরিলী, মেরিলী, সুইট ব্রায়ার, মেরী প্রাইস।

লভ্‌লী	...	...	বিদ্যে	সুইট্ ব্রায়ার	...	চপলা
চেরিলী	...	...	সুন্দর	মেরি প্রাইট্	...	বিমলা
মেরিলী	...	...	মালিনী			

বিদ্যে। ঠিক্ টাইম হ'য়েছে, শিগ্‌গির ক'রে নে ভাই, আবার মাষ্টার বাবু আস্‌বে। আজ বড়দিন, ভূগোল সুরু হবে।

চপলা। Yes, কেমন ড্রেস গুলি ঝিকে দিয়ে ভাড়া ক'রে নিয়ে এসেছি!

বিদ্যে। বেড়ে ড্রেস্ ভাই, মাসীমা, ভাই, এই রকম ড্রেস্ প'রে সার্কাস দেখ্‌তে যায়। তবে আরম্ভ করি এস, লেট করা হবে না; হুইসল দি।

বিমলা। হুইসল কি?

বিদ্যে। এই যে আমার গলায় ঝুল্‌ছে, দি ভাই তবে হুইস্‌ল্ দি।

বিমলা। দাও।

বিদ্যে। (হুইসল্ দেওন) প্রম্‌টার আছে ত?

চপলা। হুঁ, প্রম্‌টার যে আমাদের কাকীমার মেয়ে ফুলেলা। তবে যেন ভাই, এই দালানটা বর্দ্ধমান।

বিদ্যে। আর মালঞ্চ ?

চপলা। মালঞ্চ—ঐ মালীর ঘরের পাশে, মালীকে ভাই চা'র্‌টে পয়সা দিয়ে এসেছি, কাকেও আস্‌তে দেবে না।

বিমলা। বকুলতলা কোন্‌টা ভাই ?

বিদ্যে। কেন, ঐযে চৌবাচ্ছার ধারে কুম্‌ড় গাছার কাছে।

চপলা। সুড়ঙ্গ ?

বিদ্যে। ড্রেনের পিট থেকে দালান পর্য্যন্ত।

চপলা। সুড়ঙ্গ কে সাজ্‌বে ভাই ?

বিদ্যে। ও ভাই শোন, শোন, এ ব'ল্‌ছে সুড়ঙ্গ কে সাজ্‌বে ; সুড়ঙ্গ সাজ্‌বে আমাদের ইস্কুলের ঝি। বুঝ্‌লি ?

বিমলা। তবে য়্যাক্ট আরম্ভ করি এস।

বিদ্যে। দেখ্‌ ভাই, এটা আমাদের Opening Night ! খুব Carefully play ক'র্‌তে হবে।

বিমলা। মানসিংহের বাঙ্গালা দেশে আগমন থেকে সুরু করা যাক্‌।

বিদ্যে। ওখান থেকে কেন লো ? অতটা কি আমরা পার্‌ব ? এখনি বাবা এসে প'ড়্‌বে।

চপলা। তবে কোথা থেকে হবে ?

বিদ্যে। বকুলতলা থেকে সুরু ক'রে সুড়ঙ্গ পর্য্যন্ত।

চপলা। আচ্ছা তাই বেশ।

বিদ্যে। তবে আমি বিদ্যে।

সকলে। হাঁ, হাঁ, আমরা সকলে হাত তুলে ব'ল্‌ছি; তুমি বিদ্যে।

বিদ্যে। তবে আমি চেয়ারে ঠেস্‌ দিয়ে ব'সে একটু মূর্চ্ছা যাই, তোরা গান ধর্‌।

সখীগণ। গীত।

ওলো ওঠ্‌লো ধনী বিনোদিনী বিদ্যে রূপসী,
বিনিয়ে দেবে বিনোদ বেণী এসে লো তোর নাগরশশী ;
আকুল হয়ে বকুল তলে, বকুল ফুলের মালা গলে,
বিভোর হ'য়ে প'ড়ে চ'লে, প'র্‌বে লো তোর প্রেমের ফাঁসি ;
ব'লে, বিদ্যে বলে বিদ্যে জিনে বিদ্যেয় ক'র্‌বে সেবাদাসী ॥

চপলা। দেখিনি এমন, শুনিনি কখন,
তোর লো যেমন পণ ;
এ সাহস কার, কোন অবলার,
কে কবে করে এমন।

বিমলা। একটু আস্তে বিরহ কর ভাই, কেউ যদি এসে পড়ে, তা হ'লেই মুস্কিল, আমার ভাই ক্ষিদে পাচ্ছে, খেয়ে আসিনি।

সর। এল কতজন, রাজার নন্দন,
কেঁদে ফিরে গেল সবে।
দয়া মায়াহীন তুই লো কঠিন,
লোকে শুনে কিবা কবে।

বিমলা। কইলো, কেউ ত আসেনি ভাই, কেউ ত কাঁদেনি, আমার মা বেটী যে দুষ্ট, যদি শোনে বিদ্যে-সুন্দর প্লে ক'র্‌ছে, বেটী আমায় ঝাঁটা পেটা ক'র্‌বে। শিগ্‌গির শিগ্‌গির নে ভাই। আচ্ছা ভাই, ক'র্‌লুম্‌ বা বিদ্যেসুন্দর প্লে, আমরা ত আর ভালবাসা টাসা করিনি।

দিদ্যে। (চেয়ার হইতে একটু উঠিয়া)

উঃ! প্রাণ যে যায়, নাথের অদর্শনে প্রাণ যে কেমন ক'চ্ছে, আমি যে আর বাঁচিনে, আমার অঙ্গ যে থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে (চেয়ার হইতে উঠিয়া) আমি যাব, যাব, নাথের কাছে যাব।

গীত।

আমি যাব বকুল তলায়।
তা না হ'লে তাকে আমার আট্‌কে রাখা হবে দায়॥
ওলো পাই যদি তারে, ছাই মাখি তার তবে,
বলি তার গলা ধ'রে দিব তারে সে যা চায়।
পায়ে ঠেলে চ'লে গেলে তবু ত তার ধর্‌বো লো পায়॥

বিমলা। তোমায় ভাই, অনেক পাযে ধ'র্‌তে হবে। তুমি ভাই, ভারি একগুঁয়ে, ছিঁচকাঁদুনে, একদিন আস্‌তে একটু দেরী হ'য়েছে, আর অমনি ভেউ ভেউ কান্না। মেছে ত বেশ একলা থাকিস্, কাঁদিস্ না।

চপলা। সখি! অধীব হ'য়ো না।
ক'রেছিলি ভাল পণ, পণে গেল যে যৌবন।
ক'রে পণ বিসর্জ্জন, ওলো বাঁচালো জীবন।

বিমলা। ঐ মালিনী আস্‌ছে। বিদ্যে ও বিদ্যে, একটু আড়াল হ'যে থাকিস্, বেটি বুড়ী হ'তে গেল, এখনও ঢং টুকু গেল না। আজ ক'সে দু-কথা শুনিয়ে দেব। বেটী জানে তোমার সঙ্গে তাঁর কেবল একদিনমাত্র সেই রথতলায় দেখা।

(গাইতে গাইতে মালিনীর প্রবেশ)

মালিনী। গীত।

নাত্‌নী আমায় পাঁচ ভূতেতে খেলে।
তা নইলে কি সাঁজ সকালে মাসী ব'ল্লে যাইগো ভুলে।
ছেলে মানুষ ছিলুম যখন, ভূতের ভয় ছিল না তখন,
জ্যান্ত ভূতে জল ঢেলে হায় শুক্‌নো গাছে ফুল ফোটালে।
কোথাকার এক বন্‌পো এসে, কথা কয় মুচ্‌কি হেসে,
বকুল তলায় ব'সে শেষে ঘরে এসে বাসা নিলে।

বিদ্যে।

হ'স্‌ বুড়া যত, ঠাট্‌ বাড়ে তত,
বাহার বাড়িছে বেশ।
ওরে কালামুখী, হও যেন খুকী,
পাকিল মাথার কেশ॥
হ'লো এত বেলা, মোর কাছে হেলা,
শেখাব মায়েরে ক'য়ে।
বোন্‌পো বলিয়া, পিরিতি করিয়া,
থাকিস্‌ নাগর লয়ে॥

বিমলা। তোর ভাই ভারী আদার, একদিন না এলে একে ডাক, ওকে ডাক, তাকে ডাক, শেষে নিজে কোকিল ডাক্‌তে আরম্ভ করিস্‌।

মালিনী।

দাসী আমি আমা প্রতি কেন এত রোষ।
ক্ষমা কর রাজবালা হইয়াছে দোষ॥

গাঁথিতে চিকণ মালা হলো এত বেলা।
পারি কি তোমার কাজে করিবারে হেলা॥
হইয়াছি বুড়া আর নাইলো যৌবন।
কি দেখে নাতিনী, বঁধু আসিবে এখন?

বিমলা। আর কাঁদ্‌তে হবে না, অনুগ্রহ ক'রে একটু আস্তে আস্তে কাঁদুন, এখনি মাসিমা এসে প'ড়্‌বে, তখনি বিদ্যে বেরিয়ে যাবে।

বিদ্যে। নাহি আর রোষ মম ভুলিনু সকল।
অবলা বধিতে আমি পাতিয়াছ কল॥

মালিনী। কল আমি পেতেছি? না তুমি পেতেছ? তোমার কলের বিষম কৌশল, এতে ছল চাতুরী খাটে না।

বিমলা। আহা! তুমি কিছু বোঝ না! বোঝ কেবল ছলটি আর কৌশলটী, আর রাত জাগাটী; রাত জাগ্‌লে বুঝি সকাল সকাল ফুল যোগান যায়?

মালিনী। গীত।

হায় হায় আমি বুঝ্‌তে না পারি।
বোন্‌পো আমার রেতের বেলায় করে কি চাতুরী।
হোম কুণ্ডে আহুতি দিয়ে, সুখে থাকে শুকে নিয়ে,
কি সুখেতে বুক বেঁধেছে ওলো যাই বলিহারি॥
সে পড়ে কি পড়ায় শুকে বুঝ্‌তে আমি নারি।
নাকে কাণে ক্ষৎ দিনু গো ঝকমারি আমারি॥
(কথায়) "বড়'র পিরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ॥"

[প্রস্থান।

বিদ্যে। সখি! কি হবে, হীরে যে চ'লে গেল, আবার ব'লে

গেল তিনি পাখী নিয়ে থাকেন, হোমকুণ্ডে আহুতি দেন, তিনি তবে কি সন্ন্যাসী হবেন। আর কি তাঁকে দেখ্‌তে পাব না। কৈ আজ এখন তিনি এলেন না!

বিমলা। রাজকুমারী! বুঝি কে আস্‌ছে, বোধ হয় তামার নাগর। (উঁকিমারিয়া দেখিয়া) না লো ও মালি, আমাদের স্কুলের মালি দাড়িয়ে দেখ্‌ছিল।

বিদ্যে। সখি! তবে তিনি নন, আমার অংশুমালী নন? সখি! আমাদের স্কুলের সেই উড়ে মালী। সখি! তবে কি হবে! পিয়া বিনে যে হিয়া গুরু গুরু ক'চ্ছে।

সখিগণ গীত।

দিল যো লিয়া উস্‌কো পাকড়া চাহিয়ে বহুৎ হুঁসিয়ারী।
আরে বহুত হুঁসিয়ারি আরে বহুত হুঁসিয়ারি॥
যো তোমরা দিল্‌ লিয়া ওভি তুম্‌ছে দিল -দিয়া
পরদেশমে চলা যাগা পহিন্‌কে তেবা
প্রেমডোবি প্রেমডোরি॥

বিদ্যে। (একটু উঠিয়া চাহিয়া) এয়েছে, কি করে দেখি।

(সুন্দরের সুরঙ্গ হইতে উত্থান।)

মন নিয়ে যাবে আমার আমি মন দিব তারে।
আমার মনের মনে মন নিয়ে সে করে হাসা হাসি,
আমি মনকে ডেকে মনকে বলি মনকে ভালবাসি,
মনে মনে মিলন হলে পড়বে বাঁধা তারে তারে॥

সখী-গ। রাজকুমারী, রাজকুমারী, দেখ্‌ দেখ্‌ ঠাকুর জামাই এয়েছে।

না এসে কি থাক্তে পারে।
মন বেঁধেছে মনের তারে॥

বিমলা। ওগো উদ্ভিদ্ পদার্থ মশাই! এত দেরী কল্লেন কেন? এখানে যে সচেতন পদার্থ মশাই অচেতন হ'য়ে প'ড়ে আছেন। একটু স'রে আসুন।

সরলা। উদ্ভিদ্ কিলো?

বিমলা। এরি মধ্যে বোধোদয় বুঝি ভুলে গেলি? যাহারা মাটী ভেদ করিয়া ওঠে তাহাদিগকে উদ্ভিদ্ বলে জানিস্ না?

সরলা। আমরা তবে কি পদার্থ?

বিমলা। আমাদের যখন নাগর নেই, তখন আমরা নিশ্চ অপদার্থ। ঠাকুর জামাই! তুমি ভাই মাষ্টার মশাইএর মত দেরী ক'রে এস কেন? এতদিন আসা যাওয়া ক'চ্ছ, পথ সড়গড় হলে. না? দেখ্ কেউ আস্‌ছে কিনা? প্লে জমেছে, ড্রপও পড় পড় হয়েছে, একটু দেখিস্, কেউ যেন না আসে, তা হ'লেই মাটী।

সুন্দর। হইল বিলম্ব এত রাজার সভায়।
গিয়াছিনু সেখানে হলো এক দায়॥
শাস্ত্রের বিচারে সব হারে তাঁর ঠাঁই।
সে বুঝি হইবে তব বাপের জামাই॥

বিদ্যে। রাখ ঠাট্ সন্ন্যাসীর মুখে দেব ছাই।
এই যে দাঁড়ায়ে মোর বাপের জামাই॥

বিমলা। ওলো! আমাদের বাপের জামাই কি হবে না?

সুন্দর। সুচারু হাসিনী, মধুর ভাষিণী,
কেন কর এত ছল।
যাবে পুরাতন, পাইবে নূতন,
আগুনে পড়িবে জল॥
চুপে আসি যাই, না ছিল বালাই,
তাই এত করি ভয়।
চোরের এধন, করিয়া হরণ,
বাটপাড়ে বুঝি লয়॥

বিমলা। উদ্ভিদ্ মশাই! শিগ্‌গির মিলন ক'রে ফেলুন, মালি আর থাক্‌বে না, বাবা এসে প'ড়্‌বে।

বিদ্যে। আমি কেনা দাসী, চরণ পিয়াসী,
বাঁধা পদে প্রাণ মন।
ত্যজিয়ে রতন, কাচেতে যতন,
করে বল কোন্ জন?

বিমলা। কাঁদা কাঁদি হাসা হাসি যা কর্‌তে হয় ক'রে নাও, আমরা আর রোজ রোজ, চাঁদা আয়, চাঁদা আয় ক'রে ডাক্‌তে পারব না।

সখি-গ। ঘুচিল বিরহ পেলে যে যার তাহায়।
গাইব মিলন-গীত সবে মিলে আয়॥

গীত।

এরা ছিল কোথা দু-জনে।
চোরে চোরে দেখা দেখি গোপনে গোপনে॥
ফুলের চেয়ে দেখি ভাল,